আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ২৭ || সোমবার || চৈত্র ১৯ || ১৪২৯ || রমাদান ১২ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 27 || 03 April || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৩ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TIME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ওমরাহযাত্রীদের নতুন যে নির্দেশনা দিল সৌদি আরব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ওমরাহ যাত্রীদের জন্য নতুন নির্দেশনা জারি করেছে সৌদি সরকার। দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় পবিত্র ওমরাহ পালন করতে যাওয়া মুসল্লিদের সঙ্গে বেশি অর্থ ও দামি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২৮ এপ্রিল ওয়াশিংটন আসছেন শেখ হাসিনা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন আসছেন। আগামী ২৮ এপ্রিল শুক্রবার তিনি ওয়াশিংটন এসে পৌঁছবেন বলে জানা গেছে। ওয়াশিংটন অবস্থানকালে তিনি বিশ্বব্যাংকের সাথে এক জরুরী বৈঠকে বসবেন। এছাড়াও সেখানে বাংলাদেশী বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মানে একটি সংবর্ধনা সভারও প্রস্তুতি চলছে একটি সূত্র জানিয়েছে। জানা গেছে, পদ্মা সেতু সহ বিভিন্ন ইস্যুতে এক ধরনের সম্পর্কের টানা পোড়ন চলছে বর্তমান সরকারের সাথে। এনিয়ে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছে বিস্তর। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রদূত ইমরান আহমদ দায়িত্ব **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নির্বাচনী প্রস্তুতি আওয়ামী লীগের শরিক নিয়ে আন্দোলনে বিএনপি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট। শেখ হাসিনা গণভবনে জেলা পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন। ঈদের পর এই কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে জানিয়েছেন দলটির নেতারা।বৃহস্পতিবার জোটের বৈঠকে নেতারা বলেছেন, বিএনপি আসুক, না আসুক নির্বাচন হবে। অন্যদিকে এখনই নির্বাচন নিয়ে ভাবছে না বিএনপি। তাদের **(বাকি অংশ ০ পাতায়)**

যেভাবে পর্নো তারকার সঙ্গে জড়িয়ে ‘ফাঁসলেন’ ট্রাম্প

ট্রাম্পের আত্মসমর্পন নিয়ে যত নাটকীয়তা

ট্রাম্পকে হাতকড়া পরানো হবে না

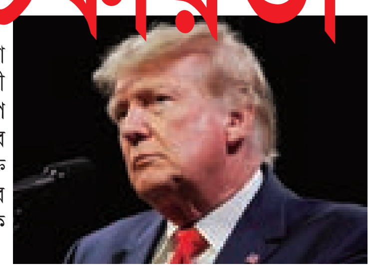

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আগামী মঙ্গলবার বিকেলে শুনানির দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে। ট্রাম্পের আইনজীবী বলেছেন, গ্রেপ্তার করা হলে অন্য আসামির মতো তাঁর মক্কেলকে হাতকড়া পরানো হবে না। সাবেক পর্নো তারকাকে ঘুষ দেওয়ার মামলায় ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বৃহস্পতিবার ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের গ্র্যান্ড জুরি এ অভিযোগ গঠন করে। ট্রাম্পই প্রথম সাবেক প্রেসিডেন্ট, যিনি এ ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কোন কোন অভিযোগ আনা হয়েছে, তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি। আদালতে বিচারপতি অভিযোগগুলো পড়ে শোনানোর পরই তা প্রকাশ করা হবে। ইতিমধ্যে ট্রাম্পকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। ট্রাম্পের আইনজীবী জোয়ে টাকোপিনা এবিসি নিউজকে বলেন, ট্রাম্প সম্ভবত মঙ্গলবার আদালতে হাজির হবেন। তবে কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়।ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত আসামিদের সাময়িকভাবে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়। ট্রাম্পের আইনজীবী বলেছেন, তাঁর মক্কেলকে হাতকড়া পরানো হবে না। তবে তাঁর ধারণা, সেদিন আদালত প্রাঙ্গণ চারপাশ থেকে ঘেরাও করে রাখা হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

‘ভারতের কি লেখাপড়া জানা প্রধানমন্ত্রী দরকার?’

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে তথ্য জানতে চাওয়ার কারণে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরি-ওয়ালকে আদালতে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরপর আবারো প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, দেশের প্রধানমন্ত্রীর পড়াশোনা জানা প্রয়োজন কি না? শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

এখনো বেঁচে আছি: পোপ ফ্রান্সিস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : তিন দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পয়েছেন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস। এ নিয়ে তিনি কৌতুক করেছেন। বলেছেন, আমি এখনো বেঁচে আছি। শনিবার বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত বুধবার শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে জেমেলি হাসপাতালে ভর্তি হন পোপ ফ্রান্সিস, **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নিউইয়র্কের সেহরি ও ইফতার সময়

	সেহরি শেষ	ইফতার
১২ রমাদান ০৩ এপ্রিল	৫.১৫	৭.২২
১৩ রমাদান ০৪ এপ্রিল	৫.১৩	৭.২৩
১৪ রমাদান ০৫ এপ্রিল	৫.১১	৭.২৪
১৫ রমাদান ০৬ এপ্রিল	৫.০৯	৭.২৫
১৬ রমাদান ০৭ এপ্রিল	৫.০৮	৭.২৬
১৭ রমাদান ০৮ এপ্রিল	৫.০৬	৭.২৭
১৮ রমাদান ০৯ এপ্রিল	৫.০৪	৭.২৮

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্তে ভারতীয় নারীসহ ৮ অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তের কাছে একটি জলাভূমি থেকে গতকাল শুক্রবার শিশুসহ আটজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ বলেছে, **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax • Sales Tax • Payroll • Notary Public • Bookkeeping • Business Formation • Financial Statement • Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokerage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফাণ্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

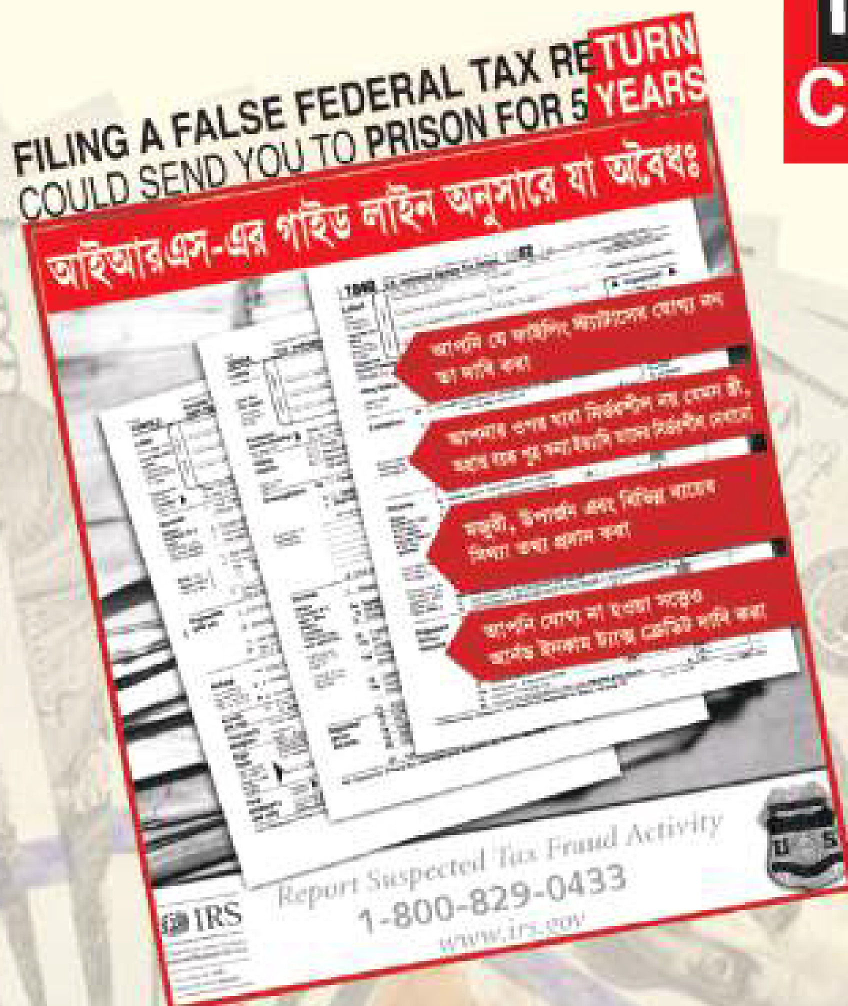

Steven M. Levy, CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 03 // 2023

ভারতে প্রভাবশালীর তালিকায় শীর্ষে নরেন্দ্র মোদি

ঢাকা ডেস্ক: ভারতে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র গোষ্ঠী ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস দেশটির ১০০ প্রভাবশালীর তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় প্রথম নামটি হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার কারিশমা ও অবদানের কারণেই তিনি এক নম্বর স্থানটি পেয়েছেন বলে বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ১৩ নম্বর জায়গাটি পেয়েছেন। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, তৃতীয় স্থানে বিদেশ মন্ত্রী কে জয়শঙ্কর। চতুর্থ স্থানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচুর। পঞ্চম স্থানে আছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ষষ্ঠ স্থানে আছেন আর এস এস প্রধান মোহন ভগবত। তার পরের স্থানে বিজেপির সভাপতি জগৎ প্রতাপ নাড্ডা। অষ্টম স্থানে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যেমন আছেন, তেমনই দশম স্থানে জায়গা পেয়েছেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। শাহরুখ খান গতবারের তালিকায় ছিলেন ৮২ নম্বরে। পাঠান এর সাফল্য তাকে ৫৩ নম্বরে তুলে এনেছে। অমিতাভ বচ্চন ৮৭ নম্বর, দীপিকা পাড়ুকোন ৯৭ নম্বরে আছেন। আলিয়া ভাট ৯৯ এবং রণবীর সিং ১০০ নম্বরে আছেন। চার হাজার কিলোমিটার পথ হেঁটে রাহুল গান্ধী আছেন ১৫ নম্বরে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৮৩ নম্বরে।

ভারতে মন্দির দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৩৫

ঢাকা ডেস্ক: ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের এক মন্দিরের মেঝে ধসে গিয়ে কূপে পড়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ইন্দোরের বালেশ্বর মহাদেব ঝুলেলাল মন্দিরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রামনবমী উপলক্ষ্যে পূজা দিতে পুণ্যার্থীরা মন্দিরটিতে জড়ো হয়েছিলেন।

এএনআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত ৩৫ জন নিহত হয়েছেন। একজন নিখোঁজ রয়েছেন এবং ১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। দুজন চিকিৎসা নিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফিরেছেন। নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারে অনুসন্ধান তৎপরতা চলছে।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত ট্রাস্ট দ্বারা মন্দিরটি পরিচালিত হয়। ইন্দোরের প্রাচীনতম আবাসিক উপনিবেশগুলোর একটি স্নেহ নগরে মন্দিরটি অবস্থিত। বাসিন্দাদের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ইন্দোর মিউনিসিপাল করপোরেশন কাজ করলে এই ট্র্যাজেডি এড়ানো যেত।

মন্দিরটির ভেতরে একটি কূপ কংক্রিটের স্লাব দিয়ে ঢাকা ছিল। এই স্লাবের ওপরই মঞ্চ করে পূজা চলছিল। তবে এই স্লাবটি ৩০-৪০ জনের ওজন বহনের মতো যথেষ্ট মজবুত ছিল না। ফলে সেটি ভেঙে ৪০ ফুট গভীরে কূপের পানিতে ডুবে যান পুণ্যার্থীরা।

দুর্ঘটনার পর পরই ১১ জনের লাশ উদ্ধার করার কথা জানান রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র। তবে উদ্ধারকাজ চলমান ছিল। শুক্রবার সকাল নাগাদ ৩৫ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান নিহত ব্যক্তিদের পরিবারপ্রতি পাঁচ লাখ রুপি এবং আহত ব্যক্তিদের জন্য ৫০ হাজার রুপি সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক টুইটে লিখেছেন, ইন্দোরের এ দুর্ঘটনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত।

Khalil Biryani House
পবিত্র মাহে রমজানের
ইফতার ও সেহেরি পার্টি
বুকিং চলছে
জ্যামাইকা
১৬৭-২০ হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
(৯২৯) ৬০৮-০২২১
ব্রঙ্কস
২০৬২ ম্যাকগ্র এভিনিউ,
ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
(৬৪৬) ৭৬৩-৫০৭৩
সুস্বাদু খাবার
স্বাস্থ্যসম্মত খাবার
সার্টিফাইড শেফ
khalilsfood.com
حلال
+1 646-763-5073

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মানব কেন দানব?

গত ২৬ মার্চ রবিবার ঢাকা শিশু হাসপাতালে মামুন নামে জনৈক তরুণকে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগে যেইভাবে অন্তত ১০ জনে মিলাইয়া পিটাইয়া হত্যা করিয়াছে, তাহা আমাদিগকে নূতন করিয়া পুরাতন প্রশ্নটির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে- সমাজে বর্বরতার বাড়বাড়ন্ত কেন? তুচ্ছ অপরাধের 'বিচার' স্বহস্তে তুলিয়া লইতে গিয়া এইরূপ বৃহত্তর অপরাধ সংঘটনের সংখ্যা ও মাত্রা যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, প্রায় নিয়মিত বিরতিতে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদনেই উহা স্পষ্ট। যেমন চলতি বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসের চতুর্থ সপ্তাহেও চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় জনৈক ইছাহাককে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ বেদম প্রহারে হত্যা করা হইয়াছে।

বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যাইতেছে ২০১১ সাল হইতে গত বৎসর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ৯৫৪ জন এই প্রকার গণপিটুনির শিকার হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। ইহার বাহিরে আরও অঘটন যে রহিয়াছে, উহা বুঝিবার জন্য বিশেষজ্ঞ হইবার প্রয়োজন নাই।

স্মরণ করা যাইতে পারে, তুচ্ছ চৌর্যবৃত্তির অভিযোগে এইরূপ হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি সমাজে ও সংবাদমাধ্যমে নিকট অতীতে প্রথম আলোড়ন তুলিয়াছিল ২০১৫ সালের জুলাই মাসে সিলেটের খণ্ডকালীন সবজি বিক্রেতা শিশু শেখ সামিউল আলম রাজনকে দিয়া। তাহাকে কয়েকজন মিলিয়া প্রকাশ্য পিটাইয়া হত্যাই কেবল করেনি, ভিডিওচিত্র ধারণ করিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিল। একইভাবে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে চুরির অপবাদে জনৈক কিশোর সাগর মিয়াকে পিটাইয়া হত্যা করা হইয়াছিল। খুঁটিতে বাঁধা ওই কিশোরের দেহ প্রহারের প্রাবল্যে নেতাইয়া পড়িবার চিত্র তখন পাষণ্ড হৃদয়কেও অনিবার্যভাবেই বেদনাহত করিতে পারিত। কিন্তু 'ভাইরাল' হইয়া পড়া ভিডিওচিত্রে আমরা গভীর উদ্বেগ ও বেদনার সহিত দেখিয়াছিলাম- চারিপার্শ্বের উৎসুক জনতা কেবল কৌতুকই করিতেছে, কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও ঐ কিশোরকে বাঁচাইতে কেহ আগাইয়া আসিতেছে না। তুচ্ছ ঘটনায় আরও যেই সকল কিশোর বা তরুণ কিংবা পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির এই প্রকারে প্রাণসংহার হইয়াছে, তাহাদের সকলের ক্ষেত্রে ভিডিওচিত্র পাওয়া না গেলেও অনুমান করা অমূলক হইবে না যে, সেইখানেও প্রহারকারী কিংবা উৎসুক জনতার হৃদয় গলেনি। ইহা কিরূপ নৃশংসতা সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে?

আমরা রাজধানীর বাড্ডায় ২০১৯ সালের জুলাই মাসে 'ছেলেধরা' সন্দেহে তাসলিমা বেগম রেনুকে পিটাইয়া হত্যা করিবার দৃশ্যই বা কীভাবে ভুলিতে পারি? ঐ সময় দেশজুড়ে গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, তৎকালে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু প্রকল্পে শিশু বিসর্জন দিতে হইবে। তাহার জের ধরিয়া মানসিকভাবে কিঞ্চিৎ অস্থিতিশীল ও বাকশ্লথ রেনুকে নিশানা করে উপস্থিত কতিপয় 'অভিভাবক'। সন্তানকে স্কুলে ভর্তির খোঁজ লইতে গিয়া পরিস্থিতি বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই শত শত 'মানুষ' তাঁহার ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ সংহার করিয়াছিল। ঢাকা শিশু হাসপাতালে মামুনের সহিতও প্রায় একই ঘটনা ঘটিয়াছে। বারংবার প্রাণভিক্ষা চাহিয়াও তাহার রেহাই মেলে নাই।

সামনে ঘোর বিপদ

পুতিন-বাইডেনকে এখনই বসতে হবে

॥ স্টিফেন ব্রায়েন ও সোশানা ব্রায়েন ॥

ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সম্পদের খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া ও পশ্চিম (যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো) উভয় শিবির থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, সাঁজোয়া যান, যুদ্ধজাহাজ ও মানবসম্পদ মোতায়েন করা হচ্ছে। প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষকে পিছু হটানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে। উভয় শিবিরেই অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত ইউরোপকে বিধ্বস্ত করে ফেলতে পারে, এমন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি একটি শিবির থেকেই আসছে, সেটি হলো রাশিয়া।

এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কঠোর নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে রাশিয়া। সোভিয়েত জমানায় তৎকালীন সরকার তাদের সম্পদের বড় অংশ সমরাস্ত্রে রূপান্তর করে যে বিশাল মজুত গড়েছিল, সেই মজুত ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং দ্রুততার সঙ্গে তা শেষ হয়ে আসছে। এর পাশাপাশি কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্রও রাশিয়া প্রয়োগ করছে। তবে এসব অস্ত্রের মধ্যে এমন কিছু অস্ত্র আছে, যা রাশিয়ার লক্ষ্যপূরণের মতো পর্যাপ্ত সক্ষমতা রাখে না।

ইউক্রেন একটি পারমাণবিক যুদ্ধের মূল্য হতে পারে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যা করতে পারে কিংবা ইউক্রেন যা সত্যিই করছে, তাতে ভয় পেয়ে যদি মস্কোর ঘুঁটি চালানোর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা ইউরোপের জন্য অনেক বড় বিপর্যয় বয়ে আনবে

এ কারণে রাশিয়া তার ঘুঁটির চাল পাল্টে ফেলেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্প্রতি বেলারুশে পারমাণবিক ওয়ারহেডযুক্ত ইসকান্দের ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছেন, যা চূড়ান্ত সংঘাতের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইসকান্দের একটি স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা ওয়ারশ, কিয়েভসহ পোল্যান্ড, ইউক্রেনের প্রধান প্রধান অংশে আঘাত হানতে সক্ষম। রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তির শর্তকে লঙ্ঘন করে না, যদিও ২০১৯ সালেই রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ নিউক্লিয়ার উইপনস (আইএনএফ) চুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং তার পরপর যুক্তরাষ্ট্রও একই কাজ করেছিল।

রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের মূল রণক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য ইউরেনিয়াম বিস্ফোরককে সজ্জিত চ্যালেঞ্জার-২ নামের ট্যাংক পাঠানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বেলারুশে তারা এই পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি কোনো যৌক্তিক সাদৃশ্যপূর্ণ পন্থা নয় এবং কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনে মার্কিন অ্যাব্রাম ট্যাংকও (অবশ্য সেই ট্যাংকে ইউরেনিয়াম বিস্ফোরক নেই) দেখা যাবে।

রাশিয়ার অস্ত্রের মজুত ফুরিয়ে আসা তার অস্ত্র ব্যবহারের ধরন বদলের একটি কারণ হলেও আসল কারণ হলো, ইউক্রেনে ন্যাটোর সেনা পাঠানোর সম্ভাব্যতা। পোল্যান্ড ইতিমধ্যে তার সেনাবাহিনীর আকার দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা তৈরি করছে। ফ্রান্সে নিযুক্ত পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি বলেছেন, মিত্রদেশ ইউক্রেনের সেনাবাহিনী নড়বড়ে হয়ে পড়লে পোল্যান্ডের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে 'বাধ্য হবে'। পুতিনের কাছে পোল্যান্ডের স্থলসেনা সজ্জিত করার অর্থ হলো, ন্যাটো বাহিনী এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর তার মানে হলো, ন্যাটো তার সমরাস্ত্র, বিশেষ করে বিমানশক্তি ও কৌশলগত বোমারু বিমান ব্যবহার করবে। অনুমানের ভিত্তিতেই হোক আর বাস্তবতার নিরিখে, ন্যাটোর সম্ভাব্য সচল হওয়ার বিষয়টিই রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের আসল কারণ।

রাশিয়া অনেক দিন থেকে বলে আসছে, পোল্যান্ড ও রোমানিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধক ব্যবস্থা স্থাপন করেছে, তা শুধুই আকাশসীমা পাহারা দেওয়ার জন্য নয়। পুতিন ও তাঁর জেনারেলরা বলে আসছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পাতানো এজিস অ্যাশোর ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেমে এম-৪১ নামের যে লঞ্চার আছে, তা দিয়ে শুধু অনুপ্রবেশকারী রকেট ধ্বংস করা যায় তা নয়, বরং এই ব্যবস্থা ব্যবহার করে বিজিএম-১০৯জি টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও ছোড়া সম্ভব।

আমেরিকান টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের ওয়ারহেড এখন প্রচলিত ওয়ারহেডের মতো হলেও মূলত এগুলো পারমাণবিক ওয়ারহেডযুক্ত করে বসানো এবং সোভিয়েত বিমানব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারার সক্ষমতাবিশিষ্ট করে ডিজাইন করা হয়েছিল।

টমাহকের পারমাণবিক ওয়ারহেড ডব্লিউ-৮০ যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, তার মাত্রা পাঁচ থেকে দেড় শ কেটি (কিলো টন) যেখানে হিরোশিমায় ব্যবহৃত অ্যাটম বোমার মাত্রা ছিল ১৩ থেকে ১৮ কেটি। যুক্তরাষ্ট্রের এই ওয়ারহেডগুলোকে ২০১০ ও ২০১৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অবসরে পাঠানো হলেও সেগুলো সক্রিয় মজুতখানায় গুদামজাত করা আছে।

অন্যদিকে রাশিয়ার গুদামে মজুত থাকা বিপুল পরিমাণের তথাকথিত 'কৌশলগত' পারমাণবিক অস্ত্র ভূমি, আকাশ ও সাগর থেকে নিক্ষেপণযোগ্য। রাশিয়া তার পারমাণবিক ওয়ারহেড হালনাগাদ করছে বলে কোনো আভাস এখন পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও বেলারুশে ইসকান্দের ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের পরিকল্পনা নিশ্চিতভাবে সেই জনধারণাকে বদলে দিয়েছে।

রাশিয়ার নেতারা ও বিশ্লেষকেরা বারবার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কথা বলছেন। হয়তো জনগণকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে মানসিকভাবে তৈরি করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এটি করছেন। এ ছাড়া মস্কোর চারপাশের আকাশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও জোরদার করতে পুতিন নির্দেশ দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সরবরাহ করা সব ট্যাংক ও এয়ারক্র্যাফট হাতে এসে পৌঁছানোর পর ইউক্রেন বসন্তের শেষে কিংবা গ্রীষ্মের শুরুতে বড় ধরনের আক্রমণে যাবে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, এ আক্রমণ অভিযানের প্রধান লক্ষ্য হবে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করে ইউক্রেনের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। এ বিশদ পরিসরের সামরিক আক্রমণে ইউক্রেনের সঙ্গে ন্যাটোর কিছু দেশও যুক্ত হতে পারে। এ অবস্থায় ক্রিমিয়াকে হাতছাড়া হওয়া ঠেকাতে রাশিয়াকে মরিয়া হয়ে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের দিকে ঝুঁকতে হতে পারে। ইউক্রেন একটি পারমাণবিক যুদ্ধের মূল্য হতে পারে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যা করতে পারে কিংবা ইউক্রেন যা সত্যিই করছে, তাতে ভয় পেয়ে যদি মস্কোর ঘুঁটি চালানোর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা ইউরোপের জন্য অনেক বড় বিপর্যয় বয়ে আনবে। সেই ধরনের অবস্থায় যাওয়ার আগে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ হিসেবে অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে একটি পরমাণু অস্ত্র চুক্তিতে আসতে হবে এবং সেই চুক্তিতে অবশ্যই চীনকেও যুক্ত রাখতে হবে।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

স্টিফেন ব্রায়েন সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসির একজন সিনিয়র ফেলো এবং

সোশানা ব্রায়েন দ্য জুইশ পলিসি সেন্টারের জ্যেষ্ঠ পরিচালক

নামাজের সময়-সূচী

এপ্রিল	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ফজর	৫.২০	৫.১৮	৫.১৬	৫.১৪	৫.১৩	৫.১১	৫.০৯
সূর্যোদয়	৬.৩৮	৬.৩৬	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩১	৬.৩০	৬.২৮
জোহর	১.০০	১.০০	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৮	১২.৫৮
আসর	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৫
মাগরিব	৭.২২	৭.২৩	৭.২৪	৭.২৫	৭.২৬	৭.২৭	৭.২৮
এশা	৮.৪০	৮.৪১	৮.৪২	৮.৪৩	৮.৪৫	৮.৪৬	৮.৪৭

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

প্রথম আলো করেছিলটা কী

॥ ড. নাদিম মাহমুদ ॥

কয়েক দিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন, প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত একজন দিনমজুরের মন্তব্য 'আমাগো মাছ, মাংস আর চাইলের স্বাধীনতা লাগব' সংবলিত ফটোকার্ডে 'দেশকে অস্থিতিশীল' করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকের অভিযোগ, ওই এক ফটোকার্ডের মাধ্যমে দেশের সম্মান-হানি করা হয়েছে। যে বা যাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে আমার কিছু সরল প্রশ্ন রয়েছে। অনেকে বলার চেষ্টা করছেন যে প্রথম আলো ওই ফটোকার্ড ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য। এই খবরটা দেশে ঠিক কী ধরনের অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে পারে, তা কি কেউ আমাকে বলতে পারেন? এ খবরের কারণে কি দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিপদে পড়ত? এটা কি কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানত? দাতা সংস্থাগুলো তহবিল দিতে অপারগতা জানাত? নাকি দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হতো?

ফটোকার্ডটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে প্রথম আলো প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কারণ, তারা মনে করেছে, সেখানে বিভ্রান্তির একটি সুযোগ রয়েছে। অনলাইনে প্রকাশিত যে প্রতিবেদন থেকে কার্ডটি করা হয়েছে, সেখানে অনেকের বক্তব্য ছিল। কিন্তু কার্ডটিতে ছবি গেছে একটি শিশুর এবং মন্তব্যটি গেছে একজন দিনমজুরের। কোনোভাবেই যাতে ভুলবোঝাবুঝি না হয়, সে জন্য দ্রুত সেটি তারা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এটা সাংবাদিকতার দায়িত্ব থেকেই তারা করেছে বলে মনে করি। এমনকি অনলাইনের প্রতিবেদনটিতে তারা নিয়ম মেনে সেই সংশোধনীও দিয়েছে।

আপনি যদি প্রথম আলো অনলাইনের সেই মূল সংবাদ আর ফটো প্রত্যাহার করার মধ্য দিয়ে সংশোধিত সংবাদ তুলনা করেন, তাহলে শিরোনাম ছাড়া আর একটি শব্দও বদল করা হয়নি। সংশোধনী দেওয়ার আগে প্রথমবার প্রকাশিত প্রতিবেদনটির শব্দসংখ্যা ছিল ৩৯০ আর সংশোধনীর পর তা নেমে এসে ৩৮৯ শব্দ হয়েছে। সেখানে শিশু সবুজ আর দিনমজুর জাকির হোসেনের বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন আমি দেখতে পাইনি। জাকিরের বক্তব্য যদি প্রত্যাহার করে নেওয়া হতো কিংবা সেখানে সবুজের নাম আসত, তাহলে এই সংবাদের বস্তু-নিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন করা যেত। যেহেতু দিনমজুর জাকিরের বক্তব্য নিয়ে সংশয় নেই, সেহেতু এই সংবাদটিকে আপনি কিছুতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলতে পারেন না।

সংবাদপত্র রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ নয়, তা আমাদের মনে রাখতে হবে। আবার সংবাদপত্র আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সেটিও সংবাদপত্রসংশ্লিষ্টদের মানতে হবে। প্রতিপক্ষ ভেবে নিজেদের ক্ষতি যেন না করি, সেটি ভাবার সময় এসেছে। আমরা চাই অতি শিগগির সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বাতিল করুক। প্রথম আলো সম্পাদকসহ সব সাংবাদিককে এসব মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। সংবাদপত্রের ওপর সব খড়্গ উঠে যাক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সবাই এগিয়ে আসুক, এ প্রত্যাশা করি।

স্রেফ ফেসবুকে প্রকাশিত ফটোকার্ডের ব্যবহৃত ছবিটি নিয়ে তর্ক করা যায়। এ ধরনের প্রচ্ছদ ছবি হামেশাই আমাদের পত্রপত্রিকাগুলো করে আসে, যার শত শত উদাহরণ রয়েছে। দিনমজুরের বক্তব্যের সঙ্গে যে শিশুটির ছবি এসেছে, তা সংবাদমাধ্যমের গেটকিপিংয়ে আটকে দেওয়া উচিত ছিল। এই কারণে তারা সংশোধনী দিয়েছে, যা সাংবাদিকতার নীতিমালাকে পোক্ত করেছে। এটা ছাপা কাগজে হলে, তা তাৎক্ষণিক সংশোধনীর সুযোগ ছিল না। কিন্তু অনলাইন পোর্টালগুলোর জন্যই হয়েছে ফলোআপ প্রটোকল মেনে। তবে শিশুদের ছবি ব্যবহারের যে নীতিমালা আমাদের রয়েছে, প্রথম আলোর ওই ছবিতে তার সবকিছুই ছিল। সেই দিক দিয়ে কথা বলার অবকাশ নেই।

এবার আলোচনা করি প্রকাশিত ছবিটির শিশুকে আর্থিক সহায়তা প্রসঙ্গে। বলা হচ্ছে, প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মী ১০ টাকার বিনিময়ে ছবিটি তুলেছেন। এটা সত্য কিনা জানি না। তবে একে অনেকেই সাংবাদিকতার মানদণ্ডে অনৈতিক বলে মনে করছেন। একটি শিশু ফুল বিক্রি করে মা-বাবাকে সহায়তা করা শিশুর সঙ্গে আপনি যখন কথা বলবেন, তার একটি ছবি তুলবেন, তখন তার সময় আপনি নষ্ট করলেন।

এ সুযোগে তার যদি ফুল বিক্রি কম হয়, সেটির জন্য সেই সংবাদকর্মী মানবিক কারণে যদি ১০ টাকা দেন, সেটিকে অন্যায় অন্যায় বলে চেঁচিয়ে ওঠা কতটা শোভন আমি জানি না, তবে সাংবাদিকতায় সোর্স ডেভেলপমেন্টের কৌশলের একাডেমিক পাঠে আপনি এ ধরনের সহায়তার তথ্য পাবেন। বিশ্বের অনেক দেশে সাক্ষাৎকার নিতে গেলে, যিনি সাক্ষাৎকার দেন, তাঁকে উপযুক্ত সম্মানী দেওয়া হয়। আমি চাক্ষুষ প্রমাণ, জাপানে থাকাকালীন সেই দেশের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এনএইচকের এক সাংবাদিক আমার এক পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎকার নিয়ে তাকে সম্মানী দিয়েছিল।

সেই সম্মানী ওই সাংবাদিক পকেট থেকে নয়, বরং এনএইচকে দাপ্তরিক চেকে তা পরিশোধ করেছিল। যে দেশে হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লুট হয়, শতকোটি টাকা পাচারের অভিযোগ পত্রপত্রিকায় আসে, সেখানে এক সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে ১০ টাকা দিয়ে 'ন্যায়ের যে মানদণ্ড' আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম, সেটি অন্তত আমাদের জন্য মানায় না।

আপনি যদি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করেন, তাহলে নিজের কাছে প্রশ্ন করেন তো, সাত বছরের এই বাচ্চাগুলোকে কেন ফুল বিক্রি করতে হবে? দেশের শিশুশ্রম আইনে এই বাচ্চাদের পারমিট করে? রাষ্ট্র কি এই বাচ্চাদের মৌলিক চাহিদা দেখভাল করছে? আমরা কি এই বাচ্চাদের শৈশবের কষ্টগুলো চোখ বন্ধ করে অস্বীকার করতে পারি? এ দায় কি রাষ্ট্র এড়িয়ে যেতে পারে?

পত্রিকার মূল কাজ সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অসংগতি তুলে আনা, নিজ উদ্যোগে অন্যায়কারী কিংবা অপরাধীদের খুঁজে বের করে সংবাদ পরিবেশন করা, যাতে করে সেই রোগগুলো রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা সারাতে এগিয়ে আসে। পত্রিকার কাজ কখনোই পাবলিক রিলেশনের মতো দাপ্তরিক কাজ নয়, যেখানে কেউ কথা বলতে না পারলে তার মুখের কথা বলতে সহায়তা করে। এ আদর্শের ওপর ভিত্তি করে দেশে দেশে গণমাধ্যমগুলোর জন্ম হয়েছে।

১৬ বছরের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার এক দশক সাংবাদিকতায় কেটেছে দেশের শীর্ষ এক অনলাইন নিউজ পোর্টালে। সেই অভিজ্ঞতায় কিছুটা হলেও বলতে পারি, অনলাইন সংবাদপত্র চরিত্র আর কাগজে প্রকাশিত সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এখানে খবর জানার পরপরই বস্তু-নিষ্ঠতার সঙ্গে দ্রুততম সময়ে পাঠকদের জানাতে হয়। আপনি যদি অনলাইন খবরগুলোর দিকে নজর দেন, দেখবেন বেশির ভাগ খবরই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপডেট করা হয়, যেখানে শিরোনাম পরিবর্তনের সুযোগ থাকে, মূল সংবাদে তথ্যের সংযোজনের সুযোগ থাকে এবং সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো তা করেও। আর এটিই সারা দুনিয়ার অনলাইন পত্রিকা পরিচালনার কৌশল। কয়েক মাস আগে খোদ বিবিসি এক এমপির নাম ভুল ছবিতে ব্যবহার করেছিল, হালের বড় এক গায়িকার ছবির সঙ্গে তাঁর ভুল নাম তুলেছিল, যার জন্য পত্রিকাটি সংশোধনী দিয়েছে, ক্ষমা চেয়েছে। এটিই সংবাদমাধ্যমের স্বচ্ছতার চরিত্র। ভুল হলে সংশোধন করে পাঠকদের সঠিক তথ্য জানানোয় সংবাদপত্রের বড় ট্রান্সপারেন্সি।

সংবাদপত্রের কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা। ভিকটিমের পক্ষাবলম্বন সাংবাদিকতার অন্যতম আদর্শ বটে। ফলে এখানে বরাবরই অন্যায়কারীরা সংক্ষুব্ধ হবেন, এটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি সংক্ষুব্ধ হতে চান, সেই ক্ষেত্রে প্রথম আলো কেন, দেশের যেকোনো পত্রিকার সংবাদ নিয়ে সংক্ষুব্ধ হতে পারেন। কারণ, প্রতিদিনই আমাদের পত্রিকাগুলো ডজন ডজন মন খারাপ করা সংবাদ ছাপে। কোথাও দুর্নীতি, কোথাও ডাকাতি, কোথাও জবরদখল আবার কোথাও খুনোখুনি। আর এই সব খবর পড়ে, কেউ যদি সংক্ষুব্ধ হন, আদালতে ডিজিটাল সিকিউরিটি মামলা করেন, তাহলে প্রতিদিন শত শত মামলা করা সম্ভব।

কিন্তু এই সব মামলা দিয়ে কি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা সম্ভব? হয়তো সম্ভব। অতীতে অনেক সাংবাদিকই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে মামলায় হয়রানি হয়েছে। এই আইনের খপ্পরে পরে গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের সাংবাদিকতার মান কমতে শুরু করেছে। তোষামোদি সংবাদ পরিবেশনের মুখ্য হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ সাহস দেখানোর চেষ্টা করলেও ডিএসএর ধারায় হয়রানির ভয়ে সংবাদপত্রগুলো নিজেদের গুটিয়ে আনছে। সংবাদপত্র যদি সত্য বলতে ভয় পায়, তাহলে তা চূড়ান্ত বিচারে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের আগামীর প্রজন্ম ভয়ের সংস্কৃতি এই চর্চার মধ্যে পড়ুক তা আমরা চাই না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে যদি আমরা ধারণ করতে চাই, তাহলে সংবাদপত্রের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। এভাবে রাতবিরাতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা, তাঁদেরকে বাসা থেকে তুলে নেওয়া, ভয় দেখানো, শাস্তি দেওয়া বস্তুত আমাদের রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড দুর্বল করে দেওয়ার শামিল। আবার কথা বলার স্বাধীনতার সুযোগে রাষ্ট্রকে ছোট করা হয়, এমন কর্মকাণ্ড থেকেও সাংবাদিকদের সচেতন থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ দেশের মানুষের জন্য সংবাদপত্র, ভিনদেশিদের সুখের জন্য নয়।

কিন্তু এই সব মামলা দিয়ে কি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা সম্ভব? হয়তো সম্ভব। অতীতে অনেক সাংবাদিকই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে মামলায় হয়রানি হয়েছে। এই আইনের খপ্পরে পরে গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের সাংবাদিকতার মান কমতে শুরু করেছে। তোষামোদি সংবাদ পরিবেশনের মুখ্য হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ সাহস দেখানোর চেষ্টা করলেও ডিএসএর ধারায় হয়রানির ভয়ে সংবাদপত্রগুলো নিজেদের গুটিয়ে আনছে। সংবাদপত্র যদি সত্য বলতে ভয় পায়, তাহলে তা চূড়ান্ত বিচারে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের আগামীর প্রজন্ম ভয়ের সংস্কৃতি এই চর্চার মধ্যে পড়ুক তা আমরা চাই না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে যদি আমরা ধারণ করতে চাই, তাহলে সংবাদপত্রের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে।

সংবাদপত্র রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ নয়, তা আমাদের মনে রাখতে হবে। আবার সংবাদপত্র আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সেটিও সংবাদপত্রসংশ্লিষ্টদের মানতে হবে। প্রতিপক্ষ ভেবে নিজেদের ক্ষতি যেন না করি, সেটি ভাবার সময় এসেছে। আমরা চাই অতি শিগগির সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বাতিল করুক। প্রথম আলো সম্পাদকসহ সব সাংবাদিককে এসব মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। সংবাদপত্রের ওপর সব খড়্গ উঠে যাক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সবাই এগিয়ে আসুক, এ প্রত্যাশা করি।

গবেষক, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

সুলতানা জেসমিন যে প্রশ্ন রেখে গেলেন

॥ এহ্সান মাহমুদ ॥

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, নওগাঁয় আটকের পর র‍্যাবের ‘হেফাজতে’ সুলতানা জেসমিন নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। সুলতানা নওগাঁ সদর উপজেলার চণ্ডীপুর ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ে অফিস সহকারী পদে চাকরি করতেন। ২২ মার্চ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের মুক্তির মোড় থেকে তাঁকে আটক করা হয়। গত শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। র‍্যাব দাবি করেছে, প্রতারণার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার সুলতানা জেসমিনকে আটক করা হয়। আটকের পর অসুস্থ হয়ে তিনি মারা গেছেন। স্বজনদের অভিযোগ, হেফাজতে নির্যাতনের কারণে সুলতানার মৃত্যু হয়েছে। ১৭ বছর আগে সুলতানার সঙ্গে তাঁর স্বামীর বিয়ে-বিচ্ছেদ হয়। এর পর এক সন্তানকে অত্যন্ত কষ্ট করে বড় করছিলেন তিনি। শহরের একটা ভাড়া বাড়িতে থেকে ছেলেকে নিয়ে বসবাস করতেন। সেই ছেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। একজন সিঙ্গেল মায়ের সন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লড়াই যে কত কঠিন, তা কি আমরা ভেবে দেখছি? সুলতানা ছিলেন ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের একজন সামান্য কর্মচারী। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অনিয়মের কোনো অভিযোগ কেউ করেননি। এমনকি একজন একাকী নারীর জীবনযাপন নিয়ে সমাজে কটু ইঙ্গিত করার লোকের অভাব না থাকলেও সুলতানার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত এমন কোনো সংবাদ নজরে আসেনি। বরং সুলতানার পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে সহকর্মী সবাই একবাক্যে বলছেন–সুলতানা খুবই সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। যে সুলতানাকে স্বজন ও অফিসের সহকর্মীরা চিহ্নিত করছেন সহজ-সরল হিসেবে; তাঁকেই কিনা আটক হতে হলো র‍্যাবের অভিযানে!

সুলতানার মৃত্যুর প সংবাদমাধ্যমে এমন কোনো খবর এখনও প্রকাশ পায়নি, যাতে মনে হতে পারে, সুলতানা বিনা মামলায় র‍্যাবের হাতে আটক হওয়ার মতো অপরাধী। আটকের প সুলতানাকে ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় নিজেদের হেফাজতে রেখেছিল র‍্যাব। অফিসে যাওয়ার পথে আটক হওয়া সুলতানা জেসমিনকে প্রায় ২৯ ঘণ্টা পর গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনা–কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করার ৩ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর পরিবার বা আইনজীবীর সঙ্গে আলাপের সুযোগ দিতে হবে। সুলতানা জেসমিনের ক্ষেত্রে এটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। দেশে আইনের শাসন আছে–এটা শুধু মুখে বললে হবে না; কাজেও তার প্রতিফলন হতে হবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা না হলে যে কোনো সময় যে কারও ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে।

সুলতানার মৃত্যুর পর এখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী যুগ্ম সচিব বলছেন, ‘সুলতানা হ্যাকারের কবলে পড়েছিলেন।’ আইনমন্ত্রী বলেছেন, ‘নওগাঁয় নিহত সুলতানা জেসমিনের ক্ষেত্রে যা হয়েছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। ট্র্যাজিক কারণে তাঁর মৃত্যুর পর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়। এখানে আইনের অপব্যবহার হয়েছে।’ (সমকাল অনলাইন, ৩০ মার্চ ২০২৩)

এখানে লক্ষণীয়, সুলতানার হ্যাকারের কবলে পড়া, র‍্যাবের ‘হেফাজতে মৃত্যু’ এবং আইনমন্ত্রী যাঁকে বলছেন ‘দুর্ভাগ্যজনক’–এই বিষয়গুলো কী বার্তা দিচ্ছে? কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই সুলতানাকে আটক করা হয়েছিল। হেফাজতে নিয়ে সুলতানাকে নির্যাতন করা হয়েছিল। যার ফলে তাঁর মৃ ত্যু হয়েছে। সর্বশেষ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার যে ঘটছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাংলাদেশের আইন বলছে, ‘হেফাজতে মৃত্যু’ অবৈধ। অর্থাৎ এর জন্য দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এখন সুলতানার মৃত্যুর জন্য কাকে দায়ী করা হবে? তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে কিনা?

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে র্যাবের কিছু বিপথগামী সদস্যের বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ার খবর অজানা নয়। ক্রসফায়ার ইস্যুতে এই বাহিনী নিয়ে দেশে-বিদেশে মানবাধিকার সংস্থার সোচ্চার হওয়ার খবরও আমরা জানি। যুক্তরাষ্ট্রও এর কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান সদস্যের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। মূলত তার পরই এই বাহিনীর মধ্যে সংস্কারের বিষয়টি জোরেশোরে আলোচনায় এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, কথিত বন্দুকযুদ্ধে প্রাণহানি অনেক কমে এলেও হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা থেমে নেই–সুলতানা জেসমিন তার মর্মান্তিক উদাহরণ।

আমরা যেন একটি বৃত্তের মধ্যে বন্দি হয়ে আছি। যেন একই রকম ঘটনা আমাদের সামনে ঘটে চলেছে। পাল্টে যাচ্ছে শুধু চরিত্রের নাম।

প্রতিটি ঘটনায় আমরা প্রায় একই প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে চলেছি। যেন কোনো ক্রুদ্ধ নিয়তি আমাদের বন্দি করে রেখেছে এই বৃত্তে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এ থেকে আমাদের মুক্তি নেই। সত্যিই কি আমরা মুক্তি পাব না? শুধু একের পর এক ঘটনায় হা-হুতাশ, প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেই যাব?

এহ্সান মাহমুদ: সমকালের সহসম্পাদক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার [illegible] সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আইএমএফে সরকারের দম : জনগণ যাবে কোথায়

॥ রিন্টু আনোয়ার ॥

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ পাওয়াকে কৃতিত্ব ও গৌরব হিসেবে দেখছে সরকার। বলছে, ফেরত দেয়ার সক্ষমতা আছে জেনেই আইএমএফ বাংলাদেশকে ঋণ দিয়েছে, নইলে দিত না। সরকার সমর্থিত অর্থনীতিবিদদের অনেকেও জোর গলায় তা-ই বলছেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য সরকার আইএমএফের দ্বারস্থ হলে সংস্থাটি গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন করে। এই ঋণটি দেয়া হবে তিন বছর ধরে। ঋণের প্রথম কিস্তি চার কোটি ৫০ লাখ ডলার ইতোমধ্যে ছাড়ও করা হয়েছে। ঋণের জন্য আইএমএফের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি শর্ত দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে আন্তর্জাতিক আইএমএফের দ্বারস্থ হওয়া বাংলাদেশের এবারই প্রথম নয়। আইএমএফের ঋণে কোনো দেশ উপকৃত হয় না; কথাটিও পুরোনো। এসব কথার বাস্তবতা আছে। উদাহরণ প্রচুর।

স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না থাকায় বিভিন্ন সময় তাদের কাছে ঋণ চাইতে হয়েছে। বাংলাদেশ আইএমএফের কাছ থেকে প্রথমবার ঋণ নিয়েছিল ১৯৭৪ সালে। ঋণের জন্য সংস্থাটির কাছে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি গেছে ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালে। এই ১০ বছরে বাংলাদেশ আইএমএফের কাছ থেকে পাঁচবার অর্থ নিয়েছে।

যখনই বাংলাদেশকে তারা কোনো ঋণ দিয়েছে তখনই কিছু শর্ত বা পরামর্শ দিয়েছে। এসব শর্তের কিছু বাংলাদেশ মেনে নিয়েছে আবার কিছু মেনে নেয়নি। ঋণের ক্ষেত্রে ১৯৯০ সালে আইএমএফের বেশ কয়েকটি শর্ত ছিল। সেসব শর্তের আলোকে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়। এ ছাড়া বাণিজ্য উদারীকরণ, ব্যাংকিং খাতে সংস্কারের শর্তও এসেছিল। এসব প্রক্রিয়ার সাথে বিশ্বব্যাংকও জড়িত ছিল।

ভ্যাট চালু করার পর প্রথম সাত থেকে আট বছর বেশ ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। বড় ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছিল নব্বইয়ের দশকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তখন বাংলাদেশের আমদানি পরিস্থিতির উন্নতি হয়। রফতানি বাণিজ্যেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনশক্তিও ব্যাপকভাবে যাওয়া শুরু হয়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার তেমন একটা ঘাটতি ছিল না। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের ঋণ সহায়তার প্রয়োজন ছিল না। উল্লেখ্য, ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আইএমএফের কাছ থেকে কোনো ঋণ নেয়নি। বাংলাদেশ আবার আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নেয় ২০০৩ সালে। সেবার বড় শর্ত ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসান কমিয়ে আনার। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের শর্ত মেনে বাংলাদেশে লোকসানের মুখে থাকা পাটকল বন্ধ করা স্মরণীয় ঘটনা।

আদমজী জুটমিলের জায়গায় এখন আদমজী ইপিজেড। সেখান থেকে যে রাজস্ব আসছে, কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, তা আদমজী জুটমিল থেকে পাওয়া যেত না। সর্বশেষ ঋণ নিয়েছিল ২০১২ সালে যার পরিমাণ ছিল প্রায় এক বিলিয়ন ডলার। এখন দেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্টে বড় রকমের ঘাটতিতে পড়ে আইএমএফের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। এবার বাংলাদেশ বেশ আগেভাগে আইএমএফের ঋণ চেয়েছে, শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তানের মতো পরিস্থিতি বাংলাদেশে হয়নি।

বরাবরই আইএমএফের দেয়া শর্তগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সরকারকে নিস্তার দেয়। আর নিদারুণ দুর্গতিতে ফেলে সাধারণ মানুষকে। ঋণ মঞ্জুরের আগেই সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমানো ও সুদের হার বাড়ানোর কিছু কাজ করিয়ে সরকারের সামর্থ্যরে প্রমাণ নেয়। আর নানান নীতি সংস্কার করায়। আইএমএফের প্রেসক্রিপশনের প্রধান উদ্দেশ্য, কোনো দেশকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করা নয়। তাদের অ্যাজেন্ডার মধ্যে প্রো-ক্যাপিটালিস্ট বায়াস থাকে। এর প্রভাবে মানুষের আয় বৈষম্য বাড়ে, ধনীদের সম্পদ অনেক বেশি বেড়ে যায়। আজকের ক্ষমতাসীনরা এক সময় এ কথাগুলো খুব আওয়াজ দিয়ে বলত। এক ধরনের ক্রেডিট নিত। ২০১২ সালের পর আর আইএমএফের ঋণ নিতেও যায়নি। কিন্তু, এবার অনেকটা উপায়হীন হয়ে এই ঋণ নিয়েছে।

তাদের ঋণে ভর্তুকি না দেয়ার মতো আর্থিক খাত সংস্কার, রাজস্ব বাড়ানোর শর্তও থাকে। এসবের মূল কারণ ঋণের টাকা যেন ঠিকমতো ফেরত পায়। কোনো দেশের অর্থনীতি ভালো হোক-খারাপ হোক ঋণের টাকা ফেরত পাওয়াই তাদের অগ্রাধিকার। আবার এ সত্যও তাদের জানা, কোনো দেশ বাধ্য হয়েই আইএমএফের ঋণ নেয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন রুখতে দেশগুলোর আর বিকল্প থাকে না।

আমদানির ওভার ইনভয়েসিং, রফতানির আন্ডার ইনভয়েসিং, রফতানি আয় দেশে না আনা এবং ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের অর্থ হুন্ডিতে পাচার হয়ে যাওয়ায় আমাদের বৈদেশিক অর্থভাণ্ডারে যে চাপ পড়েছে, তা রোখার আর কোনো সাধ্যও নেই সরকারের। এসব যেন প্রতিহত করা হয় সে ধরনের চাপ নেই আইএমএফের। তাদের অগ্রাধিকার অন্যদিকে। ওইসব দিক সামলাতে গিয়ে বিদ্যুৎ-জ্বালানি তেলের দাম দফায় দফায় বাড়াচ্ছে সরকার। অবশ্য সরকার যেকোনো সময় এসবের দাম বাড়াতে পারবে- এ মর্মে বিধিবিধান করে নিয়েছে।

এবারের ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণে সরকার আপাত স্বস্তিতে আছে। পাশাপাশি গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে দফায় দফায়। মূল্যবৃদ্ধির কারণে সব ধরনের পণ্য ও সেবার দাম বাড়বে। যন্ত্রণার পুরোটা জনগণের। ভর্তুকি কমানোর নামে জ্বালানি, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বিষয়টি তারা খুব কঠোরভাবে মনিটর করে কিন্তু দুর্নীতি কমাতে চাপ দেয় না। তার ওপর ভারতের শিল্পগোষ্ঠী আদানির সাথে বিদ্যুৎ চুক্তিতে কী আছে তা খোলাসা করা হচ্ছে না। দেশের জ্বালানি খাত পুরোপুরি আমদানিনির্ভর হয়ে পড়েছে। এ বিষয়েও আইএমএফের কোনো কথা নেই; বরং আন্তর্জাতিক পরিসরে বড় ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ রক্ষায় তাদের বদনামে নতুন করে প্রমাণ মিলছে।

বিভিন্ন দেশের ঋণের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, ব্যাংক খাত, রাজস্বসহ অন্যান্য সংস্কারের কথা আইএমএএফ বলে। তবে সেগুলো বাস্তবায়ন না হলেও ঋণের কিস্তি বন্ধ হয় না। বড় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যায় এমন সংস্কার সরকার করতে না পারলেও আইএমএফের শর্ত পূরণে ভর্তুকি কমানোর মতো বিষয়গুলো বাস্তবায়নে ঢের সাফল্য দেখায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সরকার এতে বেনিফিসিয়ারি। দায় সামলানোর ভাগ পুরোটা জনগণের। এরই মধ্যে জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম দফায়-দফায় বাড়তি শোধ করছে। সামনে এসবের দাম আরো বাড়ানো হবে। জনগণ বাধ্য হবে বাড়তি টাকা গুনতে। দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে। জি-নিসপত্রের দামও অনেক বেড়েছে। মানুষ ভুগছে, আরো ভুগবে। এসবের জবাব চাওয়ার জায়গা পায় না জনগণ। প্রতিবাদেরও স্পেস নেই। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, নিয়মিত এ সবের চাঁছাছোলা জবাব দেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজেই। বিশ্বের নানান দেশ থেকে বাংলাদেশ কত ভালো আছে, তা জানান তিনি। অথচ এসব বিষয়ে জবাবের প্রথম-প্রধান দায়িত্ব অর্থমন্ত্রীর। তিনি এ সময়টায় একেবারে আড়ালে-আবডালে থাকেন। তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এখন কোনো প্রতিক্রিয়াও জানান না।

কেবল সাধারণ জনগণ নয়, ছোটখাটো ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারীদেরও কথা বলার জায়গা নেই। ব্যাংক ঋণের সুদহার বেঁধে রাখায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানগুলো চিড়াচ্যাপটার মতো পড়ে আছে। বড়রা কিন্তু কম সুদে সুবিধা হাতাচ্ছে। তেল, চিনি থেকে শুরু করে আমদানি পণ্যের দাম বাড়লেও তারা লাভবান যা সমাজে কেবল বৈষম্য বাড়ায়নি, সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ভারসাম্যের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। একটি শ্রেণী অর্থসম্পদে ফুলেফেঁপে হাঙ্গর হয়ে উঠেছে। এবারের পরিপ্রেক্ষিতও ভিন্ন। তার ছাপ ছিল আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার কারণে ঋণের আবেদনের চিঠিতেও। জরুরি ভিত্তিতে লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখতে ও বাজেট সহায়তা বাবদ অর্থ চেয়ে গত বছরের জুলাইয়ে আইএমএফকে চিঠি দেয় বাংলাদেশ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু করার অনুরোধ জানায়। আইএমএফ মিশন নিয়ে এসে সরকারি দফতরগুলোর সাথে বৈঠক করে ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে আরেকটি প্রশ্ন থাকছে। তা হলো, বরাদ্দকৃত এ টাকা কি সঙ্কট কাটানোর জন্য যথেষ্ট? এর কোন হ্যাঁ-না জবাব নেই। ছোট করে জবাব দেয়ার অবস্থাও নেই। তিন বছর ধরেই বৈশ্বিক দুই বড় ঘটনার প্রভাবে টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে দেশের অর্থনীতি। প্রথমে কোভিড-১৯ ও পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। উভয় কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জি-নিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। কমে যায় প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স)। তার ওপরে যোগ হয়েছে অভ্যন্তরীণ বহু কারণ। দেশে অনেক দিন ধরেই নীতিগত বিষয়গুলো ঠিক করা হয়নি। দেশ থেকে টাকা পাচার হয়েছে কিন্তু তা দেখা হয়নি। সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে হাতেগোনা কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠী। তাদের কারণেই সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। একটি শ্রেণীর হাতে দেশের অর্থসম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ায় তারা ফুলেফেঁপে উঠলেও সরকারের রাজস্ব বাড়ছে না; বরং প্রতি বছরই তা কমছে। সে কারণে জিডিপির অনুপাতে সরকারি ব্যয় কমে যাচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ। ফলে আইএমএফ ঋণ ভোগ করবে সরকার কিন্তু ঋণের দায় শোধ করবে দেশের জনগণ।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER

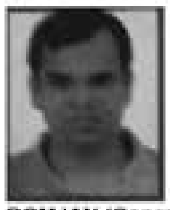

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

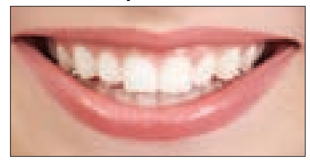

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM

Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নাগরিকত্ব লাভের জন্য পরীক্ষায় প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

গত সংখ্যায় নাগরিকত্ব লাভের পরীক্ষায় প্রশ্ন ও তার কিছু উত্তর প্রকাশিত হয়েছিলো। এ সংখ্যায় আরো কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রকাশ করা হোল। এ ব্যাপারে আরো জানতে ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইট অনুসন্ধান করতে পারেন।

নিম্নে সিভিক টেস্টের সম্ভাব্য ১০০ প্রশ্নের মধ্যে ৩৩টি প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রকাশিত হয়েছিলো। এ সংখ্যায় পরবর্তী প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ-

প্রশ্নঃ ৩৪: বিলে ভেটো দিতে পারেন কে?
উত্তরঃ প্রেসিডেন্ট।

প্রশ্ন-৩৫ঃ প্রেসিডেন্টের ক্যাবিনেটের কাজ কী?
উত্তরঃ প্রেসিডেন্টের ক্যাবিনেটকে পরামর্শ দেয়া।

প্রশ্ন-৩৬ঃ ক্যাবিনেট লেবেলের ২টি পদের নাম কী?
উত্তরঃ ক) কৃষিমন্ত্রী, খ) বাণিজ্যমন্ত্রী, গ) প্রতিরক্ষামন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ঘ) শিক্ষা মন্ত্রী, ঙ) জ্বালানী মন্ত্রী, চ) স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ও মানবসেবা মন্ত্রী, ছ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জ) গৃহায়ন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, ঝ) অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী, থ) শ্রমমন্ত্রী, ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ঠ) পরিবহণ মন্ত্রী, ঢ) অর্থ মন্ত্রী, ড) ফেডারেল মন্ত্রী, ন) এটর্নী জেনালে, ত) ভাইস প্রেসিডেন্ট।

প্রশ্নঃ -৩৭ঃ জুডিশিয়াল ব্রাঞ্চের কাজ কী?
সঠিক উত্তরঃ আইনের ব্যাখ্যাদান। আইনের মূল্যায়ন, বিরোধ মিমাংসা (আইন সংক্রান্ত), কোন আইন সংবিধান বিরোধী হলে তার সিদ্ধান্ত দান।

প্রশ্ন-৩৮ঃ ইউএস'এর সর্বোচ্ছ আদালত কোনটি?
উত্তরঃ সুপ্রিম কোট।

প্রশ্ন-৩৯) সুপ্রিম কোর্টে কয়জন বিচারপতি?
সঠিক উত্তরঃ যে সময়ে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হয় সেই সময়ের উপর নির্ভর করছে। ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ৯ জন।

প্রশ্ন-৪০ঃ সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি কে?
উত্তরঃ যখন প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হয়, সেই সময়ের উপর নির্ভর করছে। তবে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত জন জি. জি. রবার্টস।

প্রশ্ন-৪১ঃ সংবিধান অনুযায়ী কিছু ক্ষমতা ফেডারেল সরকারে উপর ন্যাস্ত যে কোন একটি ক্ষমতা কী?
উত্তরঃ মুদ্রা ছাপানো, যুদ্ধ ঘোষণা, সেনা বাহিনী গঠন, চুক্তি সম্পাদন।

প্রশ্ন-৪২ঃ সংবিধান অনুযায়ী কিছু ক্ষমতা স্টেটের উপর ন্যাস্ত স্টেটের যে কোন একটি ক্ষমতা কি?
উত্তরঃ স্কুল ও শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা শেয়ারবিভাগ, ড্রাইভারস লাইসেন্স দেয়া, জোন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার অনুমোদন।

প্রশ্ন-৪৩ঃ বর্তমানে আপনার স্টেটের গভর্নরে নাম কি?
সঠিক উত্তরঃ কোন স্টেটে আপনার অবস্থান তার উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৪৪ঃ আপনার স্টেটের রাজধানীর নাম কি?
সঠিক উত্তরঃ আপনি কোন স্টেটে বাস করছেন তার উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৪৫ঃ ইউএসএ'র প্রধান ২টি রাজনৈতিক দলের নাম কি?
সঠিক উত্তরঃ ডেমেক্র্যাটিক পার্টি এবং রিপাবলিকান পার্টি।

প্রশ্ন-৪৬ঃ বর্তমান প্রেসিডেন্টর রাজনৈতিক দল কোনটি?
সঠিক উত্তরঃ কখন প্রশ্নটি করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। তবে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যনত্ত প্রেসিডেন্ট যো বাইডেন। তার রাজনৈতিক দলের নাম ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

প্রশ্ন-৪৭ঃ বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ) স্পিকারের নাম কি?
সঠিক উত্তরঃ ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত হলে তার উত্তর হবে কেভিন ম্যাকক্যার্থি।

প্রশ্ন-৪৮ঃ কারা ভোট দিতে পারবেন সেসব নিয়ে সংবিধানে ৪টি সংশোধনী হয়েছে। যে কোন একটি বর্ননা দিতে হবে।
সঠিক উত্তরঃ ১৮ বছর বা ততোর্ধ বয়সী সিটজেন, ২) ভোট দেয়ার জন্য কোন ট্যাক্স (নির্বাচনী ট্যাক্স) দিতে হয় না, ৩) নারী এবং পুরুষ যে কোন সিটিজেনই ভোট দিতে পারেন, ৪) যে কোন সম্প্রদায়ের একজন পুরুষ সিটিজেন।

প্রশ্ন-৪৯ঃ ইউএস সিটিজেনদের জন্য যে কোন একটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করতে হবে।
সঠিক উত্তরঃ ১) জুরির দায়িত্ব পালন, ২) জাতীয় নির্বাচনের ভোট দান করা।

প্রশ্ন-৫০ঃ ইউএস সিটিজেনদের একটি অধিকারের কথা বলুন।
সঠিক উত্তরঃ ১) জাতীয় নির্বাচনে ভোট দান, ২) জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

প্রশ্ন-৫১ঃ ইউএসএ বসবসাকরী মানুষের ২টি অধিকারের নাম বলতে হবে।
সঠিক উত্তরঃ ১) নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার, ২) কথা বলার অধিকার, ৩) সমবেত হওয়ার অধিকার,

৪) সরকারের কাছে আবেদন জানানোর অধিকা, ৫) ধর্ম পালনের অধিকার, ৬) অস্ত্র বহনের অধিকার।

প্রশ্ন-৫২ঃ আনুগত্যের অঙ্গিকার আমরা কীসের প্রতি প্রদর্শন করি?
সঠিক উত্তরঃ ইউএসএ (ইউনাইটেড স্টেটস) এবং জাতীয় পতাকা। আরো বিস্তারিত বলা যায়ঃ ইউএ-সএ'র পরিচয় ও মূল্যবোধ এবং ইউএসএ'র সিটিজেনদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন-৫৩ঃ ইউএসএ'র সিটিজেনশীপ লাভের সময় নেয়া যে কোন একটি অঙ্গিকারের কথা।
সঠিক উত্টতরঃ ১) অন্য সব দেশের পমি আনুগত্য প্রত্যাহার, ২) ইউএসএ'র আইন মান্য করে চলা, ৩) ইউএসএ'র সামরিক বাহিনীতে সেবা দান (যদি প্রয়োজন হয়), ৪) দায়িত্ব সেবায় প্রয়োজন হলে আত্মনিয়োগ করতে হবে, ৫) ইউএসএ'র প্রতি আনুগত থাকা।

প্রশ্ন-৫৪ঃ শত বছর বয়সী সিটিজেনরা প্রেসিডেন্টকে ভোট দিতে পারেনঃ
সঠিক উত্তরঃ ১৮ বছর বয়সী এবং তদুর্ধ।

প্রশ্ন-৫৫ঃ দুটি কথার নাম বলতে হবে, যার যার মাধ্যমে আমেরিকানরা গণতন্ত্রে অংশ নিতে পারে?
সঠিক উত্তরঃ ভোট প্রদান ও রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে নির্বাচনী প্রচারের সাহায্য করে, কোন নাগরিকত সংস্থায় অংশ নিয়ে, কোন ইস্যুতে নির্বাচিত কোন কর্মকর্তাকে মতামত দেয়া, সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানদের আহ্বান জানানো, যে কোন পদে নির্বাচনের অংশ নিয়ে এবং পত্র পত্রিকায় লিখে।

প্রশ্ন-৫৬ঃ ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স ফরম শেষ দিন কবে?
উত্তরঃ ১৫ এপ্রিল।

প্রশ্ন-৫৭ঃ কখন সিলেকটিভ সার্ভিসে নাম রেজিস্ট্রেশন করা আবশ্যক?
সমঠিক উত্তরঃ ১৮ বছর বয়সে, ১৮ থেকে ২৬ বছর বয়সের মধ্যে।

প্রশ্ন-৫৮ঃ ঔপনিবেশিকদের আমেরিকায় আসার একটি কারণ।
সঠিক উত্তরঃ মুক্তি, রাজনেতিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, আর্থিক সুবিধা, ধর্ম পালন, নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়া।

প্রশ্ন-৫৯ঃ ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে আমেরিকায় কারা ছিলো?
সঠিক উত্তরঃ আমেরিকান ইন্ডিয়ানস, আমেরিকান আদিবাসী।

প্রশ্ন-৬০ঃ কোন ধরনের মানুষকে আমেরিকায় নিয়ে এসে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হতো?
সঠিক উত্তরঃ আফ্রিকান, আফ্রিকার লোকজন।

প্রশ্ন-৬১ঃ ঔনিবেশবাদীরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে কেন লড়াই করেছিলো?
সঠিক উত্তরঃ উচ্চ করের জন্য (প্রতিনিধিবিহিন কর আদায়), বৃটিশ সেনাবহিনী তাদের বাড়ি ঘরে অবস্থান করতো, তাদের নিজেদের সরকার ছিলো না।

প্রশ্ন-৬২ঃ স্বাধীনতার ঘোষণা লিখেছিলেন কে?
সঠিক উত্তরঃ থমাস জেফারসন।

প্রশ্ন-৬৩ঃ কোন সময় স্বাধীনতার ঘোষনা গ্রহণ করা হয়?
সঠিক উত্তরঃ ১৯৭৬ সালের ৪ জুলাই।

প্রশ্ন-৬৪ঃ মৌলিক ১৩ স্টেটের যে কোন ৩টির নাম।
সঠিক উত্তরঃ ১) নিউ হ্যামশেয়ার, ২) ম্যাসাচুসেটস, ৩) রোড আইল্যান্ড, ৪) কানেকটিকাট, ৫) নিউইয়র্ক, ৬) নি-উজার্সী, ৭) পেনসিলভেনিয়া, ৮) ডিলওয়ার, ৯) মেরিল্যান্ড, ১০) ভার্জিনিয়া, ১১) নর্থ ক্যারোলিনা, ১২) সাউথ ক্যারোলিনা, ১৩) জর্জিয়া।

প্রশ্ন-৬৫ঃ সাংবিধানিক কনভেনশনে কী ঘটেছিলো?
উত্তরঃ সংবিধান লিখিত ছিলো, প্রতিষ্ঠাকালীন নেতারাই সংবিধানটি লিখেছিলেন।

প্রশ্ন-৬৬ঃ সংবিধান লেখা হয়েছিলো কোন সময়?
সঠিক উত্তরঃ ১৭৮৭ সালে।

প্রশ্ন-৬৭ঃ মার্কিন সংবিধান পাশে সমর্থন জানিয়েছিলো ফেডারেলিস্টদের দলির পত্রে। একজন লোকের নাম।
সঠিক উত্তরঃ জেমস ম্যাডিশন, আরেকজান্ডার হ্যামিলটন, জন. জে. পাবলিয়াস।

বাকীয় প্রশ্ন এবং উত্তর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

বিস্তারিত জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট দেখুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউ-ইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

শ্রমবাজারে বিপরীতমুখী প্রবণতা

॥ রিজওয়ানুল ইসলাম ॥

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপের প্রতিবেদন। এটি বহুল প্রতীক্ষিত ছিল; কারণ ২০১৬-১৭ সালের পর দীর্ঘ বিরতিতে হয়েছে এই জরিপ এবং এই সময়ে শ্রমবাজারে কী ঘটেছে তা জানার জন্য শুধু যে মানুষের মধ্যে আগ্রহ ছিল তাই নয়, নীতিমালা প্রণয়নের জন্যও এ ধরনের জরিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে যা প্রকাশিত হয়েছে তা একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন; যাতে অল্প কয়েকটি বিষয়ে উপাত্ত পরিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত উপাত্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য এই প্রাথমিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কয়েকটি কথা বলা যায়।

উপরোক্ত জরিপের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ সালের তুলনায় বেকারত্বের হার কমেছে। সরকারের পক্ষ থেকে এটিকে ইতিবাচক এবং সাফল্যের নির্দেশক বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু এটিকে সুসংবাদ বলে মনে করা যায় না; কারণ বেকারত্বের যে সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে (যদিও তা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও কর্তৃক স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত) এবং জরিপে যেভাবে বেকার চিহ্নিত করা হয়, তা থেকে বাংলাদেশের মতো দেশের শ্রমবাজারের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। এ সংজ্ঞায় জরিপের আগের সপ্তাহে এক ঘণ্টাও কাজ করেননি কিন্তু কাজ করতে ইচ্ছুক এবং সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছিলেন- এই তিন শর্ত পালন করলেই একজনকে বেকার বলে গণ্য করা হয়।

যেসব দেশে বেকারদের জন্য কোনো ভাতা বা সহায়তা নেই এবং তাদের একটা বড় সংখ্যা দরিদ্র, সেসব দেশে সপ্তাহে এক ঘণ্টাও কাজ করেননি এ রকম মানুষের সংখ্যা কম হওয়ারই কথা। বস্তুত বাংলাদেশে প্রায় সব শ্রমশক্তি জরিপেই বেকারত্বের হার দেখা গেছে চার শতাংশের আশপাশে। এই যদি শ্রমবাজারের প্রকৃত চিত্র হয় তাহলে তা উন্নত-অনুন্নত অনেক দেশের জন্যই ঈর্ষার কারণ হবে।

প্রকৃত অবস্থা এই যে, ভালো কাজের অভাবে এবং অনেক সময় আর্থিক অনটনের কারণে অনেকেই কিছু একটা করে সামান্য হলেও উপার্জনের চেষ্টা করেন। এ ধরনের মানুষ হয়তো বেকার হিসেবে চিহ্নিত হন না; কিন্তু তাদের অনেকেই কর্মরত হলেও দরিদ্র। এই শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বাড়ল না কমল সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেকারত্বের হার চার শতাংশ না কি তার চেয়ে নিচে নামল, তা থেকে তেমন কোনো উপসংহারে আসা যায় না।

বেকারত্বের উপাত্তের সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশের মতো দেশের শ্রমবাজারের অবস্থা বুঝতে হলে আরও কয়েকটি বিকল্প নির্দেশক ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, (১) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প, আধুনিক সেবা (যেমন ব্যবসা, ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য সেবা এবং শিক্ষা, আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পেশা), পরিবহন এসব খাতে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির হার; (২) মোট কর্মসংস্থানে আনুষ্ঠানিক খাতের অংশ বাড়ছে কিনা; (৩) মোট কর্মসংস্থানে নিয়মিত বেতনভিত্তিক কাজের অংশ বাড়ছে কিনা; (৪) স্বনিয়োজিত কাজে আয় কেমন। আধুনিক খাতগুলোতে কর্মসংস্থান দ্রুত বাড়লেই কৃষি এবং অন্যান্য গতানুগতিক খাত থেকে উদ্বৃত্ত শ্রমের স্থানান্তরও ত্বরান্বিত হবে।

তবে যুবক শ্রেণির জন্য বেকারত্বের হারও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে; কারণ অনেকেই বিশেষ করে যাদের পরিবারের সাহায্য-সহায়তা দেওয়ার সামর্থ্য থাকে- কাজের খোঁজে বেকার থাকে। শুধু তাই নয়, যুবকদের- বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে শ্রমবাজারে প্রবেশ করা অনেক সময়ই কঠিন হয়। এসব কারণে প্রায় সর্বত্রই এই শ্রেণিতে বেকারত্বের হার গড় হারের চেয়ে বেশি এবং বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ২০১০ এবং ২০১৬-১৭ সালের জরিপ থেকে দেখা যায়, সে সময় যুবকদের বেকারত্বের হার বেড়েছিল। ২০২২ সালের জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদনে এ বিষয়ে কোনো উপাত্ত পরিবেশিত হয়নি; সুতরাং অবস্থার পরিবর্তন কোনদিকে হলো তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে যুব বেকারত্বের, বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে যেসব গবেষণা দেখা যায় তাতে আশাবাদী হওয়ার তেমন কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না।

২০২২ সালের জরিপে আরও দেখা গেছে, মোট কর্মসংস্থানে কৃষির অংশ বেড়েছে এবং শিল্পের অংশ কমেছে। উল্লেখ্য, এই উপাত্ত সার্বিকভাবে শিল্প খাত সম্পর্কে; ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের জন্য আলাদা উপাত্ত পরিবেশিত হয়নি। যাই হোক, এই উপাত্ত দেখে অবাক হইনি। কারণ কভিড মহামারির সময় থেকেই দেখা যাচ্ছিল, শিল্প খাতে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে আর শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে গ্রামে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। কৃষিতে ২০১৬-১৭ সালে নিয়োজিত ছিল ২.৪৭ কোটি, আর ২০২২ সালে তা বেড়ে হয়ে গেল ৩.২২ কোটি। সাড়ে পাঁচ বছরে এই খাতে ৭৫ লাখ অতিরিক্ত মানুষ (যা ২০১৬-১৭ সালের তুলনায় ৩০% বেশি) যুক্ত হয়ে গেলেন কীভাবে আর সেখানকার মাথাপিছু আয়ের ওপর এই বাড়তি শ্রমশক্তির কী প্রভাব পড়েছে, তা ভেবে দেখার এবং গবেষণার বিষয়।

বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রম রয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি থেকে শ্রমিক শিল্প খাতে যাবে এমনটিই আশা করা হয়, সেখানে কৃষিতে নিয়োজিতের সংখ্যা বাড়া এবং শিল্পে কমা অবশ্যই বিপরীতমুখী প্রবণতা। এটি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক দুরবস্থার ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে নীতিমালার ব্যর্থতারও পরিচায়ক।

২০২২ সালের জরিপের একটি ইতিবাচক উপাত্ত নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার, যা প্রায় এক দশক স্থবির থাকার পর বেড়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি কি শ্রমবাজারের ভালো অবস্থার জন্য, না কি অন্য কোনো কারণে তা খতিয়ে দেখতে হবে। প্রাথমিক প্রতিবেদন থেকেই একটি কৌতূহলোদ্দীপক দিক বের হয়ে আসে। ২০১৬-১৭ সালের তুলনায় শহরে নারীর অংশগ্রহণ বেশ কমেছে (৩১% থেকে ২৩.৬%) আর গ্রামে একটা বড় উল্লম্ফন ঘটেছে (৩৮.৬% থেকে ৫০.৯%)। একদিকে শহরে নারীর অংশগ্রহণ কমে যাওয়া যেমন উদ্বেগজনক, অন্যদিকে গ্রামে এতটা বাড়া কি তাদের সুযোগ বেড়ে যাওয়ার জন্য, না কি অন্য কোনো কারণে (যেমন করোনা মহামারির কারণে স্কুল ছেড়ে ঘরে থাকা এবং পরিবারের কাজে সাহায্য করা) ঘটেছে, তা না জানলে শুধু সংখ্যাগুলো থেকে জোর দিয়ে কিছু বলা যাবে না।

ভালো নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য উপাত্ত যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি উপাত্তগুলো থেকে উপসংহারে আসার আগে তাদের যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে এবং তাদের পেছনের সম্ভাব্য কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে হবে।

ড. রিজওয়ানুল ইসলাম: অর্থনীতিবিদ

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞাপন দিন। ফোনঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

স্যারেরা ষাঁড়, জনগণ বলদ

॥ জুলফিকার আলি মাণিক ॥

অনেকেই হয়তো ভুলে গেছেন আরিফুল ইসলাম রিগ্যানের কথা। কুড়িগ্রামে কর্মরত সাংবাদিক। ২০২০ সালের এই মার্চেই কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের এক দল কর্মচারী তাঁকে হাত-পা-চোখ বেঁধে বিবস্ত্র করে পিটিয়েছিল। কারণ তিনি স্থানীয় প্রশাসনের একটি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাই কুড়িগ্রামের ডিসি তথা জেলা প্রশাসকের সব ক্রোধ তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা বর্বর নির্যাতনের মাধ্যমে ঢেলে দিয়েছিল রিগ্যানের দেহে। নির্যাতক দলের নেতা ছিলেন তখন কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার (রাজস্ব) নাজিম উদ্দিন। পদটি জেলা পর্যায়ে 'আরডিসি' নামে পরিচিত। সেই কর্মচারী পেটাতে পেটাতে রিগ্যানকে বলেছিলেন, 'বল–ডিসি আমার বাবা।' রিগ্যান যে ডিসির আক্রোশের শিকার হয়েছিলেন, তিনি একজন নারী।

সেই ঘটনার ঠিক তিন বছর পর এই মার্চে রংপুরের একজন ডিসি তাঁকে 'স্যার' না ডাকায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের ওপর চটে গেছেন। তিনিও নারী। ঘটনার শিকার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক উমর ফারুক সাংবাদিকদের বলেছেন: আমি সামাজিক একটি বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলতে যাই। কথা শেষ হয়ে চলে আসার সময় জেলা প্রশাসককে বলি, 'আপা ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।' উত্তরে জেলা প্রশাসক বলেন, 'এই চেয়ারে কোনো পুরুষ থাকলে তাঁকে আপনি কী বলতেন?' আমি উত্তর দিই, 'তাঁকে আমি ভাই বলে ডাকতাম।' তখন জেলা প্রশাসক বলেন, 'এই চেয়ারকে সম্মান করে স্যার বলে ডাকা উচিত।' ডিসির এমন বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন শিক্ষক। তাই ঘটনা জানাজানি হয়।

প্রায় একই সময়ে বগুড়ায় একজন নারী বিচারক আরেকে কাণ্ড ঘটান। সন্তানের স্কুলের একটি ঘটনায় সহপাঠীর অভিভাবককে তাঁর কাছে প্রকাশ্যে (কেউ বলেন পায়ে ধরে) ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন। তিন বছরের মধ্যে একই অঞ্চলের পাশাপাশি জেলায় উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাধর নারী কর্মচারীদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ, কথা ও কর্মকাণ্ড একটি উদ্বেগজনক পর্যবেক্ষণ।

এমনিতেই আমাদের পশ্চাৎপদ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা এখনও অনেক বিপদে। সেই জটিল বাস্তবতায়ও পুরুষের সমান তালে নারীদের এগিয়ে দিতে দুঃসাহসিক লড়াই করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই লড়াইকে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী করতে প্রশাসনের নারীদের কাছে অনেক বেশি দায়িত্বশীল আচার-ব্যবহার প্রত্যাশিত। গুটি কয়েক নারীর অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড যেন পশ্চাৎপদতাকে উস্কে দেওয়ার সুযোগ না পায়–বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী নারী, না পুরুষ; মুসলমান, না ভিন্নধর্মী; অমুক জেলার, না তমুক জেলার; অমুক দলের, না তমুক দলের; অমুকের লোক, না তমুকের লোক; কে উঁচু, কে নিচু, কে ক্ষমতাবান, কে দুর্বল, কে প্রভু, কে দাস, কে শাসক, কে শাসিত, কে বড়, কে ছোট–এমন আরও বিভাজিত চিন্তা থেকে আমাদের বিভক্ত সমাজকে সুস্থ করতে হলে দায়িত্বশীলদের কথাবার্তা, আচার-আচরণে পরিপক্বতা জরুরি, যা দেখে সাধারণ নাগরিকদের চিন্তা ও বুদ্ধি আলোকিত হবে।

এই নিবন্ধ মূলত রংপুরের নারী ডিসির 'স্যার' ডাক শোনার ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে। জেলা ও উপজেলার সাংবাদিকদের কাছ থেকে বহু বছর ধরে শুনে আসছি, সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজনে ডিসি-এসপিসহ সামরিক-বেসামরিক, আধাসামরিক ও পুলিশ প্রশাসনের কোনো কোনো ক্ষমতাধর কর্মচারী তাঁদের 'স্যার' সম্বোধন না করলে চটে যান। তাঁরা বাজে ব্যবহার করেন, সেই সঙ্গে অসহযোগিতা এবং নানা হুমকি দেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই সাংবাদিকরা কুঁকড়ে যান এবং এক পর্যায়ে সংবাদ সংগ্রহের স্বার্থে 'স্যার' ডাকতে বাধ্য হন। এসব ঘটনা জেনে 'স্যার' না ডাকার জন্য কদর্য ব্যবহার করা কর্মচারীদের জ্ঞান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক রুচিবোধ নিয়ে করুণা জাগে। সাংবাদিকরা এই সংকট উত্তরণের পরামর্শ চান।

স্পষ্ট করে বলি–আমরা সাংবাদিকরা জনগণের টাকায় কর্মচারীদের সাধারণ মানসিকতা (নগণ্য সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া) হলো–তাঁরা যার যার ক্ষমতার গণ্ডিতে নিজেকে মালিক বা প্রভু মনে করেন, আর নাগরিকদের ভাবেন তাঁদের প্রজা। ভুলে যান–এই প্রজারাই তাঁদের বেতন-ভাতা দেন, যা দিয়ে কর্মচারীদের পরিবার চলে। ভক্তি থাকুক বা না থাকুক, আমরা পুরুষ শিক্ষকদের 'স্যার' ডাকি। কোনো সাংবাদিক চাইলে তা না-ও ডাকতে পারেন; সেই স্বাধীনতা তাঁর আছে। আমরা সাংবাদিকরা শেখ হাসিনাকে প্রথম থেকেই 'আপা' ডাকি। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার জন্য আমেরিকান সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নিই গণভবনে। বসার ঘরে তিনি প্রবেশ করতেই শুরুতে হাসতে হাসতে বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম, "আপা, আমি কিন্তু আপনাকে 'স্যার' ডাকতে পারব না; আগের মতো 'আপা'ই ডাকব।" মনে আছে, তিনিও আন্তরিকভাবে বলেছিলেন,

> **প্রায় একই সময়ে বগুড়ায় একজন নারী বিচারক আরেক কান্ড ঘটান। সন্তানের স্কুলের একটি ঘটনায় সহপাঠীর অভিভাবককে তাঁর কাছে প্রকাশ্যে (কেউ বলেন পায়ে ধরে) ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন। তিন বছরের মধ্যে একই অঞ্চলের পাশাপাশি জেলায় উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাধর নারী কর্মচারীদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ, কথা ও কর্মকান্ড একটি উদ্বেগজনক পর্যবেক্ষণ।**

বেতনভোগী কর্মচারী নই। তাই কাউকে 'স্যার' ডাকতে বাধ্য নই। আর সাংবাদিকতায় 'স্যার' ডাকার সংস্কৃতি নেই। জনগণের টাকায় পরিচালিত প্রশাসনে কে কাকে কী ডাকবেন, সেটা তাঁদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ব্যাপার। সেগুলো নিয়ে একেক সরকারের একেক সিদ্ধান্ত থাকতে পারে। যেমন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘ আমলে প্রশাসনের নিয়ম হলো–নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অধস্তনরা ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের 'স্যার' ডাকবেন। বিএন-প্লিপ্রধান খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তাঁকে 'স্যার' নয়; 'ম্যাডাম' ডাকতে হতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ম্যাডাম' নয়, সবাই 'স্যার' ডাকবেন–এটাই তাঁর নিয়ম। 'স্যার' বা 'ম্যাডাম' যাই হোক; কারা এসব ডাকতে বাধ্য? শুধু তাঁরা, যাঁরা জনগণের কষ্টার্জিত আয়ের টাকায় বেতন-ভাতা ও অন্যান্য ন্যায্য-অন্যায্য সুখ-সুবিধা ভোগ করেন। কিন্তু তাঁরা ব্রিটিশ ঐতিহ্য থেকে পাওয়া মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকার হিসেবে সব নাগরিকের কাছ থেকে 'স্যার' ডাক শুনতে চান। প্রজাতন্ত্রের (সরকারি) 'তোমাকে কে বলেছে আমাকে স্যার ডাকতে? তোমার তো আমাকে স্যার ডাকতে হবে না।' এটা হচ্ছে আলোকিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন।

সরকারি প্রশাসনের কর্মচারীরা যেমন স্বাভাবিক সম্মান পাওয়ার দাবি রাখেন (যদিও অসংখ্য ভিআইপিকে দেখি নাগরিকদের কষ্ট দিয়ে ও বঞ্চিত করে সুখ ভোগ করতে), তেমনি ছোট-বড় সব কর্মচারীর কাছ থেকে দেশের প্রত্যেক নাগরিকও সম্মানজনক আচার-ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রাখেন। নাগরিকদের ক্ষেত্রে 'অধিকার' বলছি এই কারণে যে, তাঁদের টাকায় সরকারি কর্মচারীরা বেতন ও অন্যান্য নৈতিক-অনৈতিক সুখ-সুবিধা ভোগ করেন। নৈতিকতার যুক্তিতর্ক তুললে আমার দৃষ্টিতে, সরকারি কর্মচারীদের উচিত সব নাগরিককে (সে যেই হোক) 'স্যার' ডাকা।

দেশে এক সময় সরকারি কর্মচারীদের আয়কর রিটার্ন ও আয়কর দিতে হতো না। এই নিয়ম বহু বছর হলো পাল্টেছে। এ জন্য অনেক সরকারি কর্মচারীর মনে গোস্বা জমে আছে। তাঁদের অনেককেই সুযোগ পেলে কণ্ঠে ঝাঁজ ও ঝাল মিশিয়ে বলতে দেখেছি–'আমরাও আয়কর দিই।' এ কথা সত্য, কিন্তু সরকারি কর্মচারীরা বুঝতে চান না, তাঁদের আয় ও আয়করের টাকা জনগণের পকেট থেকে আসে। অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীদের আয় ও আয়করের টাকার উৎস 'প্রাইভেট মানি' নয়; 'পাবলিক মানি'। অথচ নাগরিকরা যখন সরকারি কর্মচারীদের অফিসের দুয়ারে, টেবিলে ন্যায্য কাজের জন্য যান; বিরক্তি, অবহেলা, দুর্ব্যবহার পেতে হয় এবং কাজ করাতে হলে তেল ও ঘুষ দিতে হয়। এটা স্বাভাবিক বাস্তবতা (নগণ্য ব্যতিক্রম অস্বাভাবিক)। কর, ভ্যাটসহ নানা খাতে সরকারকে দেওয়া জনগণের টাকার হিসাব থাকে। শুধু সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া ঘুষের টাকার হিসাবটা সরকারের রাজস্ব ও অডিট শাখার কোনো খাতায় লেখা থাকে না।

কুড়িগ্রাম প্রশাসনের নির্যাতক কর্মচারীরা ২০২০ সালের মার্চে সাংবাদিক রিগ্যানকে বলেছিলেন ডিসিকে 'বাবা' ডাকতে। তিন বছর পর ২০২৩ সালের মার্চে রংপুরের ডিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে বলেছেন, ডিসির 'চেয়ার'কে সম্মান করে 'স্যার' ডাকা উচিত। সত্যি যদি কাঠ, স্টিল বা লোহার চেয়ারকে 'স্যার' ডাকতে হতো, তাতে দুঃখের বদলে আনন্দ থাকত। কারণ জড় পদার্থ চেয়ার আমলাদের মতো মালিক বা প্রভুসুলভ ভাব নিত না; বিরক্তি, অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য উপহার দিত না; কদর্য ব্যবহার করত না; কাজ করে দেওয়ার আশ্বাসের নামে ঘোরাত না; ঘুষ নিত না; ন্যায্য কিছু চাইতে গেলে অন্যায্য-অন্যায়-অপকার উপহার দিত না। তাই রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে ডিসির প্রকাশিত কথোপকথনের সূত্র ধরে বলছি, দেশের সব সরকারি অফিসের জড় পদার্থ চেয়ারকে 'স্যার' ডাকতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু চেয়ারগুলোতে যাঁরা বসেন, তাঁদের 'স্যার' ডাকতে পারব না।

প্রায়ই মজা করে বলি, দেশে একমাত্র ময়মনসিংহে কোনো চোর নেই। কারণ, ময়মনসিংহের মানুষ আঞ্চলিক উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য চোর বলতে পারে না, 'চুর' বলে। অযাচিতভাবে আমলাদের একটা সুপরামর্শ দিতে চাই। ঘুণাক্ষরেও রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষদের 'স্যার' ডাকার জন্য চাপাচাপি করবেন না। কারণ, নিজেদের উচ্চারণগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা আপনাদের স্যার ডাকতে গিয়ে 'ষাঁড়' ডাকবে। তাদের 'স্যার' শব্দের উচ্চারণ শোনায় 'ষাঁড়'-এর মতো। বাস্তবতা অনুসারে নাগরিকরা অনুভব করেন, সরকারি প্রশাসনের কর্মচারীরা সমাজের কাউকে পরোয়া না করা ক্ষ্যাপাটে ষাঁড়ের মতোই বলশালী। সাধারণ জনগণকে হতে হবে বাধ্যগত হালের বলদের মতো তাঁদের বশংবদ। অর্থাৎ কর্মচারীদের ইচ্ছা ও চাহিদা পূরণের প্রাণী।

অবশ্য এ কথা না বললে অন্যায় হবে যে, আকস্মিকভাবে কোনো কোনো সরকারি অফিসে 'ডুমুরের ফুল'-এর মতো বিরল কর্মচারীর দেখা মেলে, যাঁরা ভীষণ চমকে দেন। কারণ, তাঁরা ক্ষ্যাপাটে ষাঁড়ের মতো নন; ভক্তির স্যারের মতো।

জুলফিকার আলি মাণিক:সাংবাদিক ও বিশ্লেষক

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের 'ব্যবহার'

আমীন আল রশীদ

নওগাঁয় সুলতানা জেসমিন নামে যে নারী র‍্যাবের নিরাপত্তা হেফাজতে মারা গেছেন, তাঁকে আটক করা হয়েছিল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা দায়েরের আগে এবং মামলা হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। গত ৩০ মার্চ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, 'নওগাঁয় সুলতানা জেসমিনকে যখন তুলে নেওয়া হয় তখন তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কোনো মামলা ছিল না। পরে এ আইনে মামলা করা হয়েছে। এখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার করা হয়েছে।' (সমকাল, ৩১ মার্চ ২০২৩)।

এখানে স্পষ্টত অপরাধ দুটি। ১. হেফাজতে মৃত্যু এবং ২. মৃত ব্যক্তির নামে এমন একটি আইনে মামলা, যেটি সংসদে পাস হওয়ার আগে থেকেই নানা ফোরাম থেকে আপত্তি জানানো হচ্ছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে আর কোনো আইন নিয়ে এত বেশি বিতর্ক ও সমালোচনা হয়নি। আইনমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, সুলতানা জেসমিনকে আটকের ঘটনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এটি যদি আইনের 'অপব্যবহার' হয়, তাহলে 'ব্যবহার' কী?

র‍্যাবের হেফাজতে মৃত (নিহত) নওগাঁর একটি ইউনিয়ন পরিষদ ভূমি অফিসের অফিস সহকারী সুলতানা জেসমিনের বিরুদ্ধে যেদিন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দেওয়া হয়, তার কাছাকাছি সময়ে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান এবং সাভারে কর্মরত পত্রিকাটির স্টাফ রিপোর্টার শামসুজ্জামান এবং যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার মাহবুবুল আলম লাবলুর বিরুদ্ধেও ভিন্ন ভিন্ন সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনে মামলা হয়।

যদিও এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন। প্রশ্ন হলো, একজন সাংবাদিকের রিপোর্ট কী করে ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের মধ্যে পড়ে এবং এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে কী করে এই আইনে মামলা হয়? পুলিশ কী করে এই মামলা গ্রহণ করে এবং একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়?

স্মরণ করা যেতে পারে, ২০১৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস হওয়ার আগে থেকেই সম্পাদক পরিষদসহ সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন, নাগরিক সংগঠন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনও আইনের অন্তত ৯টি ধারা সংশোধনের দাবি জানিয়েছিল। এই দাবিতে মানববন্ধন এবং সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকও কাজে আসেনি। বরং আইনটি সংসদে পাস হয়ে যায় এবং যেভাবে আইনটির অপব্যবহার হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছিল, তা-ই হতে থাকে।

তবে সাংবাদিক ও নাগরিক সংগঠনগুলোর কোনো দাবি আমলে না নেওয়া হলেও পুলিশের একটি আপত্তি ঠিকই আমলে নেওয়া হয়। সেটি হলো, আইনের ৪৩ নম্বর ধারায় তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালকের অনুমোদন নেওয়ার বিধান যুক্ত করার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অনুমোদনের বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়। ফলে পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পায়।

সরকারের তরফে বারবার বলা হয়েছিল- এখনও বলা হচ্ছে যে, আইনটি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। গত বছর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছিলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হবে না। (সমকাল, ২১ মে ২০২২)। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই আইনটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে ফেসবুক পোস্ট এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেই।

২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত ৪২৬টি মামলা বিশ্লেষণ করে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) বলছে, এসব মামলায় আসামি করা হয়েছে ৯১৩ জনকে। তাদের মধ্যে ১১ শতাংশের বেশি রাজনীতিবিদ এবং ১০ শতাংশের বেশি সাংবাদিক। এসব মামলায় আটক হয়েছেন ২৭৩ জন, যাঁদের মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ হচ্ছেন সাংবাদিক। গবেষণা বলছে, রাজনীতিবিদরা বেশি অভিযুক্ত হলেও আটকের তালিকায় সাংবাদিকরাই বেশি।

এই আইনে এ পর্যন্ত যত মামলা হয়েছে, তার অধিকাংশই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো বক্তব্য, মতামত অথবা সংবাদমাধ্যমে কোনো খবর প্রকাশের ফলে কোনো না কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তির কথিত মানহানির অভিযোগে। কোনো সংবাদের বিরুদ্ধে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে তার প্রতিকার পাওয়ার জন্য দেশে প্রেস কাউন্সিল নামে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আবার মানহানির প্রতিকার পাওয়ার জন্য দেশের প্রচলিত দণ্ডবিধিতেই (৪৯৯ ধারা) বিধান রয়েছে। কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন হওয়ার পর থেকে কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ বা সমালোচনামূলক এমনকি রসিকতামূলক ফেসবুক পোস্টদাতার বিরুদ্ধেও মানহানির অভিযোগ এনে এমন সব ব্যক্তি মামলা করছেন, যারা সরাসরি ওই সংবাদ ও ফেসবুক পোস্টের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নন। অর্থাৎ মামলা করেছেন তাদের পক্ষে অন্য কেউ।

এই আইনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এবং যে দুর্বলতাটি রাখা হয়েছে সচেতনভাবেই, তা হলো আইনে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা'র কোনো সংজ্ঞা নেই। ফলে রাষ্ট্রের যে কোনো নাগরিক তার সহ-নাগরিকের বিরুদ্ধে এই আইনে মামলা করতে পারছেন এবং এ আইনের এমনই জাদুকরি ক্ষমতা যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এমনকি মামলা হওয়ার আগেই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সরকার অসন্তুষ্ট হয় বা বেজার হয়, এমন কোনো সংবাদ বা প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধই যেন এই আইনের লক্ষ্য। অর্থাৎ নাগরিকের ব্যক্তিগত সুরক্ষার কথা বলা হলেও এই আইনের মূল ফোকাস যে সেটি নয়, তা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় অসংখ্য ঘটনায় প্রমাণিত।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী আইনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যবহার (মূলত অপব্যবহার) দেখে যে কারও মনে হতে পারে, এখানে ব্যক্তি বলতে শুধু ক্ষমতাবানরাই- যেটি সংবিধানের মূল চেতনার স্পষ্টতই পরিপন্থি।

আমীন আল রশীদ: সাংবাদিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আসলে কাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে?

॥ শিতাংশু গুহ ॥

‘জাল-পরা বাসন্তী’ ছবিটি ২০টাকা দিয়ে তুলেছিলেন ইত্তেফাকের ফটোগ্রাফার আফতাব আহমদ। ছবিটি বঙ্গবন্ধু সরকারের পতনে সহায়ক হয়েছিলো। আফতাব আহমদ জেলে যাননি। সাংবাদিকতার সুবাদে আমরা আফতাব আহমদকে ভালোই চিনতাম। শুনেছি পরে তিনি একুশে পদক পেয়েছেন। সাভারে শিশু দিনমজুর জাকির হোসেনকে ১০টাকা দিয়ে ‘আমাগো মাছ মাংস আর চাইলের স্বাধীনতা লাগবো’ বলিয়েছেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক শামসুজ্জামান শাম্‌স। স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ দৈনিক প্রথম আলো এ প্রতিবেদন ছাপায়। ২৯শে মার্চ ভোররাতে সিআইডি শামসকে বাড়ী থেকে তুলে নেয়?

শামসুজ্জামান শাম্‌স-র রিপোর্টটি ‘হলুদ সাংবাদিকতা’ তা বলা বাহুল্য। তিনি সরকার বিরোধী তাও হয়তো অনুমেয়। ঢাকার মিডিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ট, আমার জানামতে বাংলাদেশে একজন মফস্বল সাংবাদিক কোন অবস্থাতেই তাঁর প্রেরিত সংবাদটি প্রকাশের ক্ষমতা রাখেন না? এ ক্ষমতা বার্তা সম্পাদকের, সম্পাদক উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন তাঁর ওপর দায়িত্ব বর্তায়। একই কথা প্রকাশকের জন্যেও প্রযোজ্য। মামলা হতে পারতো প্রকাশক, সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, উচ্চ পদস্থ আরো কেউ, এরপর রিপোর্টার। এক্ষেত্রে একজন মফস্বল রিপোর্টারকে কেন এতটা গুরুত্ব দেয়া হলো কেজানে? জাকির হোসেন শিশু, তার ‘চাইলের স্বাধীনতা চাই’ কথার যেমন কোন মূল্য নাই, ১০টাকা দেয়ার কথাও মূল্যহীন? কারণ আইনের দৃষ্টিতে জাকির অবুঝ। আমি ঘটনা অস্বীকার করতে চাচ্ছিনা, এখানে শিশু শ্রমিক জড়িত! ১৮ বছরের নীচে নাবালকের কথার কি মূল্য আছে? শামসুজ্জামানের মা কান্নায় ভেঙ্গে পরে বলেছেন, ‘আমার ছেলেকে রাতের বেলায় ধরে নেয়ার কি দরকার ছিলো, ডাকলে তো সে এমনিতে থানায় যেতো’। সচরাচর মফস্বল সাংবাদিকদের সাথে থানার ভালো সম্পর্ক থাকে, বোঝা যায় থানা এক্ষেত্রে ‘অপারগ’ ছিলো। সিআইডি বাড়াবাড়ি করেছে তা বলা অনাবশ্যক।

দেশে প্রচলিত আইনে এর বিচার হতে পারতো, ডিজিটাল সিকিউরিটি এক্টের (ডিসিএ) প্রয়োজন ছিলোনা। এখানে ডিসিএ’র অপপ্রয়োগ হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই আইনের বিরুদ্ধে বহুদিন বলে আসছি, কারণ এটি সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং এই আইনটি হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যাসফেমি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ফেইসবুকে ইসলাম অবমাননার প্রতি ঘটনা এর দৃষ্টান্ত। এমুহূর্তে আমার বন্ধু, সহকর্মী শাহ আলমগীরের কথা মনে এলো, সরকার এবছর তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক দিয়েছেন, এজন্যে আমি খুশি। শাহ আলমগীর ‘প্রেস-ইনস্টিটিউটের’ মহা-পরিচালক ছিলেন। শামসুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলায় প্রশাসন ‘প্রেস-ইনস্টিটিউটের’ প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করেছেন।

কবিগুরু গেয়েছেন, ‘রাজা যত বলে পারিষদ বলে শতগুন৩’ এক্ষেত্রে পারিষদ সরকারকে খুশি করার জন্যে ‘ওভার-এক্ট’ করেছেন; ডেকে আনতে বলায় ‘বেঁধে নিয়ে এসেছেন’? শামসুজ্জামান শাম্‌সকে আমি চিনিনা, কিন্তু তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন, দেশে যাই হোক, বিদেশে যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। অতি উৎসাহী সিআইডি সরকারকে বিপদে ফেলেছে। শামসুজ্জামান শাম্‌স-র বিরুদ্ধে যাহোক তবু একটি মামলা হয়েছিলো, কিন্তু নওগাঁর সুলতানা জেসমিন-র ক্ষেত্রে তো কোন মামলাই ছিলোনা। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয় মৃত্যু’র একদিন পর! তবু তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিলো। এটিও অতি উৎসাহী পারিষদের সৃষ্ট ঘটনা।

আমি ১৯৭৫ দেখেছি। সুলতানা জেসমিনের মৃত্যু আমাকে নববধূ সুলতানা কামাল’র মৃত্যু’র কথা মনে করিয়ে দেয়! জগন্নাথ হল থেকে কার্জন হলে যাবার পথে তাকে আমরা প্রায় প্রতিদিন ভার্সিটি’র মাঠে সুলতানাকে দৌঁড়াতে দেখতাম। ১৫ই আগষ্ট ঘাতকের বুলেটে তিনি নিহত হন। অনেকদিন পর নওগাঁর আর এক সুলতানা বেঘোরে প্রাণ হারালো। শামসুজ্জামান শাম্‌স বা সুলতানা উভয় ঘটনায় বাড়াবাড়ি হয়েছে। দু’টি ঘটনা সরকারকে বিপাকে ফেলবে। অথচ দু’টি ঘটনাই নিয়ম মেনে হ্যান্ডল করা যেতো। যায়নি, কারণ ‘রিমোট কন্ট্রোল’ কার হাতে কেজানে? এই দু’টি ঘটনা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে যে, দেশ কি নিয়ন্ত্রণহীন? আরো একটি প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠেছে, ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আসলে কাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে’? ‘জাল-পরা বাসন্তী’ বা ‘কিশোর জাকির’ ঘটনায় মিল আছে, ব্যতিক্রম হচ্ছে, ‘হাউ ইউ রিয়েক্ট’? পহেলা মে বিশ্বব্যাঙ্কের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা’র ওয়াশিংটন আসার কথা, এ সময়ে এধরনের ঘটনা ঘটা উচিত নয়!

নিউইয়র্ক।

guhasb@gmail.com;

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: populartaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
- All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
- Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
- Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS

- Road Lesson Local & Highway
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
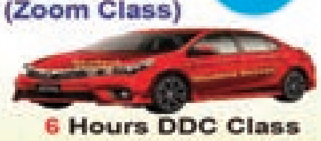
6 Hours DDC Class Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

রুচির দুর্ভিক্ষ এবং হিরো আলমের উত্থান

গোলাম মাওলা রনি

নাট্যজন মামুনুর রশিদের একটি মন্তব্য নিয়ে সারা দেশে রীতিমতো তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। সম্প্রতি অভিনয় শিল্পী সংঘের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের নাটক-সিনেমা তথা সংস্কৃতি অঙ্গনের নামকরা ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ মন্তব্য করেন যে, আমরা একটা রুচির দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে গেছি। সেখান থেকে হিরো আলমের মতো একটা লোকের উত্থান হয়েছে। যে উত্থান কুরুচি, কুশিক্ষা ও অপসংস্কৃতির, তেমনি আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যাও।

মামুনুর রশিদ বাংলাদেশের অত্যন্ত আলোচিত গুণী শিল্পী। শাসক দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার পারিবারিক সম্পর্ক বহু দিনের। তার ছোট ভাই আওয়ামী লীগ জমানায় বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্বদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মের বিরোধিতা জনাব মামুনুর রশিদ করেছেন বলে আমি শুনিনি। বরং দল ও সরকারের সমর্থনে অনেক কর্ম করেছেন যা কি না তার সাম্প্রতিক বক্তব্যের সাথে বেমানান বলে তার সমালোচনাকারী মূলধারার গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো মহা হইচই বাঁধিয়ে দিয়েছেন। আমি জনাব মামুনুর রশিদের বক্তব্যের যে অংশে তিনি রুচির দুর্ভিক্ষের জন্য রাজনীতির সমস্যা এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করার চেষ্টা করব।

আলোচনার শুরুতেই আমি নাট্যজন মামুনুর রশিদকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তার আত্ম উপলব্ধির জন্য। একই সাথে হিরো আলমের উত্থানকেও স্বাগত জানাই। কারণ হিরো আলম-আরাভ-পাপিয়া-ক্যাসিনো-সংস্কৃতির যে রূপ, তা ফুটে উঠেছে। আমাদের আবহমান বাংলার চলমান রূপ মাধুর্য এখন আর মামুনুর রশিদ কিংবা আব্দুল্লাহ আল মামুন, আতিকুল হক চৌধুরী কিংবা আলী যাকের-আসাদুজ্জামান নূর প্রমুখের প্রতিভূ নয়। তারা যদি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটি টুঁ শব্দ বর্তমান জমানায় করতেন তবে তাদের সংস্কৃতির প্রকৃত রুচি কতটা অরুচিতে রূপান্তরিত হতো তা ফুটিয়ে তোলার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সাহায্য দরকার হতো।

হিরো আলমের উত্থান-আরাভকে নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড ইত্যাদি যা কিছু কলি যুগে ঘটছে তার অন্তর্মূলে রাজনীতির বিকৃত রুচি যেমন দায়ী তেমনি পচা দুর্গন্ধময় রাজনীতির বর্জ্য ও বমন লেহনকারী তথাকথিত কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় নেতা, সাংবাদিক, আমলা-কামলা-ব্যবসায়ীরাও কম দায়ী নন। ক্ষমতার মসনদে বসে দুর্বৃত্তায়ন সব সমাজেই ছিল। কিন্তু যে সমাজ বা কাল দুর্বৃত্তায়নকে মেনে নিয়েছে সেখানেই সাধারণ মানুষের বোধ-বুদ্ধির ওপর মহামারী শুরু হয়ে গেছে।

আমি বিশ্বাস করি, শাসক দল আওয়ামী লীগের সব লোক ধড়িবাজ মতলববাজ কিংবা ফন্দিবাজ প্রকৃতির নিকৃষ্ট প্রাণী নন। দলের মধ্যে অনেক সুধিজন আছেন- কিংবা নতুন নতুন সুধিজন তৈরি হচ্ছেন যারা কি না বহু দিন পর হলেও অনুধাবন করতে পারছেন যে, রাজনীতির দুর্গন্ধে আমাদের জাতীয় বিবেক-বুদ্ধি এবং রুচিতে দুর্ভিক্ষের মড়ক লেগেছে। কাজেই সরকারের সুবিধাভোগীদের কেউ যদি ইতিবাচক কোনো কথা বলেন তবে তা ইতিবাচক অর্থেই গ্রহণ করা উচিত বলেই আমি মনে করি। কিন্তু সমস্যা হলো, দেশে রুচির দুর্ভিক্ষ যখন শুরু হয়ে যায় তখন বেশির ভাগ জনগণ ভালোমন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। তখন তাদের নিকট আদি মাল-পচামাল-রুই-কাতলা-চ্যাপা শুঁটকি অথবা পচা পটকা মাছের স্বাদ একই রকম মনে হয়। তাদের নিকট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, আয়েত আলী খাঁ, আকবর আলী খাঁ, পণ্ডিত রবি শংকর, বিসমিল্লাহ খাঁ, আল্লাহ রাখা খাঁ, জাকির হোসেন প্রমুখকে মেধা মননশীলতায় হিরো আলমদের চেয়েও হীনতর মনে হয়।

এখন প্রশ্ন হলো- জাতীয় সংস্কৃতি কী এবং সেই সংস্কৃতির রুচি কিংবা অরুচি অথবা বিকৃত রুচি কী। এ ব্যাপারে অতি সংক্ষেপে কিছু বলে তারপর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব- কিভাবে জাতীয় সংস্কৃতি বিকৃত এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে এবং সেই অঙ্গন থেকে কীটপতঙ্গ বের হয়ে আসে। সবশেষে বলব, কীটপতঙ্গের কামড়ে কিভাবে মানুষের রুচির অরুচি ঘটে যা কি না শেষ পর্যন্ত বিকৃত-বিকলাঙ্গ-অসার এবং নির্জীব হয়ে পড়ে। আমরা কমবেশি সবাই জানি যে, একটি জাতির যা কিছু কল্যাণকর এবং যা কিছু নির্মল আনন্দের তাই সংস্কৃতি। জীবনের তাল-লয়-ছন্দ কম্পনে যখন প্রাণের স্পন্দন থাকে এবং সেই কম্পনের সাথে যখন সুর এবং রং লাগে এবং যা কি না অনুরণিত হয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশে আনন্দময়তা ছড়িয়ে দেয়, তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে সুন্দরতম অংশগুলো নিয়ে তৈরি হয় ঐতিহ্য। আমাদের জারি-সারি, যাত্রা পালা সঙ্গীত নৃত্যের শত শত বছরের স্বর্ণালী সৃষ্টি গল্প কবিতা, উপন্যাস, চিত্রপটের শত বছরের হৃদয় তোলপাড় করা অংশটুকুই সংস্কৃতির ঐতিহ্য। আমাদের গামছা-নেংটি-ধুতি-লুঙ্গি-শাড়ি-গয়না ইত্যাদি যেমন সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে তেমনি সেসব সংস্কৃতির মধ্যে যেগুলো অনাগত দুনিয়া স্মরণ করবে এবং ধারণ করতে গর্ব অনুভব করবে সেগুলোই সংস্কৃতির ঐতিহ্য।

সংস্কৃতির উদ্ভব হয় কল্পনা থেকে। সেই কল্পনার বাস্তবতা শুরু হয় সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে। সাহিত্য প্রতিষ্ঠা পায় শিক্ষার মাধ্যমে। কেবল উন্নত শিক্ষাই জীবনের মাধুর্যকে পাহাড়-নদী-সমুদ্রে ছন্দাকারে ছড়িয়ে দেয় এবং ছন্দময় জীবনের আনন্দই সংস্কৃতির রূপ নিয়ে প্রকৃতিতে সুর তোলে। অন্য দিকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং সেই দুর্গন্ধজাত বিকৃত বিনোদন ও সংস্কৃতি কখনো ঐতিহ্য বলে বিবেচিত হয় না। ইতিহাস থেকে একটি ছোট উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। জাহেলিয়াত যুগে আরবের সংস্কৃতি ছিল মদ্যপান, হইহল্লা, উলঙ্গপনা, অবাধ ও যথেচ্ছ যৌনাচার, ধর্ষণ কিংবা পায়ুকাম। তো সেই সব আইয়ামে জাহেলিয়াতের সংস্কৃতিকে আরব জাতির ঐতিহ্য বলা হয় না। আরবের মরুভূমির বিশালতা, মরুবাসীর উদারতা, বীরত্ব মেহমানদারী এবং গল্প কবিতা উপন্যাসের সৌকর্যই হলো আরবীয় ঐতিহ্য।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, হিরো আলম, ড. মাহফুজ, দরবেশ, পাপিয়াকাণ্ড, শেয়ার লুট, ভোট চুরি, টাকা পাচার, জুলুম, অত্যাচার, গুম, হত্যা, অপহরণ, গ্রেফতার, মামলা, হামলা, চাঁদাবাজি, আয়নাবাজি, মদ, গাঁজা, ইয়াবা, প্রতারণা, জাল-জালিয়াত, মিথ্যাচার, অনাচার, জোচ্চুরি, তেলবাজি, টেন্ডারবাজি, মাস্তানি, দখলদস্যুতা, ভণ্ডামি, মোনাফেকি, প্রভৃতি শব্দমালা সারা বাংলায় ততটা আলোচিত যা বই পুস্তকে লিখিত অন্য কোনো সুকুমার শব্দমালার সাথে তুলনীয় নয়। দেশের নামকরা সাংবাদিক অপহৃত হলো, সাহিত্যিক কবি মুক্তিযোদ্ধা আলেম ওলামা জুলুম অত্যাচারের শিকার হলো, না খেয়ে মরল কিংবা বিনা বিচারে জেল খাটল ইত্যাদি খবরের চেয়ে মানুষ যখন আন্তর্জাতিক পর্নো তারকা সানি লিয়ন ও নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহীর বাংলাদেশ আগমন নিয়ে মাতোয়ারা হয় তখন সংস্কৃতির রুচি অরুচি বিকৃত কিংবা আবিকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময় থাকে না।

আমাদেরকে ভাবতে হবে, কেন মানুষ অভিযুক্ত পলাতক খুনি রবিউলকে আরাভ খানরূপে পেয়ে সহানুভূতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করে। কেন আরাভ খানের স্বর্ণের ঈগল অথবা বাজপাখি নিয়ে আলোচনা শুনতে চায়। আরাভ খানের অর্থ-বিত্তের উৎস সম্পর্কে অতিমাত্রায় উৎসুক হয়ে কেন লোকজন মাতোয়ারা হয়। মানুষের এই যে, বিবর্তন, সেটি কেন হলো কিভাবে হলো কার মাধ্যমে হলো সেসব বলতে গেলে বহু সময় লাগবে। সুতরাং অতি সংক্ষেপে যা বলা যায় তা হলো- মানুষ বুঝে গেছে- মিথ্যায় কাজ হয়, চোরও রাজা হতে পারে, প্রতারক সাধু সেজে মজা লুটতে পারে এবং অবিদ্যা দ্বারা বিদ্বানের মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটানো সম্ভব। মানুষ আরো বুঝে গেছে যে, বিখ্যাত হওয়ার জন্য শিক্ষার দরকার নেই, শ্রেষ্ঠত্বের জন্য দক্ষতা অভিজ্ঞতা সততা ন্যায়নিষ্ঠতা সাহস শক্তি বুদ্ধিমত্তার কোনো প্রয়োজন নেই। সব চেয়ে বড় চোর, চোরের সঙ্গী এবং অন্ধকারের রাতের কারসাজির অংশ হতে পারলে সব কিছু আলাদিনের চেরাগের মতো হাতে এসে যাবে। সুতরাং সমকালে যারা অবৈধ বিত্ত-বৈভব পরিচিতির অর্ধকর্তা তাদের অনুসরণ করে পরিশ্রমবিমুখ মানুষ সহজে সব কিছু হাসিল করার জন্য যে কর্মকাণ্ড করছে, তা যে চলমান সংস্কৃতি নয়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমরা আজকের আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শুরুর দিকে নাট্যজন মামুনুর রশিদের বক্তব্যের একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করব বলে কথা দিয়েছিলাম। তিনি রাজনীতির সমস্যার কারণে যে বিকৃতির উদ্ভব হয় বলে মতামত দিয়েছেন আমি তার সাথে একমত। কিন্তু তিনি সংস্কৃতির সমস্যার কথা বলতে গিয়ে অপশিক্ষা কুশিক্ষা ও কুসংস্কৃতি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার সাথে আমি একমত নই। আমার মতে, জনাব মামুনুর রশিদ সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে এক করে ফেলছেন, যেভাবে বেশির ভাগ সমালোচনাকারী হিরো আলম, মামুনুর রশিদকে এক করে দেখতে শুরু করেছেন এবং মানুষের সেই বিভ্রাটটি শুরু হয়েছে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা থেকে। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিক মহামারীটা শুরু হয় দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমাগত পতনের মাধ্যমে।

এখানে একটি কথা বলা অবশ্যক যে, শিক্ষা বলতে কেবল শিক্ষালয়ে গমন, বইপুস্তক পঠন এবং গলাধকরণকে বুঝায় না। বরং মানুষ তার পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখে শুনে অনুভব করে স্পর্শ করে আঘাত পায় এবং সর্বোপরি যা পাওয়ার জন্য কসরৎ করে তাও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং গত এক যুগে কী দেখেছি কী খেয়েছি কী শুনেছি কী পেয়েছি কী হারিয়েছি- ইত্যাদি স্মরণ করে আমাদের দেহ মন মস্তিষ্কতে যে কাম ক্রোধ উৎসাহ উদ্দীপনা রাগ অনুরাগ হতাশা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় তাও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিরাট অনুসর্গ। সুতরাং সেই সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার উপজাত সমাজ সংসার দেশ জাতিকে যেভাবে গ্রাস করেছে তার জন্য কোনো একক ব্যক্তিকে দায়ী না করে বরং সমস্যার শুরুটা যে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে শুরু হয়েছিল- সেখানে সাহস করে আঘাত না করা পর্যন্ত শিক্ষা সংস্কৃতির উপজাত বমনের হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

শওকত মাহমুদের অপরাধ কী?

॥ মহিউদ্দিন খান মোহন ॥

আমাদের বিক্রমপুরের প্রবাদ- 'ধোয়ার চেয়ে অধোয়া ভালো, ধুইতে ধুইতে সবই গেল!' দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপিতে শুদ্ধি অভিযানের নামে যে কান্ডকারখানা চলছে, তা দেখে উপরোক্ত প্রবাদ মনে এলো।

বিএনপির শুদ্ধি অভিযানের সর্বশেষ শিকার হয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শওকত মাহমুদ। বহিষ্কারের চিঠিতে তাঁকে কী বলা হয়েছে, তা জানা না গেলেও দলটির পক্ষে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজে লিপ্ত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শওকত মাহমুদকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।' তবে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কী ধরনের কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন, তা বলা হয়নি।

গত বুধবার (২২ মার্চ) সমকালে 'পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্র দেখছে বিএনপি' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তবে দলের একাধিক সূত্র বলেছে, শওকত মাহমুদ সরকারের সঙ্গে পর্দার অন্তরালে যোগাযোগ করছিলেন। অন্যদিকে শওকত মাহমুদ বলেছেন, সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে সপ্তাহে চার দিন আদালতে যেতে হতো না।

বস্তুত বেশ কিছুদিন ধরেই শওকত মাহমুদের বিভিন্ন তৎপরতাকে দলের একটি অংশ সন্দেহের চোখে দেখছিল। সে অংশটি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত। শওকত মাহমুদের সর্বশেষ 'অপরাধ'–'ন্যাশনাল কমিটি ফর সিভিল রাইটস' এবং 'জাতীয় ইনসাফ কায়েম কমিটি' নামের অরাজনৈতিক সংগঠনের ব্যানারে সুধী সমাবেশের আয়োজন করা; যেখানে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা ছাড়াও নাগরিক সমাজের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনটি একটি প্রস্তাবনাও উপস্থাপন করেছে।

এক বন্ধুর বদান্যতায় প্রস্তাবনাটি আমার হস্তগত হয়েছে। সেটার কোথাও বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা দলের শৃঙ্খলাবিরোধী কোনো বক্তব্য পাইনি। বরং সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশে মুক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জনমত সংগঠিত করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়েছে। তাহলে সেটা বিএনপিবিরোধী কর্মকাণ্ড হলো কী করে?

ফোনে শওকত ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম–এমন কী দোষ করেছিলেন যে, আপনাকে দল থেকে বিতাড়িত করা হলো? তিনি বললেন, 'কী আর করব ভাই! এখানে শাস্তি পেতে কোনো দোষ করা লাগে না।' বিমর্ষ শওকত ভাইয়ের সঙ্গে আর কথা বাড়ালাম না। শুধু বললাম, এরা যা শুরু করেছে, তাতে দলের অবস্থা শেষ পর্যন্ত 'হারাধনের দশটি ছেলে'র মতো হয় কিনা, কে জানে!

শওকত মাহমুদের সঙ্গে পরিচয় দীর্ঘদিনের। আজীবন জাতীয়তাবাদী আদর্শের পক্ষে কাজ করেছেন। তা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বৈরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। দেশের সাংবাদিক সমাজের মধ্যে গ্রহণযোগ্য যে ক'জন নেতা বিএনপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, শওকত মাহমুদ নিঃসন্দেহে সে তালিকার শীর্ষ পর্যায়ের। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের দু'বার সাধারণ সম্পাদক ও দু'বার সভাপতি ছিলেন। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশেরও সভাপতি ছিলেন। দেশ-বিদেশে তাঁর একটি পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু বিএনপির কাছে ওসবের যে কানাকড়ি মূল্য নেই–সর্বশেষ ঘটনায় তা প্রমাণিত।

একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলে ভিন্নমত থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। শওকত মাহমুদের দোষ, তিনি কোনো কোনো বিষয়ে দলের হাইকমান্ডের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন। বিএনপি নিজেদের গণতান্ত্রিক দল বলে দাবি করে। কিন্তু বর্তমানে দলটির গণতান্ত্রিক চরিত্র কতটুকু অক্ষুণ্ন–তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য 'জান কোরবান' আন্দোলনের 'কসম' খেয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিকতার অভিযোগ করে। কিন্তু তাদের দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র আছে কিনা–সে প্রশ্নে নিরুত্তর।

বুধবার একটি জাতীয় দৈনিকের অনলাইন সংস্করণে একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক 'শওকত মাহমুদের পরে কে' শীর্ষক কলামে লিখেছেন, 'একজন সিনিয়র নেতা বলেছেন, ম্যাডামের সামনে কথা বলা যেত; তর্কাতর্কিও করা যেত। কিন্তু তারেক রহমানের সামনে কথা বলা যায় না। সবাইকে বিনা প্রশ্নে তাঁর কথা মানতে হবে; নির্দেশ পালন করতে হবে। তারেক নিজের মতো করে দল গোছাতে গিয়ে দলের ভেতরে অনৈক্যের বীজ বপন করেছেন।' মন্তব্যটি নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কেননা, এর আগেও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আস্থাভাজন কথিত তরুণ নেতৃত্বকে সামনে আনার নামে দলের প্রবীণ, প্রজ্ঞাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ নেতাদের ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এর ফলে দলটি অচিরেই নেতৃত্বশূন্যতায় পড়তে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও কম তিক্ত নয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রায় ৩৮ বছর এই দলটির সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে শেষ পর্যন্ত বিদায় জানাতে হয়েছে। তৃণমূল কর্মী থেকে বহু পথ পরিক্রমণ এবং ত্যাগ স্বীকার করে উঠে এসেছিলাম কেন্দ্রীয় পর্যায়ে। কিন্তু সেখান থেকে আমাকে ছিটকে পড়তে হয়েছে। চিহ্নিত একটি চক্র এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। নিজে পদত্যাগ না করলে আমাকেও হয়তো শওকত মাহমুদের ভাগ্য বরণ করতে হতো। চক্রটি সবসময় সক্রিয়। এদের কাজই হলো শীর্ষ নেতৃত্বের কান ভারি করে অপছন্দের নেতাদের ধরাশায়ী করা।

সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, শীর্ষ নেতৃত্ব মোসাহেবদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে সত্যাসত্য যাচাই না করেই পরোয়ানা জারি করে দেন। সে রকম পরোয়ানারই আপাত সর্বশেষ শিকার হলেন শওকত মাহমুদ। বহিষ্কারের আগে সাধারণত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় অভিযুক্তকে। কিন্তু শওকত মাহমুদকে তা দেওয়া হয়নি। বছর দুয়েক আগে একবার তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর জবাবও দিয়েছিলেন। সেবার দলটির হাইকমান্ড তাতে 'সন্তুষ্ট' হয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু এবার আর তা করা হয়নি। সরাসরি বহিষ্কার। খারাপ লাগছে শওকত ভাইয়ের জন্য। সাংবাদিকতা জীবনের সব অর্জনকে এক পাশে সরিয়ে রেখে যে দলের পক্ষে কাজ করতে এলেন; সে দল তাঁকে এক লহমায় ছুড়ে ফেলে দিল!

বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, শওকত মাহমুদের কর্মকাণ্ড সন্দেহজনক ছিল। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে 'গিলোটিনে' দেওয়া কতটা সুবিবেচনাপ্রসূত–সে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কথায় আছে, 'সন্দেহ যদি দরজা দিয়ে ঢোকে, বিশ্বাস তখন জানালা দিয়ে পালায়।' বিএনপি কি সে রোগে আক্রান্ত?

লেখক: সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্দ্ব * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্বতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine — সীমিত সময়ের জন্য 15% Off — Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জাকাত ব্যবস্থা ও তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

॥ ড. মো: মিজানুর রহমান ॥

জাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যা ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনন্য প্রতিষ্ঠান। জাকাত একদিকে দরিদ্র, অভাবী ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি, অন্য দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার। জাকাত যেমন সম্পদ পবিত্র করে তেমনি বিত্তশালীদেরকে পরিশুদ্ধ করে। জাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোচন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা এবং সমাজে শান্তি আনা যায়। জাকাতব্যবস্থা অতীতের সব নবী-রাসূল সা:-এর উম্মতের ওপর ফরজ হিসেবে পালনীয় ছিল। সম্পদের পরিমাণ ও ব্যয়ের খাত অবশ্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছিল। তবে মুসলমানদের ওপর, ধনীদের সম্পদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করে প্রতি বছর জাকাত আদায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

জাকাত স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নর-নারী, যার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে এবং সেই সম্পদে তার পূর্ণাঙ্গ মালিকানা রয়েছে; সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর ঋণমুক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে। জাকাত প্রদানের খাত হিসেবে আল্লাহ বলেন- ‘নিশ্চয়ই জাকাত ফকির, মিসকিন ও সেই সব কর্মচারীর জন্য, যারা সদকা উসুলের কাজে নিয়োজিত ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় আসে না। ফলে জাকাতের মূলমন্ত্র দরিদ্র ব্যক্তিকে সচ্ছল করা অধরাই থেকে যায়। অর্থনীতিবিদদের মতে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ জাকাত দেয়ার সামর্থ্য রাখে এবং তাদের থেকে বছরে অন্তত ৮০ হাজার কোটি টাকা জাকাত আদায় করা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে তার খুব সামান্য অংশই আদায় করা হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, উদ্যোগ ও বাধ্যবাধকতা না থাকায় জাকাত দেয়া ফরজ এমন বহুসংখ্যক মানুষ জাকাত দিচ্ছে না। অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় করব্যবস্থা জাকাতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় জাকাত সাধারণ মানুষের ওপর বোঝায় পরিণত হচ্ছে। একইভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সংগৃহীত জাকাতের অর্থের পরিমাণ ও তা ব্যয়ের খাত সম্পর্কেও মানুষের স্বচ্ছ ধারণা নেই। ফলে তারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার প্রতি আস্থাশীল হতে পারছে না। অথচ সঠিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে ৮০ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারত। এই বিপুল অর্থ ব্যয় করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেত। গবেষকদের দাবি, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সঠিক ব্যবস্থাপনায় জাকাতের অর্থ

জাকাত ফান্ডে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ দিন দিন বাড়লেও ইউএনএইচসিআর সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছে, এই অর্থের চাহিদা দিনে দিনে আরো বেশি বাড়ছে। রমজান মাস চলছে; এই মাসে মুসলিম শরণার্থীরা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রোজা রাখতে বাধ্য হচ্ছে। সংস্থাটি বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার নির্বিশেষে সব দাতার প্রতিই আরো বেশি জাকাত সহযোগিতা দেয়ার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্ব সঙ্কটের সময়ে শরণার্থীদের দুরবস্থার প্রতি আরো বেশি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সহজভাবে জাকাতের হিসাবের জন্য ‘গিভজাকাত’ নামের একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে ইউএনএইচসিআর।

তাদের জন্য। আর দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের (সাহায্যের) জন্য। এটি আল্লাহর বিধান। অল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়’ (সূরা তাওবা, আয়াত-৬০)। জাকাত আদায় হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া অপরিহার্য; ফলে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করা যায় না। তবে মাদরাসায় এতিম, অসহায় ও দরিদ্র ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য জাকাত দেয়া যাবে। সমাজের দারিদ্র্যকে ঐশী নিয়মে সমূলে দূরীকরণই জাকাতের কাজ। জাকাত আদায়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো যাকে জাকাত দেবে, তার মৌলিক অভাব পূরণ করে দিতে চেষ্টা করবে। তাকে যেন আর কারো কাছে হাত বাড়াতে না হয়।

জাকাত আদায় করার পদ্ধতি

জাকাত আদায় হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া অপরিহার্য। সাময়িক অভাব পূরণের জন্য জাকাত নয়; বরং এ জন্য ইসলাম সদকা, ফিতরাসহ অন্যান্য দানের বিধান রেখেছে। অথচ শাড়ি-লুঙ্গি দিয়ে জাকাত আদায়ের একটি ধারা প্রচলিত আছে বাংলাদেশের ধনাঢ্য শ্রেণীর মধ্যে। সাধারণত এলাকার শিল্পপতি ও বিশিষ্টজনরাই রমজানের শেষ ভাগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি দেয়ার ঘোষণা দেন। সকাল থেকে মানুষ লাইনে অপেক্ষার পর শাড়ি বা লুঙ্গি পায়। কেউ আবার খালি হাতেও ফেরে। জাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি নিতে এসে পদপিষ্ট হয়ে নিহত হওয়ার ঘটনাও দেখা যায়। রমজান মাসে বিভিন্ন মার্কেট ও শপিংমলের সামনে ‘এখানে জাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি পাওয়া যায়’ মর্মে নোটিশ ঝোলাতে দেখা যায়; যার অর্থ এই শাড়ি-লুঙ্গিগুলো সাধারণ মানের চেয়েও নিম্নমানের।

এ বিষয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা বলেন, নগদ টাকা দিয়ে জাকাত আদায় করা উত্তম, যেন জাকাতগ্রহীতা নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যয় করতে পারে। গ্রহীতার প্রয়োজন বিবেচনা না করে ঢালাওভাবে শাড়ি-কাপড় ইত্যাদি দিলে দেখা যায়, এক গরিব একাধিক কাপড় পায়, অথচ তার চাল-ডাল বা অন্য কিছুর প্রয়োজন ছিল। তখন সে তার কাপড়টি নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে যার অর্থ দাঁড়ায়, গরিব ব্যক্তি পুরো টাকাটা পেলো না। একইভাবে জাকাত আদায়ের আগে ব্যাপক প্রচারণা, জাকাত দেয়ার দৃশ্য ধারণ করে গণমাধ্যমে প্রচার করা এবং সাধারণ মানের চেয়ে নিম্নমানের কাপড় দেয়া জাকাতের মহিমাকে ক্ষুণ্ন করে। ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রচার এবং প্রদর্শন নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। আর সাধারণ মানের চেয়ে নিম্নমানের কাপড় দেয়া মানুষের প্রতি অসম্মানের শামিল। অথচ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্মানিত করেছেন। ধনী-গরিব সবারই মানুষ হিসেবে এই সম্মান প্রাপ্য।

সুফল পেতে প্রয়োজন জাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

সাধারণত শাড়ি-লুঙ্গি দিয়ে জাকাত আদায় করলে দরিদ্র আজীবন দরিদ্র থাকে; এতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা বণ্টন করা হলে মাত্র ১০ বছরে দারিদ্র্য শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব। এমনই একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এখানে আলোচনা করা হলো।

সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জাকাত দেয়ার ব্যবস্থা খুবই কম। সরকারি উদ্যোগে জাকাত ব্যবস্থাপনার জন্য নামেমাত্র একটি ব্যবস্থা থাকলেও তা তেমন কার্যকর নয়। এ ছাড়া জাকাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, বারাকা ফাউন্ডেশনসহ যে দু-চারটি বেসরকারি উদ্যোগ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জাকাত আদায় ও বণ্টনের ব্যবস্থা করে থাকে, সিজেডএম তার মধ্যে অন্যতম। সিজেডএম ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি দরিদ্রবান্ধব সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার অন্যতম কাজ হলো জাকাতের তাৎপর্য সবার কাছে তুলে ধরা এবং জাকাত তহবিল সংগ্রহ করে তা বঞ্চিত মানুষের প্রয়োজনে বিতরণ করা। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হলেও দেশব্যাপী এর কার্যক্রম রয়েছে। প্রতিষ্ঠা থেকে অদ্যাবধি প্রায় ১৫ বছরে প্রতিষ্ঠানটি জাকাত তহবিল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে প্রায় ১২ লাখ সুবিধাবঞ্চিত ও হতদরিদ্র পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি ধর্মীয় বিধান অনুসরণ করে জাকাতের মাধ্যমে ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করার উপায় হিসেবে দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে বড় বড়, আয়বর্ধক ও জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ‘জীবিকা’; বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ‘জিনিয়াস’ বৃত্তি কর্মসূচি; জরুরি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি চালু; সুস্থ নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, শিশুদের জন্য শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি; দরিদ্র ও বেকার যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি ‘নৈপুণ্য বিকাশ’ চালু; সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা; রোহিঙ্গাদের সহায়তা প্রদান; হাওরের দরিদ্র জেলেদের মধ্যে নৌকা ও জাল বিতরণ; করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তা করা এবং সর্বোপরি দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে কিডনি ডায়ালাইসিস ও ট্রান্সপ্লান্টের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে জাকাতের গুরুত্ব প্রচার করে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জাকাত প্রদানের উৎসাহ দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে, চলতি বছরের ১১ ও ১২ মার্চ সিজেডএম জাকাত মেলার আয়োজন করেছে। দু’দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে দেশের সাধারণ মানুষ, আলেম-ওলামা, নারী উদ্যোক্তা ও দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের আলোচকরা বলেন, ব্যক্তি ও করপোরেট অফিসগুলো নিজস্ব উদ্যোগে জাকাত দেয়ায় দরিদ্র ব্যক্তি সাময়িকভাবে উপকৃত হলেও জাকাতের দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাতের কাঙ্ক্ষিত সুফলও আসছে না। সেমিনারে আলোচকরা জাকাত ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়, প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দেন। এভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি জাকাত মেলার আয়োজন করে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে জাকাত ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে আসছে। এর ফলে আরো অনেক উদ্যোগ এগিয়ে আসছে।

জাতিসঙ্ঘ জাকাত তহবিল ও শরণার্থীদের সহযোগিতা

বর্তমানে ইসলামী অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। জাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে যাতে জাকাতের অর্থ ব্যয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। জাকাত এখন ব্যক্তি, সংস্থা বা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যতালিকা স্থান পেয়েছে। জাতিসঙ্ঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন (ইউএনএইচসিআর) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ, সঙ্ঘাত ও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শরণার্থী ও আশ্রয়হীন হওয়া মানুষের সহায়তার জন্য ‘জাতিসঙ্ঘ জাকাত তহবিল’ নামে একটি তহবিল গঠন করেছে। জাতিসঙ্ঘের এ উদ্যোগ মুসলমানদের মানবিক ও দাতব্য কার্যক্রমকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ইউএনএইচসিআরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ তহবিল সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়াহ ও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের ফতোয়া অনুযায়ী পরিচালিত।

অনুমান করা হয়, সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতি বছর জাকাত হিসাবে ৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে থাকে। যদি প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমান সঠিকভাবে তার জাকাত আদায় করেন তাহলে এই অর্থের পরিমাণ ৩৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে গিয়ে পৌঁছতে পারে বলে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, সারা বিশ্বের উদ্বাস্তু ও শরণার্থী সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে। সব মিলিয়ে বিশ্বে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৮০ মিলিয়নেরও বেশি। করোনা মহামারীর সময়ে তাদেরকে আরো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে জাকাত তহবিলে অনুদান বেড়ে যাওয়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে ইউএনএইচসিআর। এই সংগৃহীত জাকাতের বড় অংশই এসেছে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল, বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে।

জাতিসঙ্ঘের এই সংস্থাটি জানিয়েছে, ২০২০ সালে তারা ২১ লাখ শরণার্থীকে জাকাত তহবিলের মাধ্যমে সহায়তা করেছে। ইউএনএইচসিআর এ কাজের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী দাতা প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত ও সদকা হিসাবে ৬১ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছে। এই অর্থের এক-তৃতীয়াংশই ব্যয় করা হয়েছে যেসব দেশে জাকাতের অর্থ বিতরণ করা হয় সেখানে। এ ছাড়াও জাকাত তহবিলের অর্থ দিয়ে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে উদ্বাস্তু হওয়া প্রায় ৪০ লাখ তুরস্কে আশ্রিত মানুষের জন্য, ইয়েমেন, ইরাকে মানবেতর জীবন-যাপন করা শরণার্থীদের জন্য এবং বাংলাদেশে অবস্থিত রোহিঙ্গাদের নগদ অর্থ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় মৌলিক পণ্যসামগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা করে। করোনা মহামারীতে কর্মহীন ও আর্থিক সঙ্কটে পড়া ব্যক্তি ও পরিবারগুলোকেও এই তহবিল থেকে সহায়তা দেয়া হয়েছে।

জাকাত ফান্ডে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ দিন দিন বাড়লেও ইউএনএইচসিআর সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছে, এই অর্থের চাহিদা দিনে দিনে আরো বেশি বাড়ছে। রমজান মাস চলছে; এই মাসে মুসলিম শরণার্থীরা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রোজা রাখতে বাধ্য হচ্ছে। সংস্থাটি বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার নির্বিশেষে সব দাতার প্রতিই আরো বেশি জাকাত সহযোগিতা দেয়ার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্ব সঙ্কটের সময়ে শরণার্থীদের দুরবস্থার প্রতি আরো বেশি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সহজভাবে জাকাতের হিসাবের জন্য ‘গিভজাকাত’ নামের একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে ইউএনএইচসিআর। দাতারা এই অ্যাপের মাধ্যমে জাকাত দিয়ে সেটি কোথায় কিভাবে ব্যয় হয় তাও জানতে পারবেন। এ ছাড়া এককালীন অনুদান ও মাসিক সদকাও দেয়া যায় এই অ্যাপের মাধ্যমে। পাশাপাশি সংস্থাটির জাকাত তহবিল সংক্রান্ত বিভিন্ন ফতোয়াও যাচাই করা যাবে।

জাকাতের অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণ করার ক্ষেত্রে ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, আর্থিক সহায়তা দেয়ার মতো বিষয়েও কাজ করে যাচ্ছে। এর প্রতিটি পদক্ষেপেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে আর্থিক সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপর্যস্ত ও পাওয়ার যোগ্য পরিবারগুলোকেই বাছাই করা হয়। এদের মধ্যে নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলতে হয়, জাকাত মূলত সরকারি উদ্যোগে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দেয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করাই উদ্দেশ্য। অথচ তথ্য বলছে, এখনো খুব কম মুসলমানই জাকাত দেয়; যারা দেয় তারাও সঠিকভাবে না দিয়ে শাড়ি-লুঙ্গির মাধ্যমে জাকাত দিয়ে থাকে। এতে জাকাত গ্রহীতার সাময়িক উপকার হলেও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ খুবই কম। আশার কথা, ধীরে ধীরে জাকাত ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশেও সিজেডএমের মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাকাতের প্রকৃত দাবি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘের ইউএনএইচসিআর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগও প্রশংসার দাবিদার। তবে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য মূলত জাকাত সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশের শরণার্থীদের সাময়িক সমস্যার সমাধান করা; এর মাধ্যমেও ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী করার সুযোগ কম। তারপরও তাদের উদ্যোগ জাকাত ব্যবস্থার এক ধরনের স্বীকৃতি, যা অনৈসলামিক ভাবধারায় পরিচালিত বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামের একটি সফলতা; আলহামদুলিল্লাহ।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

পুতিন ও ট্রাম্পের সত্যিই কি বিচার হবে?

জ্যাক গোল্ডস্মিথ

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইউক্রেন থেকে শিশুদের তাড়িয়ে দেওয়ার মতো যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার দুই সপ্তাহ পর নিউইয়র্কের গ্র্যান্ড জুরি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে মুখ বন্ধ রাখতে অর্থ দেওয়াসংক্রান্ত একটি মামলায় অভিযুক্ত করেছেন।

এ মামলা দুটিতে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনীতির ওপর আইনের ক্রমবর্ধমান সম্ভাব্য ভয়ানক প্রাধান্য বিস্তারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

দুটি ঘটনাই যুগান্তকারী। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ গঠন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে যেকোনো সাবেক ও বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম ঘটনা। একইভাবে আন্তর্জাতিক আদালতগুলো এর আগে হাতে গোনা কয়েকটি দুর্বল দেশের সরকারপ্রধানদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দিলেও পরাশক্তিগুলোর সরকারপ্রধানদের মধ্যে এই প্রথম কোনো নেতাকে গ্রেপ্তার করতে আদালত আদেশ দিয়েছেন।

এ দুটি ঘটনায় যদি দুজনের একজনও দোষী সাব্যস্ত না হন, তাহলেও চলমান আইনি পদক্ষেপগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ নজির সৃষ্টি করবে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকবে। এখন প্রশ্ন হলো, সেই নজিরগুলো সুখকর হবে কি না এবং সেগুলোর ফলাফল ভারসাম্যের দিক থেকে ইতিবাচক হবে কি না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত নুরেমবার্গ ট্রায়াল থেকে এখন পর্যন্ত যুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ডের আইনভিত্তিক জবাবদিহির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণই আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের মূল লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধীন। তার মানে দাঁড়ায়, এসব আদালতকে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচ স্থায়ী সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ নেই। কিন্তু আইসিসি তার গঠনগত নকশা

অনুযায়ী জাতিসংঘের আওতাধীন নয়। যদিও রাশিয়া কখনোই আইসিসির এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দেয় না।

আইসিসির কৌঁসুলি করিম এ এ খান মনে করছেন, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মানুষের মনে এ আশা জাগিয়ে তুলছে যে পুতিনকে ইউক্রেনে শিশুদের নির্যাতন করা এবং হয়তো আরও অনেক অপরাধে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ‘জবাবদিহি’ করা হবে। এমনকি পুতিনকে যদি কোনো দিন হেগের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে নাও হয়, তারপরও এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইউক্রেনে আইসিসির ভাষায়, ‘ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ ঠেকাতে অবদান রাখবে।’

মামলার দুর্বলতার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, অ্যাটর্নি ব্র্যাগের ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আছে এবং এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে মামলাটিকে রিপাবলিকান পার্টির লোকেরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা হিসেবে দাবি করছেন। এতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরকারি নথি চুরি করার আরও যে মামলা আছে, তাও হালকা হয়ে যেতে পারে।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা হ্যারল্ড কোহ বলেছেন, এই পরোয়ানা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পুতিনের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এবং তাঁকে আরও একঘরে করবে। অবশ্য মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেক সাবেক আইন উপদেষ্টা ও বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের নীতিপ্রধান স্টিফেন পম্পার মনে করেন, পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি আন্তর্জাতিক মহলে ভয়ানক ‘নেতিবাচক প্রভাব’ ফেলবে।

পম্পার মনে করেন, এতে পুতিন আরও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারেন। বিশেষ করে, যদি এই পরোয়ানা আদালতকে সমর্থনদানের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে বিভক্ত করে ফেলে অথবা রাষ্ট্রগুলো যদি সুযোগ পাওয়ার পরও পুতিনকে গ্রেপ্তার করতে এবং হেগে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আইসিসির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।

ট্রাম্পের বিচারকাজের মধ্যেও একই ধরনের ঝুঁকি আছে। ট্রাম্প যদি নিউইয়র্কের অপরাধ আইন লঙ্ঘন করে থাকেন, তাহলে কারাদণ্ড তাঁর প্রাপ্য। তিনি যে একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট, তা এ ক্ষেত্রে অর্থহীন এবং এ ধরনের একজন ক্ষমতাবান লোকের সাজা হওয়া আইনের শাসনের জন্য অধিক মর্যাদা বয়ে আনবে। এই অভিযুক্তি ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ক্ষতি করতে পারে এবং প্রেসিডেন্ট পদে লড়াই করার জন্য তাঁকে অযোগ্য করতে পারে।

তবে এর উল্টো প্রতিক্রিয়াও আছে। নিউইয়র্ক কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আলভিন এল ব্র্যাগের এই মামলাকে ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে খুব দুর্বল মামলা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মামলার দুর্বলতার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, অ্যাটর্নি ব্র্যাগের ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আছে এবং এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে মামলাটিকে রিপাবলিকান পার্টির লোকেরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা হিসেবে দাবি করছেন। এতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরকারি নথি চুরি করার আরও যে মামলা আছে, তাও হালকা হয়ে যেতে পারে।

হার্ভার্ড ল স্কুলের আইনের অধ্যাপক এবং হুভার ইনস্টিটিউশনের একজন সিনিয়র ফেলো।

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের অব ইউএসএ'র জমজমাট ইফতার

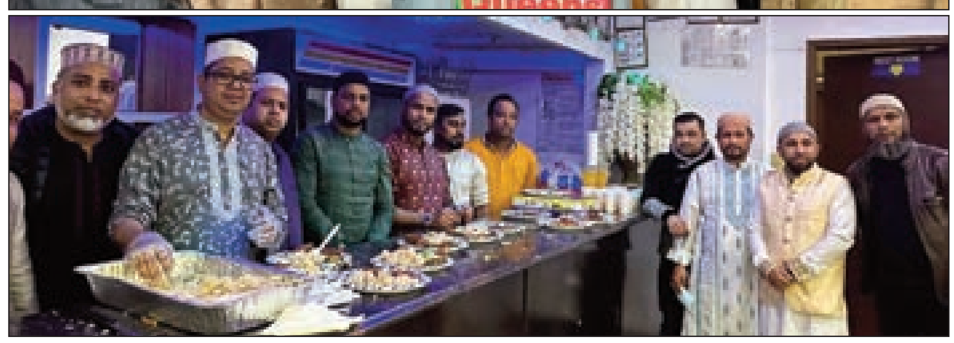

(শেষের পাতার পর)
উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে মিলনমেলায় পরিনত করেছিল। গত রোববার কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয় এই ইফতার। সংগঠনের সভাপতি আলাউদ্দীনের সভাপতিত্বে এতে অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সাংসদ এম এম শাহীন, প্রধান উপদেষ্ঠা আবুল কালাম, লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, আব্দুল জলিল, সাবেক প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম, অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, মোশাহিদ জে রাশেদ, সাবেক সভাপতি শাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী, ইকবাল আহমদ, এনায়েত হোসেন জালাল, জামাল উদ্দীন লিটন, সৈয়দ দুদু মিয়া, রাশেদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা কুলাউড়ার বিভিন্ন ঐতিহ্য তুলে ধরে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে একটি সুন্দর ইফতার আয়োজন করায় বর্তমান কমিটিকে অভিনন্দন জানান।

সভাপতি শাহ আলাউদ্দীন ইফতার মাহফিলে সবাইকে অংশ নেয়ার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, মোহাম্মদ এফ মালিক মোরাদ, মাসুক আহমদ সুজন, ওবায়দুর রহমান কামাল, মইনুর রহমান শুয়েব, শেখ শামীম, এনামুল ইসলাম খান, মুজিবুর রহমান, নুরুন নাহার লুসি, মাহমুদা ইসলাম রুমা, বদরুল ইসলাম মিন্টু, আলতাফ হোসেন, ইমরুল হোসেন জেবুল ও লুৎফুর রহমান।

এবার জনপ্রতি সর্বনিম্ন ফিতরা

(শেষের পাতার পর)
মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভাপতি ও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৪৪৪ হিজরি সনের সাদাকাতুল ফিতরের হার জনপ্রতি সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলামি শরিয়াহ মতে, আটা, যব, কিসমিস, খেঁজুর ও পনির ইত্যাদি পণ্যগুলোর যেকোনো একটির মাধ্যমে ফিতরা দেওয়া যায়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গম বা আটার মাধ্যমে ফিতরা আদায় করলে অর্ধ স্থা বা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১১৫ (একশত পনের) টাকা দিতে হবে।

যব দিয়ে আদায় করলে এক স্থা বা ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ৩৯৬ (তিনশ ছিয়ানব্বই) টাকা, কিসমিসে এক স্থা বা ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১ হাজার ৬৫০ (এক হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা, খেঁজুরে এক স্থা বা ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১ হাজার ৯৮০ (এক হাজার নয়শ আশি) টাকা ও পনিরে আদায় করলে এক স্থা বা ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ২ হাজার ৬৪০ (দুই হাজার ছয়শত চল্লিশ) টাকা ফিতরা দিতে হবে।

দেশের সব বিভাগ থেকে সংগৃহীত আটা, যব, খেঁজুর, কিসমিস ও পনিরের বাজারমূল্যের ভিত্তিতে এই ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে। মুসলমানরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত পণ্যগুলোর যে কোনো একটি পণ্য বা এর বাজার মূল্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর

পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কার রাহুলের জন্য ভালো হতে পারে

॥ অপূর্বানন্দ ॥

ভারতের গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো ও চরিত্রকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অস্তিত্বসংকটে ফেলে দেবে, এমন একটি আশঙ্কায় ৯ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি যখন গদিতে বসেছিলেন, তখন থেকেই বিরোধী দলগুলো দৃশ্যত একজোট হচ্ছিল। দেশটির সবচেয়ে বড় বিরোধী দল কংগ্রেস পার্টির নেতা রাহুল গান্ধীকে তিন বছর আগে করা একটি মান-হানি মামলার রায়ে সম্প্রতি গুজরাটের একটি আদালত দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। এর পর পার্লামেন্ট থেকে রাহুলের বহিষ্কার হওয়ার ঘটনা সেই আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মামলাটির শুনানি গ্রহণ, রায় ও সাজা দেওয়ার ধরন নিয়ে অনেক জুরি তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বিরোধীদের ঐক্যকে এটি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, পার্লামেন্টে রাহুল গান্ধীকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করা সরকারের চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটি সংকেত। এ অবস্থায় বার্তা খুবই পরিষ্কার: বিরোধীদের এক হয়ে কাজ করার এটিই চূড়ান্ত সময়।

বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশ ভারতের অনেক বিরোধী দল এবং গ্রুপের নেতারা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নেওয়া এসব পদক্ষেপের অকুণ্ঠ সমালোচনা করেছেন। তাঁরা রাহুলের বিরুদ্ধে নেওয়া এ ব্যবস্থাকে মোদি সরকারের বিরোধী দলের নেতাদের অপমান ও ছোট করার চেষ্টার চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে দেখছেন। বিচার বিভাগ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ব্যবহার করে বিরোধী নেতাদের জনগণের সামনে অপরাধী প্রতিপন্ন করার সরকারি চেষ্টা যে ভয়ংকর মাত্রায় পৌঁছেছে, সেটি তাঁরা বুঝতে পারছেন।

সরকারের দমন-পীড়নের পাশাপাশি সরকারি ইঙ্গিত কার্যকরে বিচার বিভাগের সদা প্রস্তুত থাকার মনোভাব বিরোধীদের তথা ভারতীয় গণতন্ত্রের সামনে বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মুহূর্তটি সংসদীয় রাজনীতিকে ধরে রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সব ধরনের নাগরিক নিয়মকানুন ও দ্বিদলীয়তার ভেঙে পড়াকে চিহ্নিত করে।

এখন তিনি পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় সংসদীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হলেন এবং স্বাধীনভাবে দেশের অবস্থা সম্পর্কে রাজপথে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বলতে পারবেন। মোদি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রাহুল একটি মন্দ শব্দও উচ্চারণ না করার পরও সরকার একের পর এক তাঁর ওপর আক্রমণ করায় বোঝা যাচ্ছে, সরকার তাঁকে কতটা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এ মুহূর্তে শুধু গান্ধীতে আটকে থাকলে হবে না। গান্ধীকে এখন জনদৃষ্টিকে তাঁর দিক থেকে ভারতের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দিকে ফেরাতেই হবে।

বেশ কয়েকটি ঘটনায় দেখা গেছে, যেসব রাজ্যে মোদির বিজেপি হেরে গেছে, সেখানেও হয় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো ভেঙে দিয়ে, না হয় রাজ্য সরকারকেই ভেঙে দিয়ে সেসব রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে আছে। এই বিজেপি সরকার একটি অস্বচ্ছ নির্বাচনী বন্ড স্কিমের মাধ্যমে নির্বাচনী তহবিলের একটি বিশাল অংশকে কোণঠাসা করেছে। এর অধীনে নির্বাচনী তহবিলের চাঁদাদাতাদের পরিচয় এবং দাতারা কাকে অর্থ দিচ্ছেন, তা প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। এটি মনে রাখা দরকার, গণতন্ত্র বলতে শুধু শাসক দল ও বিরোধী দলকে বোঝায় না। এটি প্রতিষ্ঠানগুলোর সেই ভারসাম্যের বিষয়কেও বোঝায়, যা রাষ্ট্রক্ষমতাকে জবাবদিহিমূলক অবস্থায় রাখে। ভারতে এসব প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্র ইতিমধ্যেই বিজেপি কুক্ষিগত করে নিয়েছে। নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে অথবা সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করছে।

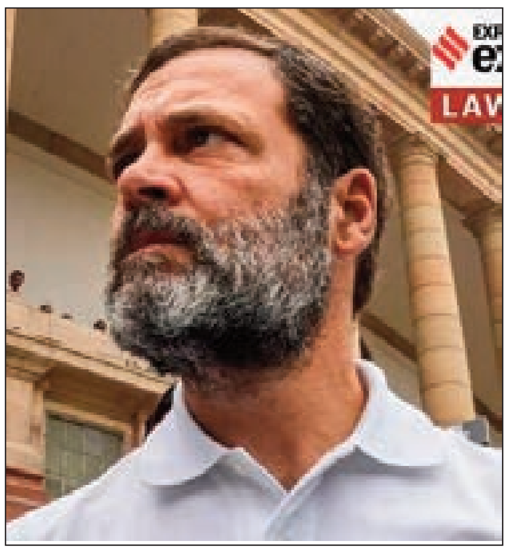

ভারতের করপোরেট জগৎও বিজেপির পেছনে থেকে ভূমিকা রাখছে। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী যেসব প্রতিষ্ঠান একসময় রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নজরদারি করত, সেগুলোও বিভিন্ন আইন ব্যবহার করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। গুজরাটের ব্যবসায়ী গৌতম আদানির ২০১৪ সালে থাকা সম্পদের পরিমাণ ৭০০ কোটি ডলার থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত কেমন করে ১০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে, রাহুল গান্ধীর এ প্রশ্নের জবাব এখনো মোদি সরকার দেয়নি।

রাহুল গান্ধী এর আগে মোদি ও আদানির মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে যে অভিযোগ করে আসছিলেন, আদানির শেয়ারবাজার প্রতারণা নিয়ে গত জানুয়ারিতে হিনডেনবার্গের প্রতিবেদন প্রকাশের পর সেই ধারণা আরও জোরালো হয়। এমনকি এটিকে সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি বলা হচ্ছে। আদানি অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করলেও শেয়ারবাজারের রায় যা পরিষ্কার করার, তা করে দিয়েছে। আদানির শেয়ার তলানিতে এসে ঠেকেছে এবং গ্রুপটি বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এই কেলেঙ্কারির পর রাহুল তাঁর অভিযোগ দ্বিগুণ করে দেন এবং পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে পার্লামেন্টে বিশেষ আলোচনার এবং সংসদীয় তদন্তের দাবি জানান। তবে সরকার সংসদে অচলাবস্থা তৈরি করার মাধ্যমে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

এর মধ্যে রাহুল যুক্তরাজ্যে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, ভারতের গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়েছে এবং বৈশ্বিক গণতন্ত্রের স্বার্থে ভারতের গণতন্ত্রকে টেকানো জরুরি। ভারতের গণমাধ্যমগুলো ব্যবহার করে বিজেপির নেতারা রাহুলের এই বক্তব্যকে বিদেশের মাটিতে ভারতকে ছোট করা বক্তব্য ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজ হিসেবে প্রচার করেছেন। রাহুল গান্ধী পার্লামেন্টেই এর জবাব দিতে চাইলেও স্পিকার তাঁকে সে সুযোগ দেননি। এর মধ্যেই রাহুলের বিরুদ্ধে আদালত রায় দেন এবং তাঁকে পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এই পটভূমিতে সব বিরোধী দল একজোট হয়ে ভারতের গণতন্ত্রের ওপর আসা হুমকির গভীরতা সম্পর্কে ভোটারদের ধারণা দিতে পারে। তবে তাদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। সংবাদমাধ্যমগুলোর বড় অংশ শাসকগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করে; বিকৃত তথ্য দিয়ে বিরোধী দলগুলোকে ভোটারদের কাছে ছোট করার চেষ্টা করে এবং মুসলমান, খ্রিষ্টান ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের খেপিয়ে তোলে। বিরোধী দলগুলোকে এ চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হবে। এ অবস্থায় ভারতের জনগণকে একছাতার তলায় আনতেই হবে। রাহুল গান্ধী সম্প্রতি 'ভারত জোড়ো যাত্রা' কর্মসূচিতে চার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন এবং বিজেপির হুমকি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। সেই পটভূমিতে বিরোধী দলগুলোকে এক করার এ কাজের নৈতিক কর্তৃত্ব তাঁর আছে।

এখন তিনি পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় সংসদীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হলেন এবং স্বাধীনভাবে দেশের অবস্থা সম্পর্কে রাজপথে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বলতে পারবেন। মোদি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রাহুল একটি মন্দ শব্দও উচ্চারণ না করার পরও সরকার একের পর এক তাঁর ওপর আক্রমণ করায় বোঝা যাচ্ছে, সরকার তাঁকে কতটা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এ মুহূর্তে শুধু গান্ধীতে আটকে থাকলে হবে না। গান্ধীকে এখন জনদৃষ্টিকে তাঁর দিক থেকে ভারতের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দিকে ফেরাতেই হবে।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

অপূর্বানন্দ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ!

ঢাকা ডেস্কঃ: দুর্দান্ত একটি সময় পার করছে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। কাতারের বিশ্বকাপে জয় করেছে বহুল কাঙ্ক্ষিত সোনালী ট্রফি। এরকম রোমাঞ্চকর মুহূর্তেও তাতে বাগড়া দিতে বসেছে এক নেতিবাচক খবর।
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দলের এক সদস্যের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গঞ্জালো মন্তিয়েলের বিরুদ্ধে ওঠা সেই অভিযোগ ইতোমধ্যে বেশ আলোড়ন তৈরি করেছে ফুটবল বিশ্বে।
সাম্প্রতিক সময়ে ফুটবলের নান্দনিক সৌন্দর্য ম্লান করে দিচ্ছে তারকা ফুটবলারদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড। একের পর এক যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের দায়ে খবরের শিরোনাম হচ্ছেন ফুটবলাররা। প্রথমে অভিযোগ ওঠে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানি আলভেজের বিরুদ্ধে। চলমান সেই মামলায় তিনি বর্তমানে স্পেনের একটি কারাগারে রয়েছেন। এর পর মরক্কোর তারকা ফুটবলারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে ফ্রান্সে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে তদন্ত কার্যক্রম। এবার এক নারী মডেলের আইনজীবী আর্জেন্টাইন ফুটবলার মন্তিয়েলের বিরুদ্ধে তার জন্মদিনে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মার্কা এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সম্প্রতি স্থানীয় রেডিও টেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ অভিযোগ করেছেন আইনজীবী রাকুয়েল হার্মিদা। তবে নিপীড়নের সেই ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ের নয়, ঘটেছিল ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি। সেদিন ছিল মন্তিয়েলের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে তিনি বাড়িতে বিশেষ পার্টির আয়োজন করেছিলেন। সেখানেই একদল লোকের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন ওই নারী।
ভুক্তভোগীর আইনজীবী হার্মিদা জানান, 'ওই নারীর সঙ্গে মন্তিয়েলের অল্প সময়ের সম্পর্ক ছিল। পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে মন্তিয়েল সেই নারীকে বাসায় নিয়ে এসেছিলেন এবং লা মাতানজায় অনুষ্ঠিত পার্টিতেও নিয়ে যান। ঘটনার শিকার সেই নারী পেশায় একজন মডেল এবং মদ্যপান করেন না। কিন্তু পার্টিতে দুবার মদ্যপানের পর তিনি চেতনা হারান। এর পর সেই নারীকে মন্তিয়েলের বাসার বাইরে ছুড়ে ফেলা হয় এবং ঠিক কতজন লোক মিলে তাকে যৌন নিপীড়ন করেছেন সেটি তিনি জানেন না। তবে মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী, এটি যৌন নির্যাতন।'
তার দাবি, পার্টি থেকে ওই নারী কীভাবে বাসায় পৌঁছেছেন সেটিও তিনি জানেন না। পরে এই বিষয়ে ওই মডেল কথা বলতে গেলে তাকে মন্তিয়েল ও তার মা হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগকারী নারী বুয়েনস আয়ার্সের লা মাতানজা অঞ্চলে থাকেন, সেখানেই এরকম ভয়াবহ ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি।
একইসঙ্গে অভিযোগ করার আগে সেই নারী কেন এতদিন সময় নিলেন, এমন প্রশ্নেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন হার্মিদা। তার দাবি, ঘটনার শিকার ওই মডেল মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। আত্মহত্যার কথাও নাকি ভেবেছিলেন। একটু ধাতস্থ হয়ে ওঠার পর লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন, এই সময়ে সে আইনজীবী খুঁজেছে। আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছে করোনা মহামারির সময়।
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচেও খেলেছিলেন মন্তিয়েল। সেখানে কুরাসাওকে ৭-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দেওয়ার ম্যাচে তিনি শেষ গোলটি করেছিলেন। তবে শুধু এসব ম্যাচই নয়, মন্তিয়েলের আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্যারিয়ার বেশ ভালো। কোপা আমেরিকা ২০২১, ফিনালিসিমা ২০২২ এবং কাতার ২০২২ বিশ্বকাপেও তিনি রেখেছেন কার্যকরী ভূমিকা। অর্থাৎ, সাম্প্রতিক সময়ে আলবিসেলেস্তাদের জিতে নেওয়া তিনটি শিরোপাতেই তিনি ছিলেন।
তবে তার সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি। টাইব্রেকারে গড়ানো ম্যাচের শেষ পেনাল্টি শট নেওয়ার গুরু দায়িত্বটা ছিল মন্তিয়েলের কাঁধে। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় সেটি জালে জড়িয়ে নিশ্চিত করেছিলেন আর্জেন্টিনার তৃতীয় শিরোপা।

আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করলেই রেকর্ড

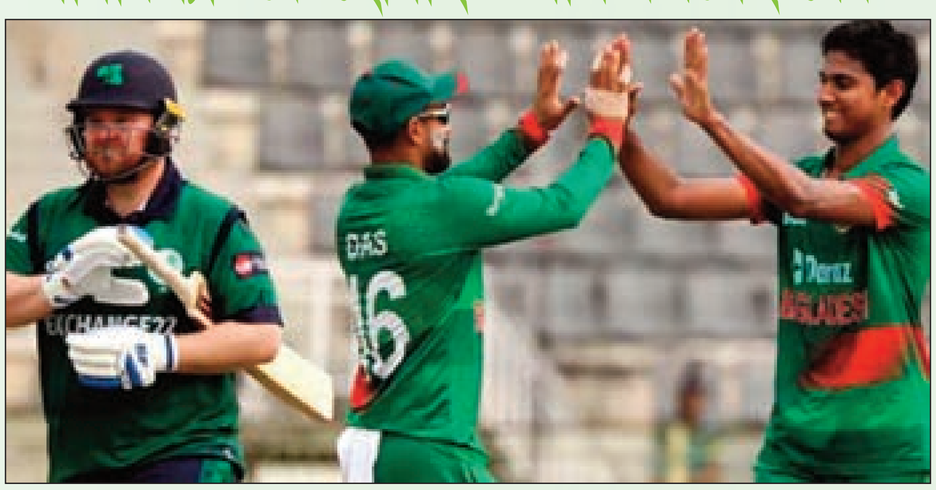

ঢাকা ডেস্ক, ৩১ মার্চ : বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের পর এবার আয়ারল্যান্ডকেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশের অপেক্ষায় বাংলাদেশ দল।
শুক্রবার দুপুর ২টায় চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্যেই মাঠে নামবে টাইগাররা।
প্রথম দুই ম্যাচে টানা জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছে সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বাধীন দলটি। শেষ ম্যাচে জিতলে হোয়াইটওয়াশ হবে আইরিশরা। এর আগে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করেছিল বাংলাদেশ।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচের জয় বাংলাদেশের জন্য এই ফরম্যাটে ছিল টানা পঞ্চম। এই ফরম্যাটে টানা ম্যাচ জয়ে এটি বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ। টানা জয়ের সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ থাকছে টাইগারদের সামনে।
সিরিজের প্রথম দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বেশ কয়েকটি রেকর্ড ভেঙেছে বাংলাদেশ। নিজেদের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে প্রথমবারের মত টানা দুই ম্যাচে ২০০ প্লাস রান করতে সক্ষম টাইগাররা।
বৃষ্টি বিঘ্নিত দ্বিতীয় ম্যাচে যদি পুরো ২০ ওভার খেলার সুযোগ পেলে নিজেদের সর্বোচ্চ ২১৫ রানের রেকর্ডটিও ভাঙতে পারতো বাংলাদেশ।

আমলার জন্মদিন

ঢাকা ডেস্ক: টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরিয়ান হাশিম আমলার জন্মদিন আজ। ২০১২ সালে দ্য ওভাল টেস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ট্রিপল সেঞ্চুরি (৩১১*) করেছিলেন আমলা।
দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ী হয়েছিল ইনিংস ব্যবধানে। নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের হয়ে খেলা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার তিনি। ৪০-এ পা দিলেন ১২৪ টেস্টে ৯,২৮২ রান করা এই সাবেক ডান-হাতি ব্যাটার। ১৮১ ওডিআই (৮,১১৩ রান) ছাড়াও ৪৪ টি ২০ (১,২৭৭ রান) খেলেছেন তিনি।

হোয়াইটওয়াশের মিশনে যে একাদশ নিয়ে মাঠে নামতে পারে বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক: আজ বাংলাদেশ বনাম আয়ারল্যান্ডের মধ্যকার তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে সিরিজের দুটি ম্যাচ। দুই ম্যাচেই আয়ারল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ।
টি-টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ মাঠে গড়াচ্ছে শুক্রবার। খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে দুপুর ২টায়।
অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে নিয়ে লিটন দাস ও মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএলের বিমান ধরতে আর বেশি দেরি নেই। তাই অনেকেই ভেবেছিলেন, সিরিজের শেষ ম্যাচে হয়তো বাজিয়ে দেখা হবে বেঞ্চের খেলোয়াড়দের। তবে চন্ডিকা হাথুরুসিংহের দল সেই বিলাসিতা দেখাতে নারাজ।
তবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে একটি পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। স্পিনার নাসুম আহমেদ এই সিরিজে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। তার জায়গায় সুযোগ পেতে পারেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন।
বাংলাদেশ দলের সম্ভাব্য একাদশ
সাকিব আল হাসান (অধিনায়ক), নাজমুল হোসেন শান্ত, রনি তালুকদার, লিটন কুমার দাস, তৌহিদ হৃদয়, শাহীম হোসেন পাটোয়ারী, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাসকিন আহমেদ, নাসুম আহমেদ/রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও হাসান মাহমুদ।

দিল্লি জিএম দাবায় ৫৪তম সিয়াম

ঢাকা ডেস্ক, ৩১ মার্চ : দিল্লি আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টারস ওপেন দাবায় ১০ খেলায় সাড়ে সাত পয়েন্ট পেয়ে ক্যান্ডিডেট মাস্টার ইকরামুল হক সিয়াম ৫৪তম হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত খেলা শেষে ক্যান্ডিডেট মাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ সাত পয়েন্ট নিয়ে ১১০তম, আয়ান রহমান ছয় পয়েন্ট নিয়ে ২৮০তম ও আসিয়া সুলতানা সাড়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে ৮৪৬তম হন।
শেষ রাউন্ডের খেলায় ক্যান্ডিডেট মাস্টার সিয়াম ভারতের অগ্নীবো চক্রবর্তীর সঙ্গে ড্র করেন। ক্যান্ডিডেট মাস্টার সাজিদ আজারবাইজানের গ্র্যান্ডমাস্টার মিরযোয়েব আজিরের কাছে, আয়ান আরসপ্রিত সিংয়ের কাছে ও আসিয়া ধ্রুব সেহগালের কাছে হেরে যান।

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্তে ভারতীয় নারীসহ ৮

(প্রথম পাতার পর)

তাঁরা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। উল্টে যাওয়া নৌকার কাছ থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় পুলিশ প্রধান শন ডুলুড এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, পানি থেকে আটজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নৌকায় থাকা ছয়জন দুই পরিবারের। একজন রোমানীয় বংশোদ্ভূত। তাঁর কানাডার পাসপোর্ট রয়েছে। আরেকজন ভারতীয় নারী। গত বৃহস্পতিবার রাতের দিকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। তার বয়স তিন বছরের নিচে ।কানাডা সরকার বলছে, তাঁরা সবাই কানাডা থেকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন।

মোহাক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীঅধ্যুষিত অঞ্চলটি কানাডার কুইবেক, ওন্টারিও প্রদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে বিস্তৃত ।নৌকাটি আকারে খুবই ছোট ছিল। বৃষ্টি, ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে নৌকাটি ডুবে যায়। কানাডা সরকার বলেছে, অর্থের প্রলোভনে পড়ে অথবা অপরাধী সংগঠনগুলো প্রভাবিত করায় এভাবে অভিবাসীরা সীমান্ত পার হন।

এখনো বেঁচে আছি: পোপ

(প্রথম পাতার পর)

পরে তার ব্রঙ্কাইটিস ধরা পড়ে। এর আগে ভ্যাটিকানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পরীক্ষার পর অনুমতি পেলে শনিবার পোপকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ানো হবে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাসপাতাল ছাড়ার মুহূর্তে পোপকে হাসিমুখে দেখা গেছে। তিনি গাড়িতে করে হাত নেড়ে হাসপাতাল ছাড়ছিলেন। এ সময় তিনি ভিড়ের মধ্যে তার বেঁচে থাকা নিয়ে মজা করেন।

এর আগে ভ্যাটিক্যানের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, কয়েকদিন থেকে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। তবে তার করোনা হয়নি।

এ ছাড়া একটি সূত্র জানিয়েছিল, যতদিন প্রয়োজন ততদিন পোপ ফ্রান্সিসের শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। এছাড়া ভ্যাটিকানের মুখপাত্র পূর্বে বলেছিলেন, নির্ধারিত মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পোপকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ভারতের কি লেখাপড়া জানা

(প্রথম পাতার পর)

বলেছেন, 'একজন প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিদিন কয়েক শ' গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তার মধ্যে প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয় থাকে। তিনি যদি পড়াশোনা না জানেন তাহলে কর্মকর্তারা যা খুশি বুঝিয়ে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারে।' এই প্রশ্ন তুলে কেজরিওয়ালের দল একটা পোস্টার প্রচারণাও শুরু করেছে দিল্লিতে।

নীল কাগজের ওপরে সাদা অক্ষরে ছাপা ওই পোস্টারে লেখে হয়েছে, ভারতের কি পড়াশোনা জানা প্রধানমন্ত্রী দরকার?আম আদমি পার্টি ওই পোস্টার দিল্লির নানা জায়গায় লাগিয়েছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ২০১৬ সালে তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী, গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নরেন্দ্র মোদির ডিগ্রির বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন ।কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেন ওই তথ্য দেয়ার জন্য।

সাথে সাথেই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ওয়েবসাইটে মোদির ডিগ্রির তথ্য দিয়ে দেয়, তবে তারা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাও করে ।সেই মামলার রায়ে গুজরাত হাইকোর্ট শুক্রবার রায় দেয় যে কেজরিওয়াল এমন তথ্য জানতে চেয়েছেন, যা জনসমক্ষেই আছে।

আদালত আরো বলে যে তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেজরিওয়াল একটা বিতর্ক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তার ২৫ হাজার টাকা জরিমানাও হয়। তবে, শনিবার কেজরিওয়াল আবারো একই প্রশ্ন তুলেছেন ।তিনি বলছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর একটা ভিডিও আমরা দেখেছি, যেখানে মোদি বলেছিলেন যে তিনি পড়াশোনা জানেন না, গ্রামের স্কুলে যেতেন, তার পর আর পড়াশোনা করেননি।'

'প্রধানমন্ত্রী যদি পড়াশোনা না জানেন, যে কেউ গিয়ে তো তাকে বোকা বানিয়ে দেবে। হাইকোর্টের নির্দেশের ফলে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে যে সব সংশয় ছিল, তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। অমিত শাহ কয়েক বছর আগে একটা ডিগ্রি দেখিয়েছিলেন। যদি ডিগ্রি থাকেই, সেটা যদি সঠিক হয়, তাহলে সেটা দেখানো হচ্ছে না কেন?' প্রশ্ন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের।

নরেন্দ্র মোদির ঠিক কোন ভিডিওর কথা কেজরিওয়াল বলেছেন, তা স্পষ্ট নয় ।তবে ২৯ সেকেন্ডের একটা ভিডিও ক্লিপ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বছর দুয়েক আগে, মোদির পুরনো একটি সাক্ষাৎকারের ভিডিও সেটি ।ওই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন সাংবাদিক রাজীব শুক্লা।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিও ক্লিপে মোদিকে বলতে শোনা গেছে, তিনি ১৭ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন, স্কুলের পড়া শেষ করেই ।ওই সাক্ষাৎকারের পুরোটাই ইউটিউবে পাওয়া যায়। রু-বা-রু নামে ওই জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠানের পুরোটাই বিবিসি বাংলা দেখেছে।

নরেন্দ্র মোদি যখন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দিল্লিতে থাকতেন, তখনই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয় ।সেখানে 'স্কুলের পড়া শেষ করেই...' এই শব্দবন্ধের অব্যবহিত পরই মোদি উল্লেখ করেছিলেন 'অনেক পরে, সঙ্ঘের (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ) কয়েকজনের উৎসাহে তিনি আবারো আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শুরু করেন এবং 'এক্সটার্নাল ক্যান্ডিডেট' হিসাবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন, আর কলেজের দরজাও তিনি দেখেননি ।'এই অংশটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ২৯ সেকেন্ডের ক্লিপ থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে ।যার ফলে মনে হচ্ছে যে তিনি স্কুলের পরে আর পড়াশোনা করেননি।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০১৬ সালে তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি দেখতে চাওয়ার পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংবাদ সম্মেলন করে মোদির ডিগ্রির প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিলেন ।তবে সেই ডিগ্রিও জাল বলে তখনই অভিযোগ করেছিল কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি ।সামাজিক মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে নানা তথ্য ঘুরে বেড়ায় ।তার মধ্যে একটি 'এন্টায়ার পলিটিক্যাল সায়েন্স' নামে একটি অদ্ভুত বিষয়ে তার ডিগ্রি পাওয়ার কথা বলা হয়।

এছাড়া, কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করা তার ডিগ্রি সার্টিফিকেটে যে ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, মাইক্রোসফ্টের সেই ফন্ট তার ডিগ্রি পাওয়ার বহু বছর পরে বেরিয়েছে বা তার সার্টিফিকেট যেদিন ইস্যু করা হয়েছে সেটা একটা রোববার ছিল অথবা মোদির সাথে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন সেরকম কোনো সহপাঠীকে কেন পাওয়া যায় না।

এমন অনেক যাচাই না করা তথ্যই সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে ফিরে আসে তিনি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ।সাংবাদিক নীলাঞ্জন মুখার্জি ২০১৩ সালে নরেন্দ্র মোদির জীবনী লিখেছিলেন।

ভারতের একজন পড়াশোনা জানা প্রধানমন্ত্রীর দরকার কী না, সে প্রশ্ন যখন নতুন করে উঠেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুখার্জী বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, 'আমি যখন জীবনী লেখার জন্য মোদির সাক্ষাৎকার নিই এবং সবটাই টেপ রেকর্ড করা আছে, সেখানে তিনি (মোদি) শুধু উল্লেখ করেছিলেন যে করেসপন্ডেন্স কোর্সে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক আর গুজরাত থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'কোন বছর তিনি পাশ করেছেন, বা কী তার বিষয় ছিল, সে সব আমার বইয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল না। তাই আর বিশদে জানতেও চাইনি আমি।'নরেন্দ্র মোদির এক পারিবারিক বন্ধু আহমেদাবাদের সিনিয়র সাংবাদিক সতীশ মোরি ।তার কাছে বিবিসি জানতে চেয়েছিল মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ।তিনি বলেছেন, 'আমি যা জানি, প্রধানমন্ত্রী পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে ডিগ্রি পেয়েছেন।'

তিনি যদি দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেই থাকবেন, তাহলে তার কোনো সহপাঠী বা কোনো শিক্ষকের কথা কেন মানুষ জানতে পারেন না- এই প্রশ্নের উত্তরে মোরি বললেন, 'তার একজন শিক্ষক, প্রায় নব্বই বছর বয়স, তার সাথে তো আমি কিছুদিন আগে বিধানসভা ভোটের আগেই দেখা করেছি। আর মোদি যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে তার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক-অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ করে একটা সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন গুজরাত কলেজে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রিগুলো প্রকাশ করার পরেও কেন নরেন্দ্র মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বার বারই প্রশ্ন ওঠে, কেনই বা তিনি বা তার দল বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন না, সেই প্রশ্নও শনিবার তুলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

নরেন্দ্র মোদির জীবনীকার নীলাঞ্জন মুখার্জীরও মনে এই একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে। বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, 'তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বার বারই তার ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, বিতর্ক হয়। কিন্তু আমার খুব আশ্চর্য লাগে যে কেন তিনি নিজে বা তার দল এই বিষয়ে কোনো ক্ল্যারিফিকেশন দেয় না! যদি ডিগ্রি থেকেই থাকে তাহলে তো তাদের সেগুলো সামনে নিয়ে এসে এই বিতর্ক স্থায়ীভাবে শেষ করে দেয়া উচিত।'

তিনি আরো বলছিলেন, 'আমাকে নিজের মুখে নরেন্দ্র মোদি তার ডিগ্রি নিয়ে যা বলেছিলেন, যতক্ষণ না আমি সেটার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাচ্ছি, ওই কথাটাকেই আমি সঠিক বলে মেনে চলব। এটাই আমার অবস্থান।'

মোদির পারিবারিক বন্ধু সতীশ মোরি বলছিলেন, 'উল্টো দিক থেকে ভাবলে এটাও তো হতে পারে যে প্রধানমন্ত্রী বা তার দল যে এই বিতর্কের কোনো জবাব দেয় না, তার কারণ তারা নিজেরা জানেন যে সত্যটা কী। তাদের কাছে বিষয়টা খুবই স্বচ্ছ যে প্রধানমন্ত্রীর দু'টি ডিগ্রিই আছে। তাই কেউ প্রশ্ন তুললেই তার জবাব কেন দিতে হবে বার বার?'

ট্রাম্পের আত্মসমর্পন নিয়ে হবে যত নাটকীয়তা

(প্রথম পাতার পর)

কর্মকর্তাও সিবিএসকে বলেছেন, ট্রাম্পকে হাতকড়া পরানো হবে না। যেসব আসামির পালিয়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকে কিংবা তাঁকে নিয়ে নিরাপত্তাঝুঁকি থাকে, তখনই কেবল হাতকড়া ব্যবহার করা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা আরও বলেছেন, আগামী সোমবার ট্রাম্প ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে করে নিউইয়র্কে যাবেন। মঙ্গলবার তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। ঘটনাস্থলে শত শত গোয়েন্দা কর্মী উপস্থিত থাকতে পারেন। মঙ্গলবার বেলা ২টা ১৫ মিনিটের দিকে শুনানি হওয়ার কথা আছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় সাবেক পর্নো তারকা স্টরমি ড্যানিয়েলসকে তাঁর পক্ষ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দেওয়া হয়। স্টরমি ড্যানিয়েলসের দাবি, ২০০৬ সালে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে এ নিয়ে মুখ না খুলতে তাঁকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দেওয়া হয়েছিল ।ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেন তাঁকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার দিয়েছিলেন। ৭৬ বছর বয়সী ট্রাম্প তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

যেভাবে পর্নো তারকার সঙ্গে জড়িয়ে 'ফাঁসলেন' ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের লেক তাহো। ২০০৬ সালের জুলাইয়ে এই লেকের পাড়ে আয়োজন করা হয়েছিল এক গলফ টুর্নামেন্টের। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তখনো রাজনীতিতে অতটা পরিচিত নন। মানুষের কাছে তখন তিনি আবাসন ব্যবসার মোগল। টেলিভিশন রিয়েলিটি শো তারকা হিসেবেও ছিলেন বিখ্যাত। ওই টুর্নামেন্ট চলাকালে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল সাবেক পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের। দুজনের ওই সাক্ষাৎ এবং এর পরে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার জেরে নতুন এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছেন আমেরিকানরা। গত বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের আদালতে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন ট্রাম্প। নতুন ইতিহাস বলা হচ্ছে এ কারণে, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সাবেক কোনো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপরাধের অভিযোগ আনা হলো। ট্রাম্পকে আত্মসমর্পণ করতেও বলা হয়েছে। বলতে গেলে, তাঁর গ্রেপ্তার এখন অনিবার্য। স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে ট্রাম্পের ওই সাক্ষাতে কী হয়েছিল, পরে কোন ঘটনার জেরে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চটলেন তিনি, আর এ নিয়ে ট্রাম্প কী বলছেন, চলুন দেখে নেওয়া যাক একনজরে। স্টর্মি ড্যানিয়েলসের আসল নাম স্টেফানি ক্লিফোর্ড। ২০১৮ সালে স্মৃতিচারণামূলক একটি বই লিখেছিলেন তিনি। ওই বইয়ে নেভাদায় ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ঘটনার আদ্যোপান্ত তুলে ধরেছেন তিনি। তখনকার একটি ছবিও সামনে এসেছে। ছবিটিতে দেখা যায়, পর্নো সিনেমার একটি স্টুডিওতে একসঙ্গে রয়েছেন ট্রাম্প ও ড্যানিয়েলস ।ট্রাম্পের মাথায় লাল টুপি, হলুদ শার্ট আর খাকি প্যান্ট। ড্যানিয়েলস পরেছিলেন কালো টপস। ২০০৬ সালে নেভাদায় দুজনের সাক্ষাতের সময় ট্রাম্পের বয়স ছিল ৬০ আর ড্যানিয়েলসের ২৭ বছর। এর মাস চারেক আগেই ট্রাম্পের তৃতীয় স্ত্রী মেলানিয়া ছেলে ব্যারনের জন্ম দেন। নিজের বইয়ে ড্যানিয়েলস লিখেছেন, নেভাদায় থাকাকালে ট্রাম্পের একটি বাসায় তাঁকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। নিজের এক দেহরক্ষীর মাধ্যমে তাঁকে ওই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। টুইটারে ট্রাম্পকে 'ছোট্ট' হিসেবে সম্বোধন করেছেন ড্যানিয়েলস। এমনকি অপমান করে 'ঘোড়ামুখী' বলে ডেকেছেন তিনি। এরপর কী হয়েছিল, তা-ও বইয়ে লিখেছেন ড্যানিয়েলস। ট্রাম্পের সঙ্গে নাকি তাঁর যৌন সম্পর্ক হয়েছিল। বইয়ে ট্রাম্পের শারীরিক গড়ন নিয়েও নেতিবাচক বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। ড্যানিয়েলস আরও লিখেছেন, ওই ঘটনার পর বছরজুড়ে ট্রাম্পের সংস্পর্শে ছিলেন তিনি। তাঁর আশা ছিল, এর বিনিময়ে ট্রাম্প নিজের রিয়েলিটি শোতে তাঁকে নেবেন। তবে এমনটি আদৌ ঘটেনি। বইয়ে স্টর্মি ড্যানিয়েলসের এসব দাবি মানতে অবশ্য নারাজ ট্রাম্প। তাঁর পাল্টা দাবি, সাবেক এই পর্নো তারকার সঙ্গে তাঁর কখনোই যৌন সম্পর্ক হয়নি। ড্যানিয়েলসই বরং জোরজবরদস্তি করে তাঁর কাছ থেকে অর্থ আদায় করেছিলেন। ২০০৬ সাল থেকে এবার বেশ কিছুটা সামনে এগোনো যাক। ২০১৬ সাল। রিপাবলিকান পার্টির হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ছেন ট্রাম্প। তখন দ্য ন্যাশনাল এনকোয়ায়রার নামে একটি সংবাদপত্রের নজরে আসে, ট্রাম্পের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টায় রয়েছেন স্টর্মি ড্যানিয়েলস। ওই সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ। তিনি ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবী মাইকেল কোহেনের সঙ্গে ড্যানিয়েলসের পরিচয় করিয়ে দেন। কোহেন এখন ট্রাম্পবিরোধী হিসেবে পরিচিত। তাঁর ভাষ্যমতে, ২০০৬ সালের যৌন সম্পর্কের কথা চেপে যাওয়ার বিনিময়ে ড্যানিয়েলসকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার (১০৭ টাকা হিসাবে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা) ঘুষ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। অর্থের বিনিময়ে মুখ বন্ধ রাখতে ছদ্মনামে একটি চুক্তি করেছিলেন ট্রাম্প ও ড্যানিয়েলস। সেখানে ট্রাম্পের নাম ডেভিড ডেনিসন ও ড্যানিয়েলসের নাম পেগি পিটারসন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। চুক্তিপত্রটি তৈরি করেছিলেন আইনজীবী মাইকেল কোহেন। সেটি আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে ওই চুক্তির বিষয়টি ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে সামনে আনে মার্কিন গণমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। এরপর ট্রাম্পের সঙ্গে করা তথ্য গোপন করে চুক্তি বাতিল করতে আদালতে আবেদন করেন ড্যানিয়েলস। ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করার মূলে রয়েছে এই অর্থ লেনদেন। এতে নির্বাচনী প্রচার তহবিল আইনের সম্ভাব্য লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। স্টর্মিকে ঘুষ দেওয়ার ঘটনায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব ছিল নিউইয়র্ক সিটির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আলভিন ব্র্যাগের ওপর। বিষয়টি তদন্তের জন্য তিনি গ্র্যান্ড জুরি গঠন করেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে এ জুরি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের সিদ্ধান্ত জানায়। ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। কারণ, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আলভিন ব্র্যাগ একজন ডেমোক্র্যাট। তাঁকে ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরাতেই এ পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০০৬ সালে নেভাদায় দুজনের সাক্ষাতের সময় ট্রাম্পের বয়স ছিল ৬০ বছর। ড্যানিয়েলস তখন ২৭ বছরের তরুণী। এর মাস চারেক আগেই ট্রাম্পের তৃতীয় স্ত্রী মেলানিয়া ছেলে ব্যারনের জন্ম দেন। চুক্তির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেন স্টর্মি ড্যানিয়েলস। এখনো আদালত ও আদালতের বাইরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্পকে বিদ্রুপ করে নানা বক্তব্য দিচ্ছেন তিনি। যেমন টুইটারে ট্রাম্পকে 'ছোট্ট' হিসেবে সম্বোধন করেছেন ড্যানিয়েলস। এমনকি অপমান করে 'ঘোড়ামুখী' বলে ডেকেছেন তিনি। দেশের বিভিন্ন স্ট্রিপ ক্লাবেও দেখা গেছে তাঁকে। ক্লাবে তাঁর এই যাতায়াতের নাম দেওয়া হয়েছে ট্রাম্পের নির্বাচনী স্লোগানকে বিদ্রুপ করে। ট্রাম্পের স্লোগান ছিল, 'আমেরিকাকে আবার মহান করো'। গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত করার পর একটি টুইট করেছেন ড্যানিয়েলস। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমার কাছে এত খুদে বার্তা আসছে যে আমি জবাব দিতে পারছি না...আর আমি শ্যাম্পেনও ছিটাতে চাই না।'

ওমরাহযাত্রীদের নতুন যে

(প্রথম পাতার পর)

জিনিসপত্র না নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংবাদমাধ্যম আল-আরাবিয়ার এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় টুইটারে শেয়ার করা এক পোস্টে এসব পরামর্শ তুলে ধরেছে। এতে ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব ভ্রমণের সময় স্বর্ণ, দামি পাথর বা মূল্যবান কোনো ধাতু সঙ্গে না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সর্বোচ্চ ৬০ হাজার সৌদি রিয়াল বা ১৬ হাজার ডলার আনার কথা বলা হয়েছে।

ওমরাহ করতে গিয়ে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের অ্যাপ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। ব্যাংক হিসাবের তথ্য অন্যদের কাছে প্রকাশ না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে সেই টুইটার পোস্টে। এ ছাড়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে অচেনা লোকজনের কাছে অর্থ না পাঠাতে এবং অজানা নম্বর থেকে আসা খুদে বার্তা এড়িয়ে যেতেও বলা হয়েছে।

সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, কোনো মুসল্লি প্রতারণার শিকার হলে বা কাউকে প্রতারক হিসেবে সন্দেহ হলে তারা বিষয়টি মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবেন।

এর আগে পবিত্র রমজান মাসে মুসল্লিদের একবারের বেশি ওমরাহ না পালনের আহ্বান জানিয়েছিল হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। রমজান মাসে পবিত্র কাবাসহ ধর্মীয় স্থানগুলোতে ভিড় কমাতে এবং মানুষের চলাচল সহজ করতে ওই আহ্বান জানানো হয়েছিল।

২৮ এপ্রিল ওয়াশিংটন আসছেন শেখ

(প্রথম পাতার পর)

নেয়ার পর বিশ্বব্যাংক সহ ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্কের সেতুবন্ধন ছিল তার সামনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই হিসেবে বিশ্বব্যাংকের সাথে শেখ হাসিনার এই বৈঠককে অনেকেই শীতল সম্পর্কে উষ্ণতা সৃষ্টির বড় ধরনের সাফল্য হিসেবেই দেখছেন। রাষ্ট্রদূত ইমরান আহমদ এতে উৎফুল্ল বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন সফরের সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী ব্যাবসায়ী বিনিয়োগকারী সহ আমেরিকান বিভিন্ন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন। সেখানে বাংলাদেশে কি ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখা দেবেন তিনি। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে সামনে রেখে উজ্জিবিত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাও। ইতোমধ্যেই অনেকেই আগেভাগে সেখানে হোটেল বুকিং দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ডঃ সিদ্দিকুর রহমান বাংলা পত্রিকার সাথে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা উজ্জিবিত। অনেকেই ওয়াশিংটন যাচ্ছেন নেত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে। এছাড়াও আমরা তাঁকে সংবর্ধনা দিতে চাই। তবে এটা একান্তই নির্ভর করবে নেত্রীর ইচ্ছার উপর। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে দলের ভেতরেই রয়েছে নানা ধরনের লবিং ও গুঞ্জন। তবে এবারের এই সফরে কমিটি নিয়ে কিছু হবে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট অনেকেই। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও শেখ কামাল স্মৃতি সংসদের প্রধান ডাঃ মাসুদুল হাসান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে আমরা অত্যন্ত তাৎপর্যময় বলে মনে করছি। বিশ্বব্যাংক সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সরকারের সম্পর্ক নিয়ে যারা চক্রান্ত করেছিল এই সফরের মাধ্যমে তার ইতি ঘটবে বলে আমরা আশা করছি। জানা গেছে, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটন অবস্থান করবেন। ৪ মে তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ত্যাগ করবেন।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
• We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
• After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
• Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
• We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!
DATABASE
ADMINISTRATION
ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

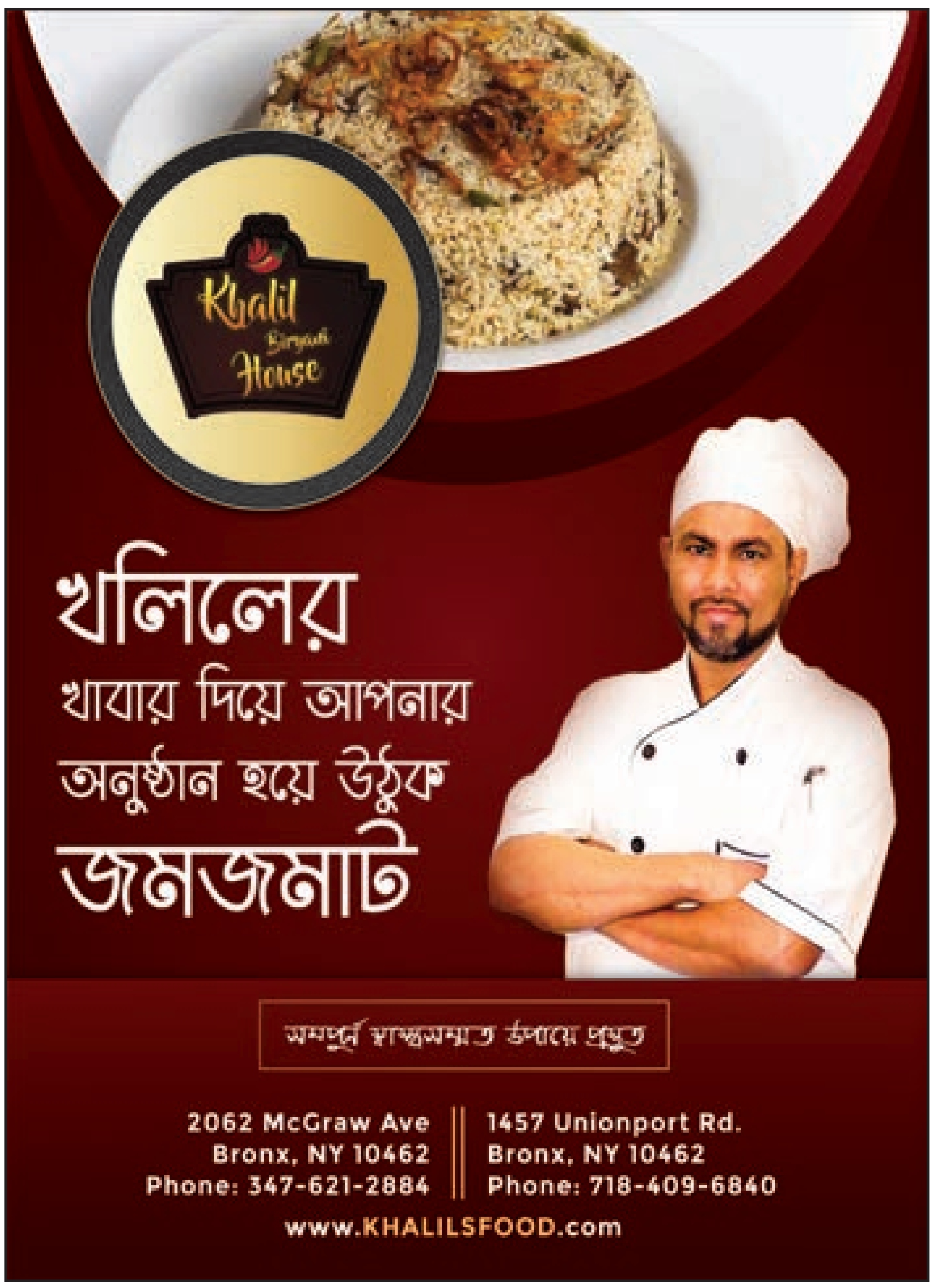
Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি

ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি NMLS# 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE

No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

মোবাইলের এমন ব্যবহার হবে ভাবতেও পারেননি আবিষ্কারক!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মোবাইলের ব্যবহার কমিয়ে জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের প্রথম ওয়্যারলেস ফোন আবিষ্কারক মার্কিন প্রকৌশলী মার্টিন কুপার। লোকজন সারা দিন ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকে, এমন হবে বলে ভাবেননি বলেও জানান তিনি।

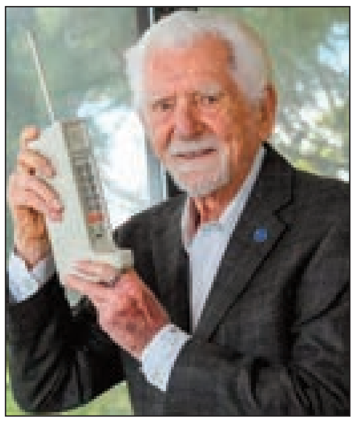

মার্টিন কুপারের মতে, পকেটের ভেতরে থাকা ছোট্ট যন্ত্রটা অনেক সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু মানুষ একটু বেশি মাত্রায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে!

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার ডেল মারেতে নিজের দপ্তরে বসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

৯৪ বছর বয়সি কুপার বলেন, মন ভেঙে যায়, যখন দেখি কেউ মোবাইল দেখতে দেখতে রাস্তা পার হচ্ছেন। কিছু মানুষ মারা না গেলে কারও বোধ আসবে না।

কুপারের নিজের হাতেও অ্যাপলের ঘড়ি। ব্যবহার করেন আইফোনের সর্বশেষ সংস্করণটি। এ বিষয়ে বেশ শৌখিন কুপার। জানালেন, নতুন সংস্করণ এলেই তিনি মোবাইল বদলান। তবে একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, ফোনে হাজার হাজার অ্যাপ রয়েছে, যার বেশি-রভাগের ব্যবহার তিনি জানেন না। কুপারের কথায়, 'আমার নাতি-নাতনিরা বা তাদের ছেলেমেয়েরা যেভাবে মোবাইল ব্যবহার করে, আমি কোনো দিন পারব না।'

নিজের আবিষ্কার সম্পর্কে তার মন্তব্য, 'আজ যে মোবাইলের জাদুতে মজে রয়েছে মানুষ, তা-ও একসময় থাকবে না। প্রতিটি প্রজন্ম আরও বুদ্ধি ধরবে, প্রযুক্তি আরও অনেক উন্নত হবে।'

১৯৭৩ সালে প্রথম ওয়্যারলেস সেলুলার ডিভাইস মটোরোলা ডায়নাট্যাক এইট থাউজেন্ড এক্স (গড়-ঃড়ৎড়ষধ উুহধঞঅঈ ৮০০০ঢ) তৈরি করেছিলেন কুপার। সেই ফোন ছিল বেশ ভারি, অনেক তারে পেঁচানো এক জটিল বস্তু।

সেই সময়ে তিনি একটি মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থায় কাজ করতেন। লাখ লাখ ডলারের প্রকল্প হাতে নিয়েছিল ওই সংস্থা। বাজারে প্রতিযোগিতাও দারুণ। রীতিমতো টক্কর চলছে– কে প্রথম মোবাইল ফোন আনবে। কারণ মোবাইল ফোন তৈরির পরিকল্পনা মানুষের মাথায় এসেছিল অনেক দিন আগেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের পর পরই প্রথম বিষয়টি নিয়ে ভাবা শুরু হয়েছিল।

১৯৭২ সালের শেষে কুপার ঠিক করেন, তিনি এমন একটা যন্ত্র তৈরি করবেন, যা কোনো ব্যক্তি সবসময় নিজের সঙ্গে রাখতে পারবেন। যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন। টানা তিন মাস দিনরাত এক করে গবেষণা করেন কুপার ও তার বিশেষজ্ঞ দল।

পরের বছর মার্চ মাসের শেষে সমাধান মেলে। কুপারের তৈরি করা প্রথম মোবাইল ফোনটির ওজন ছিল এক কিলোগ্রামেরও বেশি। সর্বোচ্চ ২৫ মিনিট কথা বলা যেত। সেই ২৫ মিনিট হাতে নিয়েই কুপার প্রথম ফোনটি করেছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী ফোন প্রস্তুতকারক সংস্থার অফিসে।

মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে রাশিয়া ছাড়ার আহ্বান

ঢাকা ডেস্ক, ৩১ মার্চ : রাশিয়ায় বসবাসরত মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে সে দেশ ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

বৃহস্পতিবার টুইটারে দেওয়া এক বিবৃতিতে নাগরিকদের এ আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে রাশিয়ায় আমেরিকান সা-ংবাদিক ইভান গার্শকোভিচ গ্রেফতারের পরই এ আহ্বান জানান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।খবর এন-ডিটিভির।

বিবৃতিতে ব্লিঙ্কেন বলেন, রাশিয়ার মার্কিন নাগরিক সাংবাদিককে আটকের খবরে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল বিদেশে মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা। এ অবস্থায় রাশিয়ায় অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে সে দেশ ত্যাগের অনুরোধ জানাচ্ছি।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক সাংবাদিককে আটক করেছে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এফএসবি)। ওই সাংবাদিকের নাম ইভান গার্শকোভিচ।

গোপন তথ্য হস্তগত করার চেষ্টাকালে ইউরাল পর্বতাঞ্চলের ইয়েকাতেরিনবার্গ শহর থেকে ইভান গার্শকোভিচকে আটক করা হয়েছে।

রুশ গোয়েন্দা সংস্থার এমন ঘোষণার পর টুইটারে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন ব্লিঙ্কেন। বিবৃতিতে ব্লিঙ্কেন বলেন, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের কণ্ঠকে ভয় দেখানো, দমন ও শাস্তি দিতে ক্রেমলিনের অব্যাহত প্রচেষ্টার নিন্দা জানাই।

টেক্সাসে প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ টক্সাস অঙ্গরাজ্যের হিউসটনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ক্রেস্ট দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ ও মহিলা আওয়ামী লীগ।

টেক্সাসের মহারাজা সেন্টারে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং স্বাধীনতার অমর সৈনিকদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা।

মোস্তফা হাসানের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন টেক্সাস আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু নাছের জহির, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মেগি হালিম ও সাধারণ সম্পাদক বিনা মল্লিক, জুলফি-কার খান, পারভেজ ফারুক, নাজিয়া সামাদ।

অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধুর দেশ ভাবনা ও মানবতাবাদ' শীর্ষক বক্তব্যে জাতির জনকের সংগ্রামী জীবন ও কারাজীবনের আলেখ্য তুলে ধরেন একুশে টিভির প্রধান বার্তা সম্পাদক ড. অখিল পোদ্দার।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের মাইলফলক
জ্যাকসন হাইটস এর ৭৩ স্ট্রিটের পরিবর্তিত নাম

বাংলাদেশ স্ট্রিট

কাউন্সিলম্যান **শেখর কৃষ্ণান**সহ
নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল, নিউইয়র্ক স্টেট ও
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি

আমরা কৃতজ্ঞ

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক্
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

সাহিত্য সাময়িকী

নবজন্ম
বিমল গুহ

মানুষের নবজন্ম হলো পৃথিবীতে পুনর্বার;
অসম ঘূর্ণির মতো বিপরীতমুখী দুই স্রোত
মধ্যাকাশে থমকে দাঁড়ায়, ঝলসে দেয় মানুষের চোখ
এ কি তবে লক্ষ্যভেদী আলোবোমা– একবিংশ শতাব্দীর ক্রোধ
অসম ঘূর্ণির মতো ভেঙে-পড়া মহামৃত্যুশেল!
এ কি তবে ইউক্রেন-রাশিয়ার অসম তর্জন, কালভোর
পৃথিবীর নবজন্মরূপ– নবতর আলোর স্পর্ধা বিকিরণ; কিংবা
বায়ুস্তর ভেদ-করা বিপরীতমুখী দুই তেজষ্ক্রিয় স্রোত ইউক্রেন প্রান্তসীমায়!
এ কি তবে নব উন্মাদনা, ঘোর, মস্তিস্ক-বিকৃতি-ক্রোধ, দীর্ঘশ্বাস
আপদ্-ঘূর্ণিতে-পড়া ছিন্নমূল পাতার রোদন, মানবসৃষ্ট প্রলয়
নবরূপ-জাগরণস্পৃহা!
রাশিয়া কি আকস্মিক অগ্নির উল্লাস– উল্কাস্রোত
অসম সংকীর্তনের ডুগডুগি-বোল, অট্টহাসি মানববিকার?

মানুষ কি জানে– সমুদ্রের উপকূলে আছড়ে-পড়া ঢেউগুলি
এতকাল কী বার্তা দিয়েছে আমাদের?
মগ্ন বালিয়াড়ির ভেতর মুখ গুঁজে উঠপাখির মতন আর কতকাল
অসম চেতনাক্ষয় হবে মানুষের, অসম সময়ক্ষেপন? দেখো–
বায়ুস্তর ভেদ করে দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসের ভেতর জেগে উঠছে পৃথিবীর নবতর আলো!

হয়তো মৌন সময় যাবে ধীরে
দেওয়ান নাসের রাজা

হয়তো কিছুদিন থাকব নেহাত একা
হয়তো মৌন হয়তো মৌন সময় যাবে ধীরে।
ক্রমাগত নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরবে-
অযুত লোকের ভীড়ে,
সূর্য অস্ত যাবে পশ্চিম আরব সাগরে
হয়তো আটলান্টিকের পার ধরে ফিরে আসব না।

আর ফিরে এলেও
সাহিত্য সম্পাদকরা আমার ইমেইল
দেখবেন না, ছাপবেন না কবিতা
পরিচিত মানুষেরা হয়ে যাবে
মুহূর্তে একদম অচেনা।

আবার এমনো হতে পারে, আমিও কাউকে চিনব না
প্রতাপশালী লোকেরা একে অন্যের বন্দনা করবে তখনো।

ক্লান্ত আমি আটলান্টিকের তীর ধরে
চলে যাব হেঁটে-
অচেনা কোথাও,
তুহিন বাতাসে উড়ে যাবে নিঃসঙ্গ সি-গাল।

সময় এখন কাব্য করার
জাফরুল আহসান

আকাশ ঢেকে বৃষ্টি যখন ঝরে
জলের ডানায় মেঘ বালিকা ওড়ে ;
উড়তে উড়তে যায় সে দূর
পাহাড় নদী সাতসমুদ্দুর।
ঝড় বাদলে বিজলী ছোঁয়া পথের মাঝে
মেঘের মেয়ে একলা পথে পথ হারাবে।
হারিয়ে যেতে নেইতো মানা নতুন সাজে
কদম- কেয়া-জুই-চামেলি ফুলের ভাঁজে।
মেঘের মেয়ে তোকে নিয়ে পদ্য লেখার
সময় এখন, এখন সময় কাব্য করার।
পাহাড়-নদী–জলের ছবি আঁকবে কবি
মেঘের মেয়ে তুই কি আমার বন্ধু হবি?
বন্ধু হলে পাখির মতো গান শুনাবো,
তোর কপালে শুকতারাতে টিপ পরাবো;
চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখাবো
নিশুত রাতে ছড়া-ছন্দে মন ভরাবো।
মেঘের মেয়ে তোকে নিয়ে পদ্য লেখার
সময় এখন; এখন সময় কাব্য করার।

কাচের ব্যাঙ
জেবুন্নেছা জোৎস্না

রৌদ্রম্লান সূর্যমুখী আর মৌমাছির পরাগায়ন কদাচিৎ ঘটে!
আমার বৈরী সময়ের সকল স্বাক্ষী তুমি স্বাতী তারা
ভুলেছি কষ্ট আমি চাঁদে চোখ রেখে ভোরের শিশির জলে
তুমি এসো না আজ আমার স্বপ্নে!

আদমের যন্ত্রণা নরম তরুণাস্থির খোলসে
হেমন্তর ভালবাসা ফসলী মাঠের জঠরে
নিষিক্ত হয়নি যে বীজ সুপ্ততা ভেঙ্গে মাটির কর্ষণে
বন্ধ্যা অপবাদে মেলেনি আশ্রয় তার কৃষকের ঘরে
আমি লালন করি তাকে লাঙ্গলের ফলার তপ্ত ঘামে-
তুমি জাগো জরায়ুর পাললিকে সেই ভ্রুণের দেবালয়ে !

তোমাকে ভোলা যেন বাতাস বেগের বিরুদ্ধচারণ
পাম গাছ নুঁইয়ে দেয় আমায় মাটির সমান্তরালে! তবু
তুমি থাকো আমার ঘুমে বোধির পাতায় কাচের ব্যাঙে-
সব এড়িয়ে পৃষ্ঠে সবুজ, অবতলে অর্ধস্বচ্ছ আবরণে!

তুমি আপন রক্ত লুকিয়ে রাখো হৃৎপিন্ডের প্রোকোষ্ঠে-
তুমি এসো না আজ শিরার জালিকার সীমানা ছাড়িয়ে
আমার স্বপ্নে! আমি ভাববো না তোমায় ঘুণাক্ষরে।

পুনঃপরিমাপ
কালের লিখন

যদি জানতে চাও আমার উচ্চতা;
তবে কিছুতেই বলবো না আকাশের মতো।
আমি জানি আকাশ অতটা সুউচ্চ নয়,
যতটা উচ্চতায় ছুটে বেড়ায় কবির আঙুল;
যাপনের নানামুখী সাবলীল ক্ষত।

যদি প্রশ্ন করো নীচতা নিয়ে;
তবে বলতে পারি দুএক কথা
অহেতুক কত মনে দিয়েছি ব্যথা।
কতজনের আকাঙ্ক্ষিত চোখ
অনুবাদ করতে পারিনি যথাসময়ে।

কতবার রেলের বগি গুনতে গুনতে
ধৈর্যহারা হয়ে গেছি চারু-অলসতায়।
এসব নীচতা কিনা জানিনে,
তবু তো কোথাও নীরবে ক্ষরণ হয়;

কতবার ব্যর্থ হয়ে গেছি
হাতে নিয়ে আরাধ্য জয়!

বিবর্ণ বিকেলের ক্ষত
ঝুটন দত্ত

এইখানে কাঠ ও কয়লা একসাথে জ্বলে,
তেল আর পানি বিক্রি হয় একই দামে;
ইটের ভাটায় পরিণত মনুষ্য হৃদয় এসব দেখে অভ্যস্ত,
গতিহারা নদীর মতো তাই একলা হয়ে থাকি।

পাখির ডাক বিহীন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে,
আঁধার নামে তোমার দুচোখে।
রেলপথে স্বপ্নের সাইরেন বাজে না, কল্পনার
নগরীতে দেখি পাতা ঝরা একটা সকাল কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়।

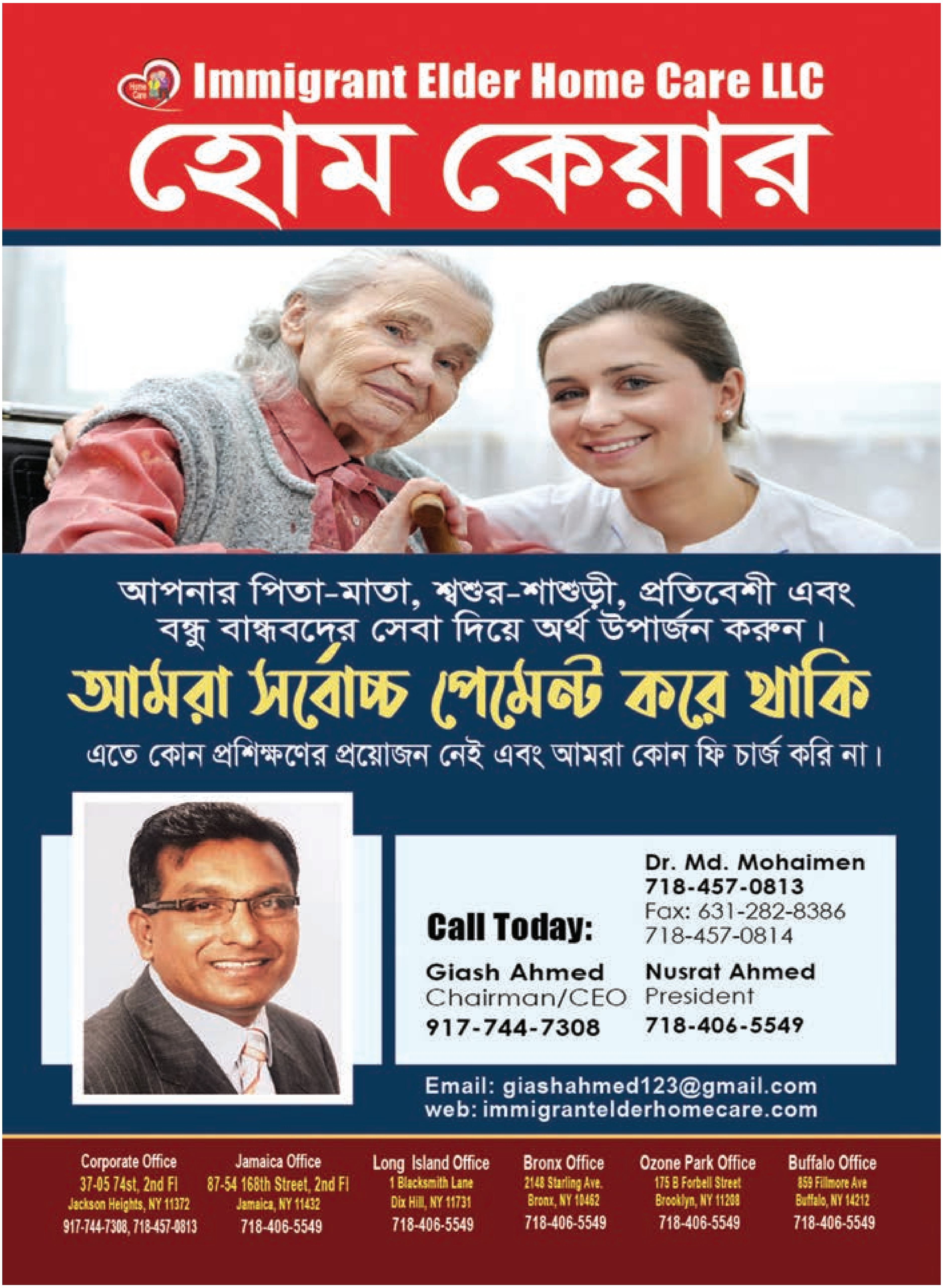
Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Call Today:
Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814
Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
Nusrat Ahmed
President
718-406-5549
Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Jamaica Office
87-54 168th Street, 2nd Fl
Jamaica, NY 11432
718-406-5549
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549
Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

চেকআপ করাতে গিয়েই ডেলিভারি: মাহিয়া মাহি

ঢাকা ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি ছেলেসন্তানের মা হয়েছেন। মঙ্গলবার রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রাত ১১টা ২০ মিনিটে রাজপুত্রের জন্ম দেন তিনি। তবে এটি অনেকটা স্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে তার কাছে।

কেননা তিনি এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। মাহি গণমাধ্যমকে বলেন, আমি তো ওই দিন নিয়মিত শারীরিক চেকআপ করাতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। গিয়েই হঠাৎই ডেলিভারির জন্য ভর্তি হতে হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস আগেই আমার সন্তান পৃথিবীতে এলো।

তবে একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্মে অনেক আনন্দিত এ নায়িকা। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে স্বামী ও নবজাতকের ছবি আলাদা আলাদা পোস্ট করে জানিয়েছেন সেসব উচ্ছ্বাসের কথা।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন ‘অগ্নি’খ্যাত অভিনেত্রী।

বৃহস্পতিবার রাত ৭টায় ফেসবুকে স্ট্যাটাসে চিত্রনায়িকা লেখেন, আলহামদুলিল্লাহ। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি সারাজীবন সবাইকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব, যাদের এই আনন্দের মুহূর্তে আমরা কাছে পেয়েছি। আর যাদের পাইনি।

রণবীরের সঙ্গে মেহেন্দির দিন ভীষণ বিরক্ত লাগছিল: আলিয়া

ঢাকা ডেস্ক: ‘রণবীরের সঙ্গে মেহেন্দির দিন ভীষণই বিরক্ত লাগছিল, অবশেষে মেহেন্দিটা শেষ হয়।’ এতোদিন পর এমন কথা জানালেন বলিউড সেনসেশন আলিয়া ভাট। কিন্তু বিয়ে-সন্তান পৃথিবীতে আসার পর এখন কেন এই কথা।

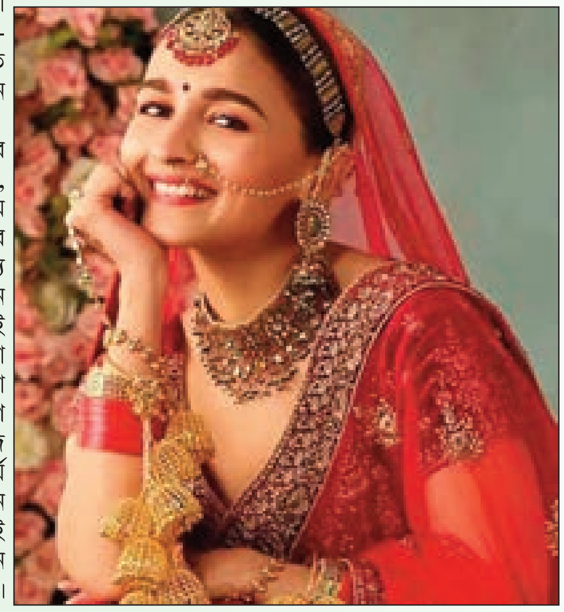

হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়, সম্প্রতি ৩০তম জন্মদিনে নিজের সম্পর্কে ৩০টি তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন আলিয়া। এ সময়ই তিনি এ কথা বলেন। আলিয়া আসলে দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে মেহেন্দি করার জন্য ধৈর্য রাখতে পারছিলেন না। সে কথাই বলতে চেয়েছেন আলিয়া। অভিনেত্রীর দাবি, তিনি আসলে ভীষণই অধৈর্য, বেশিক্ষণ বসে থাকা তার পক্ষে কঠিন ছিল।

আলিয়া ভাট বলেন,ও ছোটবেলায় হাতে মেহেন্দি করতে কী ভালোই না লাগত। অথচ নিজের বিয়েতে যখন মেহেন্দি করতে বসি, তখন বিরক্ত লাগছিল। অবশেষে সেটা শেষ হয়।

আলিয়া জানান, তিনি ভীষণই অগোছালো। তিনি ভীষণভাবেই চান সব কিছু গুছিয়ে রাখতে কিন্তু হয়ে ওঠে না। এ ছাড়া শট শেষ করার পরই তিনি নিজের নাকে হাত দেওয়ার প্রবণতা থাকে, কিন্তু কেন তা তিনি নিজেও জানেন না। কেউ পিঠ চাপড়ে দিলে সেটা নাকি তার ভালো লাগে না বলে জানান অভিনেত্রী।

তার কথায়, শপিংমলে গিয়ে কেনাকাটা করা তার একেবারেই পছন্দ নয়, এর থেকে নাকি অনলাইন শপিং করাই তার পছন্দের। এ ছাড়া অন্ধকার জায়গায় যেতে ভীষণই ভয় পান তিনি।

সম্প্রতি নিজের ৩০তম জন্মদিনে একটি ভিডিও পোস্ট করেন অভিনেত্রী, সেখানেই জানান এসব কথা। গত ১৫ মার্চ ছিল আলিয়ার ৩০ তম জন্মদিন। ওইদিনটা নিজের পরিবার ও রণবীর এবং সন্তানের সঙ্গে লন্ডনে কাটান আলিয়া।

বুবলী পরীমনি ও মাহিকে নিয়ে যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন হিরো আলম

ঢাকা ডেস্ক: এই সময়ের আলোচিত ব্যক্তি হিরো আলম। তিনি গান, নাটক ও সিনেমায় কাজ করছেন। তিনি বিনোদন জগতে যতটা খ্যাতি পেয়েছেন, তার চেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছেন রাজনীতিতে এসে। পাশাপাশি নানা ইস্যুতে আলোচনা-সমালোচনায় থাকে এ নাট্যকার।

সম্প্রতি নাট্যকার মামুনুর রশীদের মন্তব্যের জেরে দেশজুড়ে আলোচনা-সমালোচনার শীর্ষে এখন হিরো আলম। শুধু তাই নয়, টক অব দ্য কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে এখন। তবে সেই বিরূপ মন্তব্যকে পাত্তা দিতে চান না হিরো আলম। কাজের মাধ্যমে নিজের আমার। তবে শুধু সময়ের প্রয়োজন। সময়ের পরিক্রমায় একসময় সবার সঙ্গে আমার সিনেমা থাকবে। কারণ তাদের থেকে আমার যোগ্যতা কোনো অংশেই কম নয়।

তাদের সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা আছে আমার। তবে আমাদের সমাজের একশ্রেণির লোকেরা তাদের সঙ্গে কাজ করে দেওয়ার সুযোগ করে দেয় না।

যখনই কোনো নায়িকার সঙ্গে কাজ করার চুক্তি করি, পরে কিছু মানুষ তাদের ধুয়ে দেয়। এই বলে যে, আপনি এ গ্রেডের নায়িকা– কেন হিরো আলমের সঙ্গে কাজ করতে যাবেন। তখন তারা পিছুহটে। আমি

যোগ্যতা জানান দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন এ ইউটিউবার।

যুগান্তরের কাছে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে হিরো আলম জানিয়েছেন, এবার সিনেমায় প্রথম সারির নায়িকাদের নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে।

হিরো আলম বলেন, আমাদের দেশের প্রথম সারির সব নায়িকার সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক। তাদের আমি শ্রদ্ধা করি, তারাও আমাকে স্নেহ করেন। আমি বিশ্বাস করি, আমার সঙ্গে কাজ করার জন্য যাকেই প্রস্তাব দিব সেই রাজি হবে।

সামনে যে সিনেমা বানাবেন, সেখানে কোনো নায়িকাকে রাখার চিন্তা আছে?– এমন প্রশ্নে হিরো আলম বলেন, সবার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা আছে মনে করি, তাদের যোগ্যতা আমার যোগ্যতা কোনো অংশেই কম নয়।

সামনে সিনেমায় বর্তমান সময়ের আলোচিত চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী, অপু বিশ্বাস, পরীমনির সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা আছে। তাদের রাখার চেষ্টা করব আমার সিনেমায়। আশা করি তারা আমার সঙ্গে কাজ করবেন।

সম্প্রতি কয়েক দিন আগে হিরো আলমকে নিয়ে নাট্যকার মামুনুর রশীদ বলেছেন– ‘আমরা একটা রুচির দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়েছি। সেখান থেকে হিরো আলমের মতো একজন মানুষের উথান হয়েছে। এমন মন্তব্যের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হিরো আলম।

মিথিলার ‘মায়া’ সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ

ঢাকা ডেস্ক, ৩১ মার্চ : শেক্সপিয়রের ‘ম্যাকবেথ’ অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছে রাজর্ষি দের সিনেমা ‘মায়া’। এতে কলকাতার ১৮ জন পরিচিত শিল্পী অভিনয় করেছেন। আর একমাত্র বাংলাদেশী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাফিয়াত রশিদ মিথিলা।

আগেই এ সিনেমার জন্য পুরস্কার জিতে নিয়েছেন মিথিলা। পরিচালক রাজর্ষি দের ‘মায়া’ সিনেমার হাত ধরে টালিউডে অভিনয়ের সূচনা হয়েছে তার। এবার মুক্তি পেল ট্রেলারও। ‘মায়া’র প্রথম ঝলকেই বোঝা গেছে, রোমাঞ্চে ভরা এক চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক রাজর্ষি। মাল্টি-স্টারার এ সিনেমা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক ‘ম্যাকবেথ’ কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্রে মিথিলা, তার বয়ানেই এগিয়েছে পুরো গল্প।

ট্রেলারেই মায়ার মায়াজাল সৃষ্টি করল শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ অনুকরণে তৈরি ‘মায়া’। তবে পুরোপুরিভাবে তুলে ধরা হয়নি গল্পকে, কিছুটা বাঙালি আদলে তৈরি করা হয়েছে। ট্রেলারের পরতে পরতে রয়েছে রোমাঞ্চ। এ সিনেমার হাত ধরেই টালিউডে যাত্রা শুরু করলেন মিথিলা। লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। মাহিরা থেকে কীভাবে হয়ে উঠলেন মায়া? সেই লড়াইয়ের গল্পই বলবেন মিথিলা।

রাজর্ষি দের আগের মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা’তে অভিনয় করেছিলেন একঝাঁক তারকা। ‘মায়া’তেও ঘটেনি এর ব্যতিক্রম। টালিউডের ১৯ জন নামি অভিনেতা রয়েছেন এ সিনেমায়। আর একমাত্র বাংলাদেশি অভিনয়শিল্পী হিসেবে নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। ট্রেলারে মিথিলার অভিনয়ের ঝলক দেখে চমকে উঠেছেন দর্শক।

ট্রেলারের বেশিরভাগ অংশজুড়ে দেখা গেছে মিথিলার নতুন রূপ ও তেজদীপ্ত হিন্দি সংলাপ। অভিনেত্রী জানান, এ সিনেমায় তার ৭০ শতাংশ সংলাপই হিন্দি ভাষায়।

জানা গেছে, এ সিনেমায় তিনটি আলাদা সময়, আলাদা লুকে মায়ারূপী মিথিলাকে দেখা যাবে। ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই এপার-ওপার দুই বাংলার দর্শকদেরই প্রশংসা কুড়াচ্ছেন মিথিলা ও তার দল।

১৯৮৯ সালের কলকাতা শহর থেকে এ গল্পের শুরু, যা শেষ হবে সাম্প্রতিক সময়ে এসে। ধর্ষিতা হওয়ার পরে এক সংখ্যালঘু নারী কীভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আর চলমান পুরুষতন্ত্রের শেকল ভাঙার প্রেরণা জোগায় অন্য নারীদেরও, সে গল্পই বলবে ‘মায়া’।

তারকাবহুল এ সিনেমায় মিথিলার সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন গৌরব চক্রবর্তী, কমলেশ্বর মুখার্জি, তনুশ্রী চক্রবর্তী, দেবলীনা কুমার, রিচা শার্মা, সায়ন্তনী গুহঠাকুরতা, অনিন্দ্য চ্যাটার্জিসহ অনেকে।

পরিচালক রাজর্ষি দে জানিয়েছেন, বাংলা সিনেমায় এই প্রথমবারের মতো কাজ হয়েছে শেক্সপিয়ারের ‘ম্যাকবেথ’ নিয়ে। সিনেমায় রয়েছে আরও অনেক চমক। ‘মায়া’র সেসব চমক দেখা যাবে চলতি বছরের এপ্রিলেই।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণকর পরিবর্তন

॥ ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম ॥

দেশের সর্বত্র যেসব ঘটনা ঘটছে তার কিয়দংশ দেশীয় বিভিন্ন টিভি, জাতীয় পত্র-পত্রিকা, নেটওয়ার্ক, বিদেশী অনুসন্ধানী রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। বলতে গেলে প্রায় পুরো সমাজ আজ নানা ধরনের অবৈধ কাজকর্মে লিপ্ত। আমরা প্রত্যক্ষ করছি চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, শিক্ষাঙ্গনে অপকর্ম (সীমাহীন নৈরাজ্য যেমন- দলবাজি, নিয়োগবাণিজ্য, হলে সিটবাণিজ্য, ছিনতাই, চাঁদা-টেন্ডারবাজি, অস্ত্রবাজি, মারপিট, ছাত্রছাত্রী নির্যাতন, ভিন্নমত দলন, গুণ্ডামি, ধর্ষণ ইত্যাদি), ঘুষ, দুর্নীতি, শেয়ার লুটপাট। সুস্থ ধারার রাজনীতির বিচ্যুতির ফলে দুর্নীতির যে প্রসার ঘটে তার মধ্যে আছে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যে দুর্নীতি, টেন্ডারের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, ঘুষ, চাঁদাবাজি, চাটুকারিতা, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, সঙ্কীর্ণতা, পৃষ্ঠপোষকতা, প্রভাব বিস্তার, হাটবাজার, নদী-নালা, টোল আদায় ইত্যাদিতে নিজেদের লোককে ইজারা দান, চোরাচালানি, কালোবাজারি, সরকারি ভূমি দখল, রাজনৈতিক যোগাযোগভিত্তিক সুবিধা লাভ এবং অর্থ আত্মসাৎ। এ ছাড়া বেশির ভাগ দায়িত্ববানের কর্মকাণ্ডে শপথ ভঙ্গ, নিরপেক্ষতার অভাব, সুশাসনের অনুপস্থিতি, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার দুর্বলতা, আইনের অপপ্রয়োগ ও গাফিলতি, আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু সদস্যের আইনবহির্ভূত আচরণ (চাঁদাবাজি, গায়েবি মামলাসহ নানাধরণের কার্যক্রম), ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি, মাদক ব্যবসা ও মাদকের ব্যবহার, নারী নির্যাতন, অন্যায় অত্যাচার আর মিথ্যাচার, দখলদারিত্ব প্রভৃতি কার্যকলাপসহ অসংখ্য অপরাধ আজ দৃশ্যমান। ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে সমাজের কেউ আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেলে প্রায়শই তাকে কেউ সন্দেহের চোখে বা অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না; বরং অবৈধ অর্থ সম্পদ বাড়ার সাথে সাথে সমাজে তার সম্মানও সমানতালে বেড়ে যায়। সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে উন্নয়ন কার্যক্রমেও দুর্নীতির বিস্তার অপ্রতিরোধ্য হওয়ায় রাষ্ট্রীয় অর্থের হরিলুট চলছে। এ থেকে সমাজ ও জাতির বাঁচার উপায় কী?

মানুষ কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই দায়িত্বশীল, কেউ বা শিক্ষাক্ষেত্রে, কেউ সমাজ, গ্রাম, ইউনিয়ন বা থানা পর্যায়ে। অন্যদিকে জেলা-বিভাগ ছাড়াও বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় পরিসরে বিচার, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি ও কর্ণধারের ওপর এই দায়িত্ব বর্তায়। দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে নিরপেক্ষভাবে বিধি মোতাবেক তাদের অধীনস্থদের জবাবদিহি করাটা জরুরি।

মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ দিন দিন লোপ পাওয়ার ফলে সামাজিক সঙ্কট আরো ঘনীভূত হচ্ছে। পরিবার বা সমাজে মানব শিশু যা দেখে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার আচার আচরণে- এভাবেই তারা বড় হতে থাকে। এটি অনস্বীকার্য যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণকর পরিবর্তনে ব্যক্তিচরিত্র মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কারণ কোনো রাষ্ট্র কল্যাণমুখী হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্ণধাররা সৎ, চরিত্রবান ও নীতি-নৈতিকতার ধারক-বাহক হন। প্রায়োগিক জীবনে সততা, ন্যায়পরায়ণতার চর্চা ও অনুসৃত না হওয়ায় নানাবিধ সঙ্কট এবং দুর্নীতি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনের চালিকাশক্তি হচ্ছে তাকওয়া। তাই এ ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিচরিত্র বা মনুষ্যত্ব অর্জনে রোজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তাকওয়ার মর্ম অনুধাবনের শিক্ষা অনুপস্থিত: মানবিক নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। শুধু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে মনুষ্যত্ব নিয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করে না। ইসলামী শিক্ষা মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে মনের চোখকে দেখতে সাহায্য করে। মানুষের চিন্তায় প্রভব রাখে। আর এভাবে মানুষের আচরণ পরিশীলিত করে। মানুষকে যে শিক্ষা দেয়া হয় সেই জ্ঞানের আলো হৃদয়ে জ্বালানোই শিক্ষার কাজ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামী শিক্ষা তথা তাকওয়া বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত। জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে অল্প সংখ্যক মাত্র মাদরাসার শিক্ষায় এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারছে। দেশের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। এভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। অথচ তাকওয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও জ্ঞান থাকলেই কেবল রোজার মাধ্যমে মানুষ সৎ ও পুণ্যবান হতে পারে। আর তা না হলে সমাজের প্রতিনিধি, এমপি, মন্ত্রী, কর্ণধার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত বিচারিক, প্রশাসনিক, আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক ব্যক্তিবর্গসহ আমরা রোজা রাখব ঠিকই; কিন্তু রোজায় উপবাস করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না।

জ্ঞানার্জন যে প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ সেটি যেন মুসলিমদেরকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ‘বয়ফ্রেন্ড না ব্যভিচার’ শীর্ষক নিবন্ধে (ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, উপসম্পাদকীয়, নয়া দিগন্ত, ১৫ আগস্ট-২০২২) বলা হয়েছে, ‘প্রাথমিক পর্যায় থেকে যে নৈতিক শিক্ষা দেয়ার কথা কিংবা পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার বিকাশে যেসব বিষয় পড়ার কথা সেগুলো তুলে দেয়া হয়েছে। এখন আস্তে আস্তে গোল্লায় যাচ্ছে সমাজ ও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। সমাজের উপরের স্তর থেকে শুরু করে একেবারে নিম্নস্তর পর্যস্ত নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে ক্রমেই পরকীয়ার প্রকোপ বাড়ছে। সেটি রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা পর্যস্ত বিস্তৃত।’ ফলে প্রচণ্ড ভ্রষ্টতা বেড়েছে ব্যক্তি জীবন ও ইবাদতে। রোজা রেখে দোকানে বসে যে ব্যক্তিটি দ্রব্যমূল্য বাড়ায় বা পণ্যে ভেজাল মেশায় বা অফিসে বসে ঘুষ খায় বা যে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসক কিংবা রাষ্ট্রীয় পদধারী মিথ্যার আশ্রয়ে জনগণকে প্রতারণা করে এমন ব্যক্তি যে তাকওয়াশূন্য এবং রোজা থেকে কোনো কিছুই লাভ করেনি তা নিয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে? এ ধরনের সবাই তো পথভ্রষ্টতার পথ বেছে নিয়েছে। এখানে কাজ করছে তাদের তাকওয়া নিয়ে অজ্ঞতা। রোজা তাদের কাছে নিছক উপবাস ছাড়া কি অন্য কিছু উপহার দিয়েছে? অথচ তাক-ওয়াসম্পন্ন ব্যক্তির অদম্য অনুপ্রেরণা হলো, প্রতি মুহূর্তে সৎপথে চলার। তাদের সতর্কতা হলো সর্বপ্রকার হারাম কাজ থেকে দূরে থাকার। যারা সতর্ক নয়, বুঝতে হবে তাদের মনে তাকওয়াও নেই।

আদর্শ সমাজ গঠনের প্রধান শর্ত মানুষের আত্মশুদ্ধি। মানুষের অন্তরাত্মা যখন কালিমামুক্ত হবে তখনই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। খোদাভীতিসম্পন্ন কোনও মানুষ অপরাধ করতে পারে না। রোজা মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে সহায়ক, কারণ রমজানের রোজাগুলো মানুষ একমাত্র আল্লাহর ভয়েই রাখে। যে কেউ ইচ্ছে করলেই লোকচক্ষুর অন্তরালে পানাহার করতে পারে এবং অন্য মানুষের সামনে নিজেকে রোজাদার বলে প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু প্রকৃত রোজাদার তা করে না। কারণ তারা একমাত্র আল্লাহর ভয়েই রোজা রাখেন। রোজার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে ভয় ও তাক-ওয়া অর্জিত হয়, তা যদি সারা বছর বিদ্যমান থাকে তাহলে তার পক্ষে কোনও অপরাধ ঘটানো অসম্ভব।

আমরা লক্ষ করি, রোজা রাখার পরও অনেকে আদর্শ, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার ওপর জীবনের ভিত্তি রচনা করতে পারেন না, মাহে রমজানে অসত্য ও নিরর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করতে পারেন না এবং রমজান মাসের বাইরে নিজের জীবনে সততা ও পবিত্রতা দেখাতে পারেন না। তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিন্তা করে দেখা উচিত, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস পালন করে তার কী লাভ হলো? তাই মাহে রমজানে শুধু রোজা রাখলে হবে না, অবশ্যই রোজাদারকে যাবতীয় পাপকাজ যথা পরচর্চা, পরনিন্দা, ঝগড়া-বিবাদ, সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, হারাম, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, বেহায়াপনা, অন্যায়-অত্যাচার, ওজনে কম দেয়া, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়া প্রভৃতি কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক রোজাদার মুসলমান নর-নারীর জীবনের পাপকাজ থেকে মুক্ত থেকে মনুষ্যত্বের গুণাবলি অর্জনে নীতি-নৈতিকতা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শন করে রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিপূর্ণ করার প্রত্যয়ে সজাগ থাকতে হবে। যদি এসব মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি না করা যায়, তাহলে সে রোজা উপবাস ছাড়া আর কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন, ‘অনেক রোজাদার এমন আছে, কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া যাদের ভাগ্যে অন্য কিছুই জোটে না। তেমনি রাত্রিতে ইবাদতকারী অনেক মানুষও এমন আছে, যারা রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।’ (ইবনে মাজাহ) তাই রোজাদারকে রোজার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য তাকওয়ার মর্ম অনুধাবনের শিক্ষা আগে কোনো প্রতিষ্ঠানে না হয়ে থাকলে এখন তা একান্ত প্রয়োজন।

তাকওয়া অর্জনের মুবারক মাসে মুমিনদের ওপর অর্পিত হয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, সৃষ্টি হয় পুণ্য অর্জনের বিশাল সুযোগ এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মহান চরিত্র অর্জনের সুন্দর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এ অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আজ মুসলিমদের উচিত চারিত্রিক অধঃপতন থেকে নিজেদের রক্ষা করা, নেতিয়ে পড়া চেতনাকে জাগ্রত করা এবং সব প্রকার অনাহূত শক্তির বলয় থেকে মুক্ত হয়ে হক প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় করা, যাতে তারা রিসালাতের পবিত্র দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে এবং কুরআন নাজিলের মাসে কুরআনের মর্ম অনুধাবন করতে পারে, তা থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারে এবং জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে এটিকে একমাত্র অনুসরণীয় মত ও পথরূপে গ্রহণ করতে পারে।

ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনের চালিকাশক্তি হচ্ছে তাকওয়া। এটি এমন এক গুণ যা সমাজ জীবনে মানুষে মানুষে বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে, সমাজে ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। তাকওয়ার অভাবে মানব চরিত্র পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে সামাজিক জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। যার নজির বর্তমান বাংলাদেশে সর্বত্র বিরাজমান। তাই বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাক-ওয়ার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানুষের মধ্যে যতদিন ব্যাপকভাবে তাকওয়া সৃষ্টি না হবে, ততদিন সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গল আশা করা যায় না। তাই বলা যায়, তাকওয়া হলো মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে নাজাতের মূল চাবিকাঠি।

ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য্য। সমাজের সব স্তরে শুদ্ধ মানুষই নিরাপদ ও কল্যাণ সমাজ নির্মাণ করতে পারে। বিশেষত সমাজের দায়িত্বশীল, ক্ষমতাশীল ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোক যারা সমাজ পরিচালনা করেন, তাদের আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কারণ, তাদের ভালো-মন্দের প্রভাব পুরো সমাজে ছড়ায় বা প্রভাবিত করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘শপথ মানুষের-নফসের এবং যিনি তা স্থাপিত করেছেন। অতঃপর তাকে সৎকর্ম ও মন্দকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। প্রকৃত তারাই সফল হলো যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, তারা ধ্বংস হলো যারা আত্মাকে কলুষিত করল।’ (সূরা শামস : ৭-১০) হারাম স্পর্শ না করার শপথ করতে হবে। এক হাদিসে মহানবী সা: অনুরূপ নির্দেশনা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘যখন দেখবে মানুষ কৃপণতা করছে, প্রবৃত্তির পেছনে ছুটছে, পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, প্রত্যেকে নিজের মতামতে মুগ্ধ, এমন পরিস্থিতিতে সংশোধনে বিশেষ মনোযোগ দাও। সাধারণ মানুষের পথ পরিহার করো।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস-৪৩৪১)

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় ওহির আলোকে ভালো কাজ করা এবং শাস্তির ভয়ে খারাপ কাজ বর্জন করা। সুতরাং আত্মসচেতনতা ও আল্লাহর ভয়ই পারে মানুষকে সত্য, সঠিক ও সুন্দর পথে পরিচালিত করতে। মহান প্রভুর ভয় অন্তরে লালন করার মাধ্যমেই বান্দার বিপদসঙ্কুল পথ থেকে পরিত্রাণ সম্ভব।

সুশাসন ও ন্যায়বিচার সব নাগরিকের অধিকার, রাষ্ট্র ও সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য এটি অপরিহার্য্য। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা, ইনসাফভিত্তিক সমাজ বা কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বার্থে সর্বস্তরে তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি নিশ্চিত করা, শুদ্ধাচারের চর্চা এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসার সময়ের দাবি, যা ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণেই সম্ভব।

লেখক : প্রফেসর ইমেরিটাস ও সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, আইআইইউসি

মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ দিন দিন লোপ পাওয়ার ফলে সামাজিক সঙ্কট আরো ঘনীভূত হচ্ছে। পরিবার বা সমাজে মানব শিশু যা দেখে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার আচার আচরণে- এভাবেই তারা বড় হতে থাকে। এটি অনস্বীকার্য যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণকর পরিবর্তনে ব্যক্তিচরিত্র মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কারণ কোনো রাষ্ট্র কল্যাণমুখী হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্ণধাররা সৎ, চরিত্রবান ও নীতি-নৈতিকতার ধারক-বাহক হন। প্রায়োগিক জীবনে সততা, ন্যায়পরায়ণতার চর্চা ও অনুসৃত না হওয়ায় নানাবিধ সঙ্কট এবং দুর্নীতি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনের চালিকাশক্তি হচ্ছে তাকওয়া। তাই এ ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিচরিত্র বা মনুষ্যত্ব অর্জনে রোজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জনগণের সেবকেরা কেন ‘স্যার’ ডাক শুনতে চান?

॥ নিশাত সুলতানা ॥

রংপুর ও বগুড়ায় ঘটে যাওয়া পরপর দুটি ঘটনার রেশ ধরে বেশ কিছু পুরোনো স্মৃতি ভর করেছে মনে। আমরা দুই বোন বড় হয়েছি উত্তরবঙ্গের একটি জেলা শহরে। পড়েছি স্থানীয় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে। স্থানীয় পর্যায়ের ভালো স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরাই একমাত্র জানেন জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সন্তান সহপাঠী হিসেবে পাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা।

ভাগ্য আমার প্রতি কিছুটা সুপ্রসন্ন হলেও আমার বড় বোন তাঁর পুরো স্কুলজীবনেই সহপাঠী হিসেবে পেয়েছেন অসংখ্য সরকারি কর্মকর্তার সন্তান। স্থানীয় পর্যায়ে ভিআইপি হিসেবে খ্যাত এসব কর্মকর্তার তারকা সন্তানদের সঙ্গে তাঁকে প্রায় পুরো স্কুল জীবনই মানিয়ে চলতে হয়েছে। আমার বড় বোন ছিলেন পড়ালেখায় সেরাদের একজন। সাহিত্য-সংস্কৃতিজগতেও অবাধ যাতায়াত ছিল তাঁর। পড়ালেখায় প্রচণ্ড সিরিয়াস আমার বোন কর্মকর্তাদের তারকা সন্তানদের প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষের অযাচিত পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে প্রায়ই বিষণ্ন হতেন স্কুলজীবনে।

এসব পক্ষপাতিত্ব যে শুধু লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকত, তা কিন্তু নয়; বরং তা বিস্মৃত হতো সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় এবং স্কুল থেকে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব দানকারী যেকোনো আয়োজনে। স্কুলের জন্য নির্ধারিত আসনের অধিকাংশই এসব তারকা সন্তানের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেত। অবশিষ্ট আসনগুলোকে উন্মুক্ত করা হতো সাধারণদের জন্য।

অল্প সময়ের সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, লিখিত-অলিখিত নানা আমলাতান্ত্রিক চর্চায় পরিপূর্ণ ছিল সেই জীবন। বাতাসের মধ্যে বাস করে বাতাস গ্রহণ না করে যেমন থাকা যায় না, ঠিক একইভাবে আমলাতান্ত্রিক চর্চার মাঝখানে বসবাস করে এর প্রভাব থেকেও নিজেকে রক্ষা করা যায় না। আর দেশ যেভাবে প্রশাসকে ছেয়ে যাচ্ছে আর আমলারা যেভাবে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছেন, তাতে ভয় হয়।

স্কুল ছাড়ার পর দুই যুগের বেশি পার হয়ে গেছে। তাই স্মৃতিগুলো ঝাপসা হয়ে এসেছিল। তবে বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের কন্যার শ্রেণিকক্ষ ঝাড়ু দেওয়াকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে আরেকবার সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে। জানতে পেরেছি, বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের স্কুলগুলোতে ভিআইপির সন্তানদেরও ভিআইপি মর্যাদা পাওয়ার চর্চার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এবার আসি রংপুরের আলোচিত ‘স্যার’ ডাকা না-ডাকা প্রসঙ্গে। ২৭তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি যোগ দিয়েছিলাম প্রশাসন ক্যাডারে। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে। সেখানে যোগদানের কিছুদিন পরই একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা একদিন বলেই বসলেন, ‘এত নীরবে শুধু কথা শুনলেই হবে? কথার মাঝেমধ্যেই ‘স্যার’ বলতে হবে।’ উত্তর দিলাম, ‘জি স্যার। একটু সময় লাগবে।’ কর্মকর্তা উত্তর দিলেন, ‘তাড়াতাড়ি অভ্যাস করেন।’ সম্প্রতি রংপুরে ঘটে যাওয়া ‘স্যার’-কাণ্ডের পর ভাবছিলাম, যেখানে নবীন কর্মকর্তাদের ‘স্যার’ শব্দটির সঙ্গে অভ্যস্ত করানোর জন্য রীতিমতো অলিখিত প্রশিক্ষণ চলে, সেখানে কর্মকর্তারা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সাধারণদের কাছ থেকে ‘স্যার’ ডাক শুনতে চাইবেন, এটিই তো স্বাভাবিক হওয়ার কথা। মনে রাখা প্রয়োজন ‘স্যার’ সম্বোধনটি আমাদের সংস্কৃতিতে কিন্তু শুধু শ্রদ্ধা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয় না। ব্রিটিশরা চলে গেলেও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও এর চর্চা এমনভাবে মজ্জাগত হয়ে গেছে। ‘স্যার’ শব্দটির সঙ্গে ক্ষমতার রাজ-নীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। ‘স্যার’ শব্দটি একটি পুরুষবাচক শব্দ। শব্দটিতে ক্ষমতার ধারণা এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে যে স্যারের সমার্থক স্ত্রীবাচক শব্দ ‘ম্যাডাম’ একই পদে আসীন হয়েও নিজেরক্ষক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি। ফলে সমান ক্ষমতাচর্চার আশায় ম্যাডামরাও ‘স্যার’ সম্বোধন গ্রহণ করেছেন। অথচ প্রয়োজন ছিল সম্বোধন নয়; বরং পদটিকে সবার জন্য প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিত্রায়িত করা, যার ফলে কে স্যার বা ম্যাডাম ডাকল, কে ভাই বা আপা, আর কে নাম ধরে সেসব গুরুত্বপূর্ণ হবে না।

ভাগ্য আমার প্রতি কিছুটা সুপ্রসন্ন হলেও আমার বড় বোন তাঁর পুরো স্কুলজীবনেই সহপাঠী হিসেবে পেয়েছেন অসংখ্য সরকারি কর্মকর্তার সন্তান। স্থানীয় পর্যায়ে ভিআইপি হিসেবে খ্যাত এসব কর্মকর্তার তারকা সন্তানদের সঙ্গে তাঁকে প্রায় পুরো স্কুল জীবনই মানিয়ে চলতে হয়েছে। আমার বড় বোন ছিলেন পড়ালেখায় সেরাদের একজন। সাহিত্য-সংস্কৃতিজগতেও অবাধ যাতায়াত ছিল তাঁর। পড়ালেখায় প্রচ সিরিয়াস আমার বোন কর্মকর্তাদের তারকা সন্তানদের প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষের অযাচিত পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে প্রায়ই বিষণ্ন হতেন স্কুলজীবনে।

কিছুদিন পরপরই যেহেতু সরকারি কর্মকর্তাদের সম্বোধন করা নিয়ে নানা নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, তাই এই ব্যাপারে সরকারের অবস্থান সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সামনে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ‘স্যার’ শব্দটির প্রচলিত থাকার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা যদি সরকারের কাছে না থাকে, তবে এই সম্বোধনের দায় থেকে জনগণকে মুক্তি দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। এতে সরকারি কর্মকর্তাদের সম্বোধনের জটিলতা থেকে মুক্তি লাভ করবে সবাই। এ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রীতিগুলোকে; যেখানে সরকার এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক অনেক বেশি নিবিড়। জনগণের সেবক হিসেবে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ‘স্যার’ হিসেবে সম্বোধন করার এই প্রবণতা উৎসাহিত করছে সেবকদের প্রভুর আসনে বসার মানসিকতা।

দাবি উঠেছে জনগণের সেবক সরকারি কর্মকর্তাদের ‘কর্মকর্তা’ নয়; বরং ‘কর্মচারী’ বলার। অষ্টম বেতনকাঠামোতে কিন্তু ‘কর্মকর্তা’ বলে কোনো শব্দ রাখা হয়নি। কর্তার শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে থাকে প্রভুত্বের গন্ধ। সম্বোধনকে নিছক শব্দ ভাবার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ক্ষমতার রাজনীতি। মনে পড়ে ব্র্যাকের দূরদর্শী প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ অনেক আগেই ব্র্যাক থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ধারণাটি অবলুপ্ত করেন। ব্র্যাকে কাজ করেন, এমন সবাই প্রতিষ্ঠানটিতে ব্র্যাককর্মী হিসেবে পরিচিত। সরকার এই ধারণাটিকে তলিয়ে দেখতে পারে।

অল্প সময়ের সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, লিখিত-অলিখিত নানা আমলাতান্ত্রিক চর্চায় পরিপূর্ণ ছিল সেই জীবন। বাতাসের মধ্যে বাস করে বাতাস গ্রহণ না করে যেমন থাকা যায় না, ঠিক একইভাবে আমলাতান্ত্রিক চর্চার মাঝখানে বসবাস করে এর প্রভাব থেকেও নিজেকে রক্ষা করা যায় না। আর দেশ যেভাবে প্রশাসকে ছেয়ে যাচ্ছে আর আমলারা যেভাবে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছেন, তাতে ভয় হয়। বগুড়ার অভিভাবককে বাধ্য করা হয়েছে ক্ষমতাসীনের পায়ে পড়তে, শিশুরা হয়েছে নিগৃহীত। আর আক্ষরিক অর্থে পায়ে না পড়েও যাঁরা পায়ে পড়তে বাধ্য হন, তাঁদের যন্ত্রণার কথা কোথাও লেখা থাকে না। তাই কেউ জানতেও পারে না।

আমলাতান্ত্রিক এই মানসিকতার পরিবর্তন আনতেই হবে। নতুবা এই চর্চার কুপ্রভাব থেকে অদূর ভবিষ্যতে বাদ পড়বে না কেউই, এমনকি জনপ্রতিনিধিরাও। তাই সরকারকে বলি, আমলাদের সামলান, সামলান আমলাতন্ত্র। গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃত হোক শ্রমের প্রতিটি ক্ষেত্র। সম্মান লাভ করুক দেশের প্রতিটি শ্রমজীবী।

নিশাত সুলতানা লেখক ও উন্নয়নকর্মী

চাঁদা না দেওয়ায় প্রবাসীর পরিবারকে নির্যাতন, ওসির বিরুদ্ধে মামলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ কুমিল্লার হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), সহকারী উপপরিদর্শকসহ (এএসআই) তিনজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন এক সৌদি প্রবাসী। ২৫ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় প্রবাসী ও তার পরিবারের তিনজনকে থানায় আটকে রেখে নির্যাতন ও মুচলেকা রাখার অভিযোগ এনে তিনি এই মামলা দায়ের করেন।

কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৪ নম্বর আমলি আদালতে সোমবার (২৭ মার্চ) দুপুরে সৌদি আরব প্রবাসী অপু মিয়া বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্তরা হলেন- হোমনা থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম, এএসআই মো. মাসুদ রানা ও থানার 'দালাল' আনোয়ার নামে এক ব্যক্তি।

ওই প্রবাসী অভিযোগে উল্লেখ করেন, মামলার বাদী নিজ নামে সৌদি থেকে ক্রয়কৃত কয়েক ভরি স্বর্ণ ট্যাক্স ও শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে পরিবারের লোকজন ব্যবহারের জন্য দেশে নিয়ে আসেন। প্রবাসী অপু দেশে আসার পর থেকেই থানার কথিত দালাল আনোয়ারের মাধ্যমে থানা পুলিশ ২৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। দাবিকৃত টাকা দিতে অস্বীকার করলে গত ১৯ মার্চ থানার এএসআই মাসুদ রানা দালাল আনোয়ারের সহযোগিতায় প্রবাসী ও তার বড় ভাই ব্যবসায়ী ইউনুসকে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়। তিন দিন থানাহাজতে আটকে রাখে ও দফায় দফায় নির্যাতন করেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে সাদা কাগজে মুচলেকাও রাখা হয় বলে মামলায় উল্লেখ করেন।

বাদীর ভাই ইউসুফের পাসপোর্ট ভিসা ও সাড়ে ৭ লাখ টাকার মোটরসাইকেল আটকে রাখেন। তার বোনজামাই রুবেলকে আটক করেন। ২ লাখ টাকা দিয়ে তিনি ছাড়া পান।

সোমবার রাতে এসব বিষয়ে হোমনা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, এসব অভিযোগ সঠিক নয়। অপু অন্য প্রবাসীর স্বর্ণ আত্মসাৎ করেছে বলে একটি অভিযোগ পাই। তাই তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনি। সেই আক্রোশে এই মামলা দিয়ে থাকতে পারে। আমি নিয়মের বাইরে কোনো কাজ করিনি। চাঁদা দাবির অভিযোগ কাল্পনিক ও বানোয়াট।

হোমনা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর মহসিন বলেন, এক প্রবাসী কিছু স্বর্ণ পাঠিয়েছিল বাড়িতে। অপু নামের একজন সেই স্বর্ণ ঠিকানা মোতাবেক দেননি। পরে ওই প্রবাসীর অভিযোগে অপুর ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সম্ভবত তাই অপু ক্ষিপ্ত হয়ে হোমনা থানার ওসির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেছেন। আদালত বিষয়টি আমাকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন। এই বিষয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই।

আলোকিত বুর্জ আল খলিফা লাল-সবুজ পতাকায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন বুর্জ আল খলিফা আলোকিত হয়েছে বাংলাদেশের পতাকার আদলে। পুরো ভবনটি ঢেকে যায় লাল-সবুজ পতাকায়। এ দৃশ্য দেখা যায় রোববার স্বাধীনতা দিবসে।

পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বুর্জ আল খলিফা ও আবুধাবির এডনক বিল্ডিংয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসকে সম্মান জানিয়ে দেশটির পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও দুটি স্থাপনায় জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হলো।

রোববার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাতে এই পতাকা প্রদর্শনী হলেও বাংলাদেশ মিশন আগে থেকে এ বিষয়ে কিছু জানতো না বলে জানিয়েছে। ফলে স্থানীয় প্রবাসী এবং গণমাধ্যম কর্মীরাও এ বিষয়ে অবগত ছিল না।

রাতে দেশটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করলে এবং

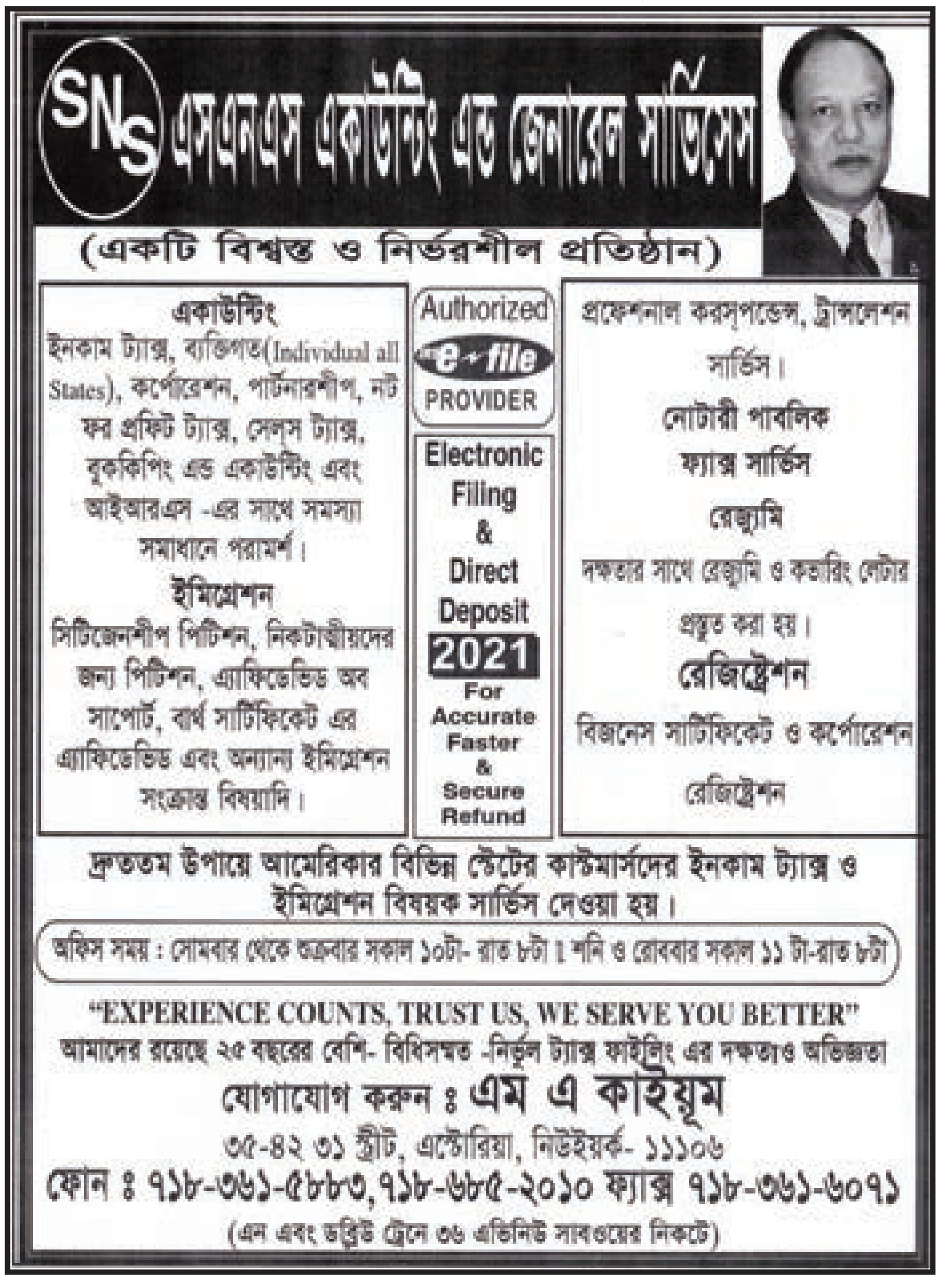

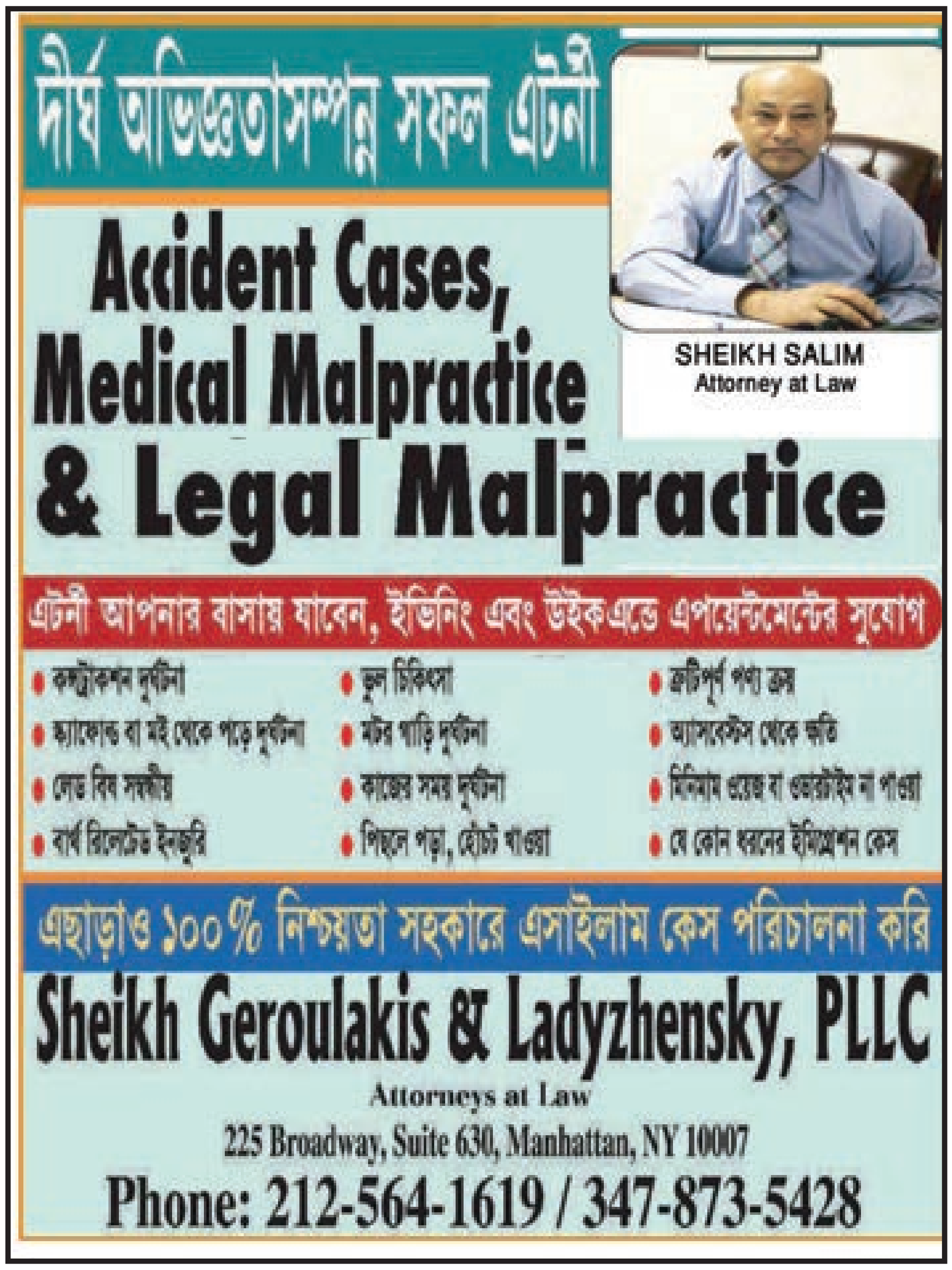

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates · SAUDIA · ETIHAD · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

---

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান

মহান স্বাধীনতার এই মাসে

সকল বীর শহীদদের প্রতি

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সাক্ষাৎকার: ড. এভার্ট ডেলবানকো

প্যাকেজিং সুরক্ষা ছাড়া নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হয় না

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শেখ রোকন ও মাহফুজুর রহমান মানিক

ড. এভার্ট ডেলবানকো জার্মান কেমিক্যাল কোম্পানি সি-জওয়ার্কের খাদ্য নিরাপাত্তা ও টক্সিকলজির পরিচালক। তিনি ইইউপিআইএ নিয়াস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান। এর আগে তিনি রাসায়নিক-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ইউ রিচ, কে-রিচ এবং জিএইচএস ওয়ার্ল্ডওয়াইডে কাজ করেন। তিনি জার্মানির ডর্টমুন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে রসায়নে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। সিজওয়ার্কে কর্মসূত্রে তিনি কালি, প্যাকেটজাতকরণ আইন বিষয়ে বৈশ্বিক দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি ঢাকা সফরকালে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন : নিরাপদ ও টেকসই খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিরাপদ প্যাকেজিং কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

এভার্ট ডেলবানকো: খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্যাকেজিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানিতে আমি শৈশবে মাছের বাজারে যেতাম। সে সময় মাছ পত্রিকা দিয়ে মোড়ানো বা প্যাক করা হতো। এর মাধ্যমে পুরোনো সংবাদপত্র চমৎকারভাবে কাজে লাগানো হতো। তবে সেটা যে গুণগত মানসম্পন্ন প্যাকিং ছিল, তা বলা যাবে না। খাবার ভালোভাবে প্যাকেট করতে না পারলে তা ভয়ংকর হতে পারে। রাসায়নিকের সংবেদনশীলতার দিক থেকে বিশ্বের সব মানুষ সমান। সুতরাং প্যাকেজিং সুরক্ষা ছাড়া নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হতে পারে না।

প্রশ্ন : প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক রূপান্তর কেমন দেখছেন?

এভার্ট ডেলবানকো: আমার পর্যবেক্ষণে প্যাকেজিং সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন আইন হওয়ার কারণে অনেক দেশই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। এমনকি বিদ্যমান আইনেও প্যাকেজিংয়ের গুরুত্ব উঠে এসেছে। সে জন্য এর একটি ভালো প্রবণতা স্পষ্ট। এ ধারাকে আমি বলব চেষ্টারত নয়, বরং আবেদনময়ী। বৈশ্বিক পর্যায়ে প্যাকেজিংয়ে আমাদের কিছু বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন, যারা কমপ্লায়েন্সে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন : এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্র কেমন দেখছেন? আমাদের বিএসটিআই রয়েছে।

এভার্ট ডেলবানকো: বিএসটিআই বাংলাদেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে। তারা এ ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু তাদের আরও কিছু করার আছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে শুধু খাদ্য উপাদানের গুণগত মান নয়; কীভাবে পরিবেশিত হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : প্যাকেজিং বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি জনসচেতনতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

এভার্ট ডেলবানকো: জনসচেতনতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু আমি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এসেছি; জানি না-বিষয়টি নিয়ে এখানকার মানুষ কতটা সচেতন।

প্রশ্ন : আমরা যদি গুণগত মানসম্পন্ন প্যাকেট নিশ্চিত করি, তবে পণ্যের দাম বেড়ে যাবে না?

এভার্ট ডেলবানকো: আপনাকে পুরো বিষয়টি একটি প্যাকেজ হিসেবে দেখতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা প্রথম জরুরি। সেখানে ঘাটতি থাকলে সংকট আরও বাড়বে এবং কোম্পানিও তার সুনাম হারাবে। হ্যাঁ, কিছু দাম হয়তো বাড়বে। তবে মনে রাখতে হবে, নিরাপদ খাদ্যের জন্যই তা জরুরি। প্যাকেজিংয়ে হয়তো অল্প অর্থই যাবে। তারপরও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা চাই। আর তা নিশ্চিত করে প্যাকেজিং অ-নিরাপদ রাখার অর্থ, ইংরেজি সেই প্রবাদের মতো-এক পাত্র দুধে এক ফোঁটা বিষ মেশানো।

প্রশ্ন : আপনি খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলছেন, কিন্তু প্যাকেটের ভেতরের খাবার যে নিরাপদ-সেটা কীভাবে নিশ্চিত হবে? কীভাবে গ্রাহক তার ওপর আস্থা রাখবেন?

এভার্ট ডেলবানকো: গ্রাহকের আস্থা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা প্রশংসনীয়। এখানে প্রতিষ্ঠিত খাদ্য কোম্পানিগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষকে ঘন ঘন ও আকস্মিক পরীক্ষা চালাতে হবে। গ্রাহকের আস্থা ও নিরাপত্তাবিনাশী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন : খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশে কাদের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন? শিল্প মালিক; বিএসটিআই; নাকি সরকার?

এভার্ট ডেলবানকো: এখানে সবার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি চেইনের মতো। সরবরাহকারী, উৎপাদনকারী, বিতরণকারী-সবারই দায়িত্ব রয়েছে এবং সবাইকে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। সমানভাবে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

প্রশ্ন : ইউরোপ কিংবা উন্নত দেশগুলোতে প্যাকেট দেখেই গ্রাহক বুঝতে পারেন খাবার কতটা নিরাপদ; যেহেতু প্যাকেটের নানা চিহ্নের তাৎপর্য তাঁরা বোঝেন। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাহক যেহেতু এসব বুঝতে পারেন ন্া; তাঁদের জন্য করণীয়...

এভার্ট ডেলবানকো: আপনি ইউরোপের কথা বলেছেন। সেখানে স্টোরগুলোর প্যাকেট দেখলেই বোঝা যায়, খাবার কতটা স্বাস্থ্যসম্মত। তবে সব জায়গায় এ ব্যবস্থা নেই। এখানে ভোক্তা যদি প্যাকেটের নির্দেশনা না দেখেন, তাতে কিছু করার নেই। প্যাকেটে থাকার কারণে খাবারের স্বাদ তাঁদের দেখার সুযোগ নেই। ভোক্তা এখানে একেবারে অসহায়। এ কারণেই হয়তো কয়েক বছর পর তাঁর ক্যান্সার হতে পারে। কিন্তু এখনই কিছু করার নেই। এটা লুক্কায়িত ঝুঁকি। এখানে উচ্চ নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বাজারের যে আকার, সেখানে প্যাকেজিং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কতটা সহজ?

এভার্ট ডেলবানকো: বাংলাদেশ বিকাশমান অর্থনীতির দেশ। এর প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। কিন্তু বৈশ্বিক বাজার আরও বড়। বাংলাদেশ অন্য দেশে বড় আকারের রপ্তানি করছে। বিশ্ববাসী বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি পণ্য পাচ্ছে। সে জন্য বাংলাদেশেও প্যাকেটের সুরক্ষা ও ভোক্তার নিরাপত্তা উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুরক্ষা সবসময়ই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। আমরা যদি বৈশ্বিক পর্যায়ে এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি, তবে দেশও উপকৃত হবে। অভ্যন্তরেও সেই মান বজায় রাখতে হবে।

প্রশ্ন : আপনি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পুরো প্যাকেজের কথা বলছেন। কিন্তু সূচনাটা কীভাবে হবে?

এভার্ট ডেলবানকো: হ্যাঁ, আমি পুরো প্যাকেজের কথা বলেছি। বলেছি কাঁচামাল সরবরাহকারীর কথা। উৎপাদনের আগে শুরুতে কাঁচামাল থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে। এর পর প্যাকেটের বিষয়টি। প্যাকেট কীসের তৈরি এবং কীভাবে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এর পর উৎপাদনসহ পুরো প্রক্রিয়ায়ই সুরক্ষার বিষয়টি দেখতে হবে। বস্তুত এখানে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নেই। পুরো প্যাকেজে নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই কেবল ভোক্তার পুরোপুরি সুরক্ষা নিশ্চিত হতে পারে।

প্রশ্ন : এদিক থেকে বাংলাদেশের যে অবস্থান, তার অনুরূপ অন্য কোনো দেশের উদাহরণ বা অভিজ্ঞতা আমাদের জানাতে পারেন?

এভার্ট ডেলবানকো: আমি মনে করি, দুটি উদাহরণ হতে পারে-ভারত ও ইন্দোনেশিয়া। যদিও ভারত সম্ভবত কিছুটা এগিয়ে।

প্রশ্ন : এ ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় কিংবা এক দেশের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য দেশের প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বিনিময় হতে পারে?

এভার্ট ডেলবানকো: আমি ভারতে কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ভারতের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা খুব ভালো। যদিও সেই অর্থে ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। তবে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতাও ভালো।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকার খাদ্য নিরাপত্তা আইনের খসড়া তৈরি করে তা মানুষের মতামতের জন্য উন্মুক্ত করেছে। আপনি সেটা দেখেছেন। সেখানে কি কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন?

এভার্ট ডেলবানকো: সরকার যেভাবে আইনের খসড়া তৈরি করে মতামতের ব্যবস্থা করছে, তা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। এটা ভালো সূচনা নিঃসন্দেহে। আমাদের প্রত্যাশা, মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়নের সুযোগ রাখা হবে। প্রশ্ন হলো, এটি কীভাবে বৈশ্বিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করবে। এখানে নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুই মতামতই আসবে। যেখানে প্রয়োজন সংশোধনী আনতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের জন্য এটি নতুন ধারণা বলা চলে। কিছু আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্যাকেজিং সুরক্ষা নিয়ে কাজ করছে। সমকালের সঙ্গেও তারা গোলটেবিল করেছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জ কী কী?

এভার্ট ডেলবানকো: এ বিষয়ে কাজ হয়েছে, হচ্ছে-এটা ভালো বিষয়। আইনের কথা আগেও বলেছি। খসড়া বেশ ভালো মনে হয়েছে। আইন সবসময়ই ভালো সেই অর্থে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ হলো, সেটা কতখানি বাস্তবায়ন হবে। বাস্তবায়নের মধ্যেই সফলতা। আমি বলেছি, এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় তালিকাই করতে হবে। নেতিবাচক তালিকা নিয়ে কাজ করা খুব সহজ। ইতিবাচক বিষয়গুলো বেশি চ্যালেঞ্জিং।

প্রশ্ন : প্যাকেজিংয়ে টলুইন ক্ষতিকারক একটি বিষয়। আপনার কী মত?

এভার্ট ডেলবানকো: টলুইন শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এর প্রভাব শিশুদের ওপর ব্যাপকভাবে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অন্তঃসত্ত্বাদের জন্য এই টলুইন খুব ক্ষতিকর। এটি ব্যবহারে নির্দিষ্ট মাত্রা অবশ্যই অনুসরণ করেত হবে। তার বেশি হওয়া যাবে না। এটি খাবারের সব পর্যায়কেই দূষিত করতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বছর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

স্পেশাল

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র ইফতার সম্পন্ন

নিউইয়র্কঃ যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিতে বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র ইফতার মাহফিল এবং কবরস্থানের জায়গা ক্রয়ের জন্য ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৫ মার্চ ২০২৩ শনিবার ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায়। সংগঠনটির ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বগুড়াবাসী ছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পদক মোঃ সাইফুল ইসলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী এবং সদস্য ফা-রহানা চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবিব, সাধারন সম্পাদক লায়ন হাসান জিলানী, সহ সভাপতি লায়ন রকি আলিয়ান, সাবেক সভাপতি ও প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মাদ সাঈদ, লায়ন আকাশ রহমান, এফইএমডি রকি, লায়ন জাহাঙ্গীর আলম জয়, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বর্তমান সভাপতি রাফেল তালুকদার, সাধারণ সম্পদক আশরাফুজ্জামান আশরাফ, প্রতিষ্ঠাত সাধারন সম্পদক মোঃ আবুল কাশেম, সিনিয়র সহ সভাপতি ও পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি কামাল পাশা, পাবনা জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি এবং বগুড়া সোসাইটির উপদেষ্টা আতোয়ারুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুনিরুল ইসলাম মুনির, বলাকা ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বগুড়া সোসাইটির সদস্য মোঃ সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় যুব দলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মাকসুদুল চৌধুরী আহমেদ, সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ এমডি রহমান মুকুট, ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক তালুকদার সামীম সবুজ, সবদ্য সচিব নাফিউস সাদিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে পবিত্র মোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং ইফতারের পূর্বে সমস্ত মুসলিম উম্মাহ সহ বিশ্ববাসীর শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। জ্যাকসন হাইটস জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মোহাম্মাদ সাদিক দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন।

বর্তমান কমিটি কর্মকর্তাবৃন্দ, সহ সভাপতি মোহাম্মাদ আলী, সহ সভাপতি আব্দুস সোবহান, সহ সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম (লিপন), সহ সভাপতি জুয়েল আহেমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা (নাজাত), প্রচার সম্পাদক গোলাম রব্বানী (রাজু), দপ্তর সম্পাদক শাপিনুর রহমান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম (রফিক), আপ্যায়ন সম্পাদক কামরুজ্জামান লালু, সহ আপ্যায়ন সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম (রুবেল), যোগাযোগ সম্পাদক গাওছুল আজম (রিগান), সদস্য মোঃ হেলাল উদ্দিন, সদস্য রাজু শাহ, সদস্য এনামুল হক, সদস্য শফিকুল ইসলাম ইসলাম।

উপদেষ্টাঃ আলী সৈয়দ টিপু, টি এম আব্দুস সালাম, রাইছুল হক, আব্দুল মান্নান, আজিজুল হক মুন্না, কাজী আজাদ রহমান (সেলিম), জহুরুল ইসলাম তালুকদার (লিটন), ট্রাষ্টি বোর্ডের মেম্বার এস কে হারুনুর রশিদ হারুন এবং নুরুল ইসলাম সাজু।

অুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এধরনের আয়োজন প্রবাসে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ধারণে উদ্দিপ্ত হবে।

বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দ এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সোসাইটির নেতৃবৃন্দকে আয়োজন সফল করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তারা বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র কবরস্থারেন জায়গা ক্রয়ের জন্য ফান্ড রেইটিংয়ে অর্থ প্রদানকারীদের প্রতিও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

FAMILY DENTAL

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

মঙ্গলবার আদালতে হাজির হচ্ছেন ট্রাম্প!

(শেষের পাতার পর)

ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। তবে অভিযোগের বিস্তারিত এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি স্টর্মি ড্যানিয়েলস নামে ওই নারীর সাথে তার সম্পর্ক গোপন রাখার বিনিময়ে এক লাখ ৩০ হাজার ডলার অর্থ প্রদান করেছে। বিষয়টি তদন্তের পর যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যান্ড জুরি ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করার পক্ষে ভোট দিয়েছে। ছিয়াত্তর বছর বয়সী ট্রাম্প, তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনিই প্রথম কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি দেশটির ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হলেন। এই মামলার তদন্ত করছেন ম্যানহাটন ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি আলভিন ব্র্যাগের দফতর। সেখান থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে তারা ট্রাম্পের আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ করেছেন যাতে তার আত্মসমর্পণের বিষয়টি সমন্বয় করা হয়।

ফ্লোরিডায় বসবাসকারী সাবেক এই প্রেসিডেন্ট সোমবার নিউইয়র্কে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং মঙ্গলবার তাকে আদালতে হাজির করা হতে পারে। বিষয়টির সাথে পরিচিত দুটি সূত্র সিবিএস নিউজকে এই তথ্য জানিয়েছে।

শুনানির সময় তাকে অভিযোগ পড়ে শোনানো হবে, যা প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট স্থায়ী হবে।

ট্রাম্প আদালতে উপস্থিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে। এই সিক্রেট সার্ভিস সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টদের সুরক্ষায় কাজ করে।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি প্রাক্তন পর্ণ অভিনেত্রী এবং স্ট্রিপার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে অর্থ প্রদানের জন্য তার তৎকালীন আইনজীবী মাইকেল কোহেনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুই সপ্তাহেরও কম সময় আগে এই ঘটনা ঘটে। যেন মি. ট্রাম্পের সাথে ওই নারীর কথিত সম্পর্কের বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া যায়। মূলত এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়।

ড্যানিয়েলস বলেছেন যে ট্রাম্প ২০০৬ সালে লেক তাহো হোটেলে তার সাথে যৌন মিলন করেছিলেন -এটি ট্রাম্পের বর্তমান স্ত্রী মেলানিয়াকে বিয়ে করার পরের বছরের ঘটনা।

কোহেন আদালতে বলেছেন যে তিনি 'সাবেক প্রেসিডেন্টের নির্দেশনায়' এক লাখ ৩০ হাজার ডলারের বিষয়টি দফারফা করেছেন। কোহেন ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত একাধিক অভিযোগে জেলে ছিলেন।

এক বিবৃতিতে ট্রাম্প ম্যানহাটনের ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে কটাক্ষ করেন। তিনি প্রসিকিউটরকে 'কলঙ্ক' হিসেবে অভিহিত করেন এবং তাকে 'জো বাইডেনের নোংরা কাজ করার' জন্য অভিযুক্ত করেন।

"ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পকে পাকরাও করতে' মিথ্যা বলছে, প্রতারণা করছে এবং চুরি করছে, কিন্তু এখন তারা যা করছে তা অকল্পনীয়- একটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছে," তিনি বলেন।

ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের এই তদন্তকে বিরোধী পক্ষের পরিচালিত রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে কটাক্ষ করেছেন।

ব্র্যাগ, যিনি একজন নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাট, তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এই মাসের শুরুর দিকে তিনি টুইট করেন, 'আমরা ঘটনা, আইন এবং তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের মামলাগুলো মূল্যায়ন করি।'

ট্রাম্পের আইনজীবী সুসান নেচেলেস এক বিবৃতিতে বলেছেন : 'তিনি কোনো অপরাধ করেননি। আমরা আদালতে এই রাজনৈতিক মামলার বিরুদ্ধে জোরেশোরে লড়াই করব।'

ট্রাম্পের অভিযুক্ত হওয়ার বিষয়ে, ড্যানিয়েলস তার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেছেন, 'আমার কাছে এতো এতো মেসেজ আসছে যে আমি সবাইকে তার উত্তর জানাতে পারছি না...এছাড়াও আমি এখনই সব কথা উগরে দিতে চাই না।'

ফৌজদারি মামলাটি ২০২৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়ের দৃশ্যপট বদলে দিতে পারে।

ট্রাম্প বর্তমানে রিপাবলিকান হোয়াইট হাউস মনোনয়ন পাওয়া সম্ভাব্য সব প্রার্থীদের মধ্যে এগিয়ে আছেন।

কিন্তু মার্কিন আইন অনুযায়ী, কোনো প্রার্থী অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলেও তার নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করতে- এমনকি কারাগার থেকেও রাজনীতি করে যেতে কোনো বাধা নেই।

ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের উদ্ধৃতি দিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তহবিল সংগ্রহের ইমেইল পাঠিয়েছে। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় রিপাবলিকানরা ট্রাম্পের সাথে আছেন।

হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি বলেছেন : 'আলভিন ব্র্যাগ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে আমাদের দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করছে।'

তিনি বলেন, 'যেহেতু তিনি জনমনে আতঙ্ক বাড়াতে সব সময় দাগী অপরাধীদের মুক্ত করেন, এখন তিনি সেই বিচারব্যবস্থাকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছেন।'

তবে ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের অভিযুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে, তাদের যুক্তি যে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

কংগ্রেসম্যান অ্যাডাম শিফ বলেছেন : 'একজন প্রেসিডেন্টের অভিযুক্ত এবং গ্রেফতার হওয়া আমেরিকার ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। কিন্তু বেআইনি আচরণের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে করা আরো আরো কয়েকটি মামলারও তদন্ত করা হচ্ছে।'

এর মধ্যে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলের সংঘর্ষে ট্রাম্পের যোগসাজশ থাকা, ২০২০ সালের নির্বাচনে জর্জিয়া রাজ্যে তার পরাজয়ের ফল উল্টে দেয়ার চেষ্টা এবং হোয়াইট হাউজ ছাড়ার পরে গোপন নথিগুলো পরিচালনা নিয়ে গাফেলতির মামলাগুলো রয়েছে।

ট্রাম্প ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন- হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস দ্বারা দুবার অভিশংসিত হয়েছেন তিনি। যদিও দুবারই সিনেট থেকে খালাস পেয়ে যান।

-

জ্যাকসন হাইটস্ এ এলেই মানুষ তাকাবে 'বাংলাদেশ' এর দিকে : শেখর কৃষ্ণান
পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন থাকবে 'বাংলাদেশ স্ট্রিট' : আবু জাফর মাহমুদ

নিউইয়র্কঃ"দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে বাংলাদেশিদের আশা আকাক্সক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এর ৭৩ স্ট্রিটের নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ স্ট্রিট'। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ আমেরিকার প্রতি। আমেরিকানদের প্রতি। বিশেষ করে সিটি কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে 'বাংলাদেশ স্ট্রিটের নাম প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন লাভ করেছে। আমেরিকায় বাংলাদেশিদের দৃষ্টান্তমূলক এক অর্জন।" এ কথা বলেছেন, নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রিয় ব্যক্তিত্ব জয় বাংলাদেশ ইনক্ এর প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমা-ার আবু জাফর মাহমুদ। আনুষ্ঠানিকভাবে কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান ও নিউইয়র্ক সিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা বাংলাদেশ স্ট্রিট উদ্বোধনের পর তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সাংবাদিকদের কাছে উচ্ছ্বাসমাখা প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন। নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ, বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান এ- সিইও এবং জয় বাংলাদেশ ইনক্ এর প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, পৃথিবী যতদিন থাকবে, ততদিন বাংলাদেশ থাকবে। আর বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, ততদিন থাকবে এই বাংলাদেশ স্ট্রিট।

আবু জাফর মাহমুদ জ্যাকসন হাটস এর বাংলাদেশ স্ট্রিটটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের র‌্যালী নিয়ে উপস্থিত হন। র‌্যালীটি জ্যাকসন হাইটস এর ৭২-২৬ নাম্বার বাংলা সিডিপ্যাপ অফিস থেকে বের হয়ে ৭৩ স্ট্রিটে নির্ধারিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে শেষ হয়। সেসময় র‌্যালী থেকে 'জয় বাংলাদেশ' 'জয় আমেরিকা' 'জয় স্বাধীনতা দিবস' শোগান দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বীরত্ব, গর্ব ও অর্জন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে নিউইয়র্ক সিটির ২৫ ডিস্ট্রিক্ট এর কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান বলেন, নিউইয়র্কে ভারতীয় আমেরিকান সমাজের প্রথম জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করি। আমি জানি, স্বাধীনতার পেছনে কত দীর্ঘ ইতিহাস, কত বীরত্বগাথা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আজকের এই উপলক্ষটি আমার অফিস ও আমার কামউনিটির জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি সারা পৃথিবীতেই পরিচিত। এই জ্যাকসন হাইটস এ তারা অনেক বেশি উচ্চকণ্ঠ। এখানকার কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বশলি ব্যক্তিবর্গ গৌরবোজ্জল ভূমিকা রেখে চলেছেন। বাংলাদেশিরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্বশীল। তারা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিউইয়র্কের জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ হচ্ছে। বাংলাদেশিদের আজকের এই অবস্থানে আসার পেছনে পূর্ব পুরুষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, একটি রাস্তার নামকরণ ছোটো কোনো বিষয় নয়, এটি নিউইয়র্কের গোটা ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে যুক্ত একটি বিষয়। এখানে এই সড়কে উপস্থিত হলে, বাংলাদেশ স্ট্রিট নামটি দেখা যাবে, এর মধ্য দিয়ে ভেসে উঠবে একটি ইতিহাস। আর এই নামকরণের সঙ্গে এই কমিউনিটির প্রত্যেকটি মানুষের অবদান যুক্ত।

শেখর কৃষ্ণান বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের নামোলেখপূর্বক সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাদের অবদান যুগ যুগ ধরে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশ স্ট্রিট। এটি সেই বাংলাদেশ স্ট্রিট, যে দেশ বাংলা সংস্কৃতি, ভাষা আন্দোলন, বাঙালির ইতিহাস ধারন করে। তিনি বলেন কমিউনিটির শক্তি কতখানি হতে পারে, তা বাংলাদেশি আমেরিকানরা প্রমাণ করেছেন।

জলবায়ু ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিতে ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ

নিউইয়র্কঃ গত ২৯ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষেত্রে দায়ী রাষ্ট্রগুলির আইনগত বাধ্যবাধকতার বিষয়ে পরামর্শমূলক মতামত প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে অনুরোধ করে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশসহ ১৭-সদস্য বিশিষ্ট কোর গ্রুপ দ্বারা উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি জলবায়ু ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার পক্ষে সমর্থনকারী দেশগুলির জন্য একটি যুগান্তকারী অর্জন।

কোর গ্রুপের পক্ষে রেজুল্যুশনটি সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করে ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করার নিমিত্ব এই রেজুল্যুশনে মানবাধিকার আইনসহ বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সকল আইন, স্বীকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে সংশিষ্ট দায়ী দেশগুলির আইনি বাধ্যবাধকতার উপর পরামর্শমূলক মতামত প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে অনুরোধ করা হয়। কার্বন নিঃসরণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিকে সুরক্ষার জন্য সংশিষ্ট আইনি পরিণতি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্যও এই রেজুল্যুশনে অনুরোধ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে।

সাধারণ পরিষদে রেজুল্যুশনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের জন্য আয়োজিত উচ্চ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের ধ্বংসাত্মক ও অপরিবর্তনীয় হুমকির বিষয়ে স্পষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও মানবতার বেঁচে থাকার জন্য যে মাত্রায় বৈশ্বিক উদ্যোগ প্রয়োজন, তার ধারে কাছেও নেই বিশ্ব সম্প্রদায়। এই রেজুল্যুশন এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত কর্তৃক পরামর্শমূলক মতামত ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দায়ী দেশগুলির আইনি বাধ্যবাধকতা, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির অধিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য মানব সভ্যতাকে আরও সম্যক ধারণা দিয়ে তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

আদালতের পরামর্শমূলক মতামতের গুরুত্বের কথা উলেখ করে জাতিসংঘ মহাসচিব তার বক্তব্যে বলেন যে, এই ধরনের পরামর্শমূলক মতামত জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলিকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় আরো সাহসী এবং শক্তিশালী ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করবে। রেজুল্যুশনটি সদস্য দেশগুলির পাশাপাশি জলবায়ু কর্মী এবং যুব সমাজসহ আন্তর্জাতিক সুশীল সংস্থাগুলির কাছ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। ভানুয়াতুর আহবানে প্রতিষ্ঠিত কোর গ্রুপটি রেজুল্যুশনের খসড়া প্রণয়ন থেকে প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গ্রহণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। খসড়া রেজুল্যুশনের উপর তারা জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে একাধিকবার অনানুষ্ঠানিক সভা করেছে। বাংলাদেশ, কোর গ্রুপের সদস্য হিসেবে, খসড়া প্রণয়ন ও নেগোশিয়েশন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আউটরিচ প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত ছিল।

"এটি জলবায়ু ন্যায়বিচারের জন্য একটি কালজয়ী মুহূর্ত। আমরা পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অসীম আগ্রহ ও সম্পৃক্ততার জন্য কৃতজ্ঞ, যা জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় তাদের গভীর অঙ্গীকারের সাক্ষ্য দেয়"- বলেছেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহিত, যিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের কাছ থেকে সমর্থন অর্জনে উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

রেজুল্যুশন গৃহীত হওয়ার পর আজ সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র সচিব ভানুয়াতু কর্তৃক আয়োজিত এক সংবর্ধনায় অংশ নেন।

-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডোর তাবা: লাখ লাখ মানুষ বিদ্যুৎহীন, মৃত্যু বেড়ে ২৬

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশে কয়েকদিন ধরে ধারাবাহিক টর্নেডোর আঘাতে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি বাড়ছে। এখন পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আরকানসাস, আলাবামা, টেনেসি, মিসিসিপিসহ কয়েকটি রাজ্যে অনেকে ঘর-বাড়ি হারিয়ে ঠাঁই হয়েছে খোলা আকাশের নিচে। বহু মানুষ বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে। কয়েকদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশে টর্নেডো থেমে থেমে আঘাত হানছে। টর্নেডো আঘাত হানবে, এমন পূর্ভাবাস আগেই দিয়েছিল মার্কিন আবহাওয়া বিভাগ। শনিবার রাতেও অনেক জায়গায় টর্নেডোর আঘাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আরকানসাস অঙ্গরাজ্যে শক্তিশালী ঝড়ে গাড়ি উল্টানো, গাছ উপড়ে পড়া এবং বিদ্যুৎ লাইন ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে ভোগান্তি চরম মাত্রায় পৌঁছেছে সেখানকার বাসিন্দাদের। এই রাজ্যে পাঁচ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া টেনেসি অঙ্গরাজ্যে সাতজন, ইলিনয়ে চারজন এবং ইন্ডিয়ানায় তিনজন, আলাবামা এবং মিসিসিপি থেকেও প্রাণহানির খবর আসছে।

আরকানসাস রাজ্যের রাজধানী লিটল রকের একজন বাসিন্দা বলেন, একটি বড় ধরনের টর্নেডো দেখিছি। যা অবিশ্বাস্য রকমের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। ১৯৮৫ সাল থেকে এই সম্প্রদায়ে বসবাস করছি আমি। পুরো কাউন্টিটিকে বেশ ভাল করেই জানি। ঝড়ের পর জায়গাটি চিনতে না পেরে আমি অবাক হয়েছি...

আরাকানসাসের গভর্নর সারাহ স্যান্ডার্স এখনকার গভর্নরের দায়িত্বে আছেন। তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু সময় হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। টর্নোডার কারণে গত শুক্রবার নিজ রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় ন্যাশনাল গার্ডকে প্রস্তুতি থাকার নির্দেশ দেন তিনি। সারা বলেন, পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে কথা বলেছি, কেন্দ্রীয়ভাবে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

আরও কয়েকদিন প্রচ- বজ্রঝড় ও ভারী বাতাসের শঙ্কাসহ বৈরি আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা। প্রবল বাতাস ও শিলাবৃষ্টিরও পূর্বাভাস রয়েছে। মার্কিন বিদ্যুৎ সেবা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ওহাইও ও পেনসিলভানিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঁচ লাখ ৯০ হাজারের বেশি মানুষ বিদ্যুৎহীন রয়েছে।

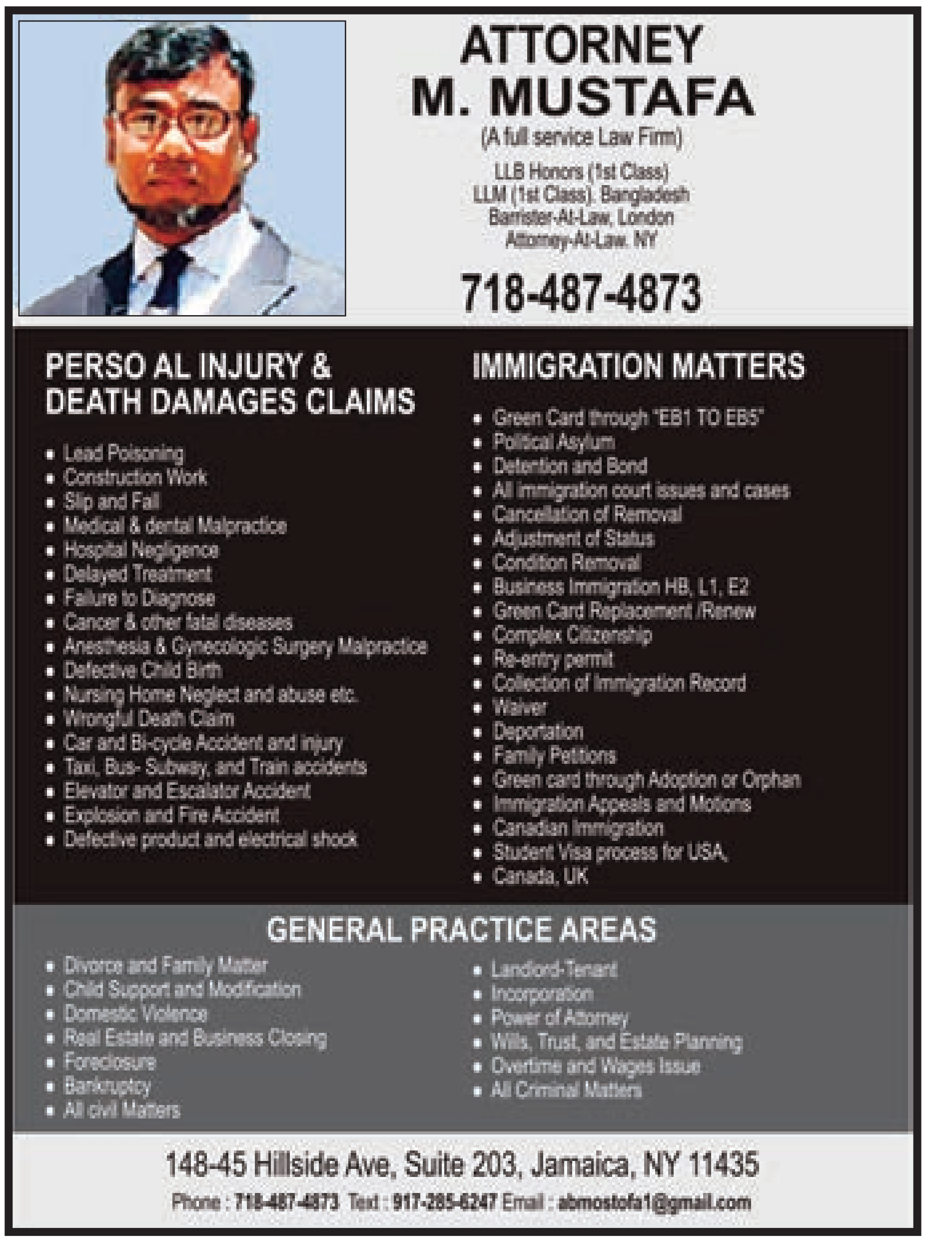

শামসুজ্জমানের মুক্তি ও মতিউর রহমানের নামে মামলা

(শেষের পাতার পর)

সাংবাদিক ও সুধী সমাজ আয়োজিত সমাবেশ থেকে বাংলাদেশে মুক্ত সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার দাবী জানানো হয়।

বক্তারা বলেছেন, একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে সাংবাদিক গ্রেফতার এবং সম্পাদকের নামে হয়রানী-মুলক মামলা করার মধ্য দিয়ে মুক্তবিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তী মাররাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যে মুহূর্তে তিলে তিলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার কথা বিশ্বের মানুষ জানতে শুরু করেছে ঠিক সে মুহূর্তে এমন আত্মঘাতী কাজ দেশের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে বলে বক্তারা বলেন। তাঁরা বলেছেন, এ কাজে সরকারকে যারা ইন্দন দিয়েছে , যারা মদদ দিচ্ছে তারাও সমানভাবে আজ মুক্তবিশ্বের কাছে দায়ী।

সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা দিয়েছেন প্রগ্রেসিভ ফোরামের প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আখতার উল ইসলাম, জনসংগঠক জামান তপন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের, নাগরিক সংগঠক ইঞ্জিনয়ার সৈয়দ ফজলুর রহমান, সাংবাদিক হায়দার আকবর কিরণ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ আমেরিকা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক, সাংবাদিক আবিদ রহমান, লেখক সাংবাদিক রহমান মাহবুব, লেখক সাংবাদিক মনিজা রহমান, লেখক সাংবাদিক রওশন হক, কবি জেবুন্নেছা জোৎস্না, লেখক সাংবাদিক আফরোজা ইসলাম, কলামিস্ট এবং নাগরিক সংগঠক মফিজুল হুসেইন নিজাম, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবারের লেখক মাহমুদুল চৌধুরী, সাংবাদিক রুদ্র মাসুদ, নাগরিক সংগঠক ফকু চৌধুরী প্রমুখ।

হাতে লেখা পোস্টার সহ লেখক সাংবাদিক এবং প্রবাসী সুধীসমাজ সমাবেশে যোগ দেন। বাংলাদেশে ডিজিট্যাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করো, শামসুজ্জমানের মুক্তি চাই , মতিউর রহমানের নামে মামলা প্রত্যাহার করো , মুক্ত সাংবাদিকতা নিশ্চিত করো- এসব স্লোগান লেখা পোস্টার ও পেকার্ড বহন করেন সমাবেশকারীরা। থেমে থেমে তাঁরা স্লোগান দিচ্ছিলেন। এসময় ভিন্ন দেশের লোকজনও এ সাংবাদিকদের এ সমাবেশের সাথে সংহতি জানাতে দেখা যায়।

এর আগের দিন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে সংশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে হোয়াইট হাউসের উত্তর সীমানায় নিত্য চলমান নাগরিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে সামসুজ্জমানের মুক্তি চেয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়। সাংবাদিক সুবীর কাশ্মীর পেরেরার নেতৃত্বে ৩১ মার্চ শুক্রবার দুপুরে এ বিদেশীদের সাথে নিয়ে এ লিফলেট বিতরণ করা হয়। হোয়াইট হাউসের উত্তর লনে অবস্থানরত আন্দোলনকারী ফিলিপসের সহকারীরা সামসুজ্জমানের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এবং সম্পাদক মতিউর রহমানের নামে মামলা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তাঁদের কাছে নিয়মিত প্রতিবাদী পোস্টার সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছেন। #

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

টাইমস স্কয়ারে তারাবির নামাজ পড়লেন হাজারও মুসল্লি

(শেষের পাতার পর)

পরিচিত সিটি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে টানা দ্বিতীয় বছরের মতো এমন আয়োজনের উদ্যোক্তা মুসলিম সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এসকিউ। সহযোগিতায় ছিল মুসলিমস গিভিং ব্যাক ও ড্রপলেটস অব মার্সি। নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব পালন করে নিউইয়র্ক পুলিশ।

টাইমস স্কয়ারে তারাবির জামায়াত শেষে এক মুসল্লি বলেন- সংযম, দান, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পবিত্র রমজান পালন করা হয়। কুরআন তিলাওয়াত ও তরজমার মধ্য দিয়ে সে বিষয়টি প্রচার করতে চেয়েছি আমরা। মানুষের মাঝে ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করতে চেয়েছি।

ইফতারের পর থেকেই শুরু হয় আয়োজন। সন্ধ্যার আগেই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় টাইমস স্কয়ার। সুশৃঙ্খলভাবে জামায়াতে আদায় করা হয় মাগরিবের নামাজও। বহু অমুসলিমও হাজির হন এ আয়োজন দেখতে। নামাজ পড়তে যাওয়া একজন মুসল্লি বলেন, ইসলাম নিয়ে অনেকের মাঝে ভীতি আছে। উগ্র মানুষ সব ধর্মেই আছে। সেই অল্প সংখ্যক মানুষ কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠের চরিত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

ভুট্টার উপকারিতা

(শেষের পাতার পর)

উপাদানটি দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে। হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। ফাইবার সমৃদ্ধ ভুট্টা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখতে সাহায্য করে। ফলে কমে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। হজমে সাহায্য করে ভুট্টা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে দূরে রাখে। ফলে পরিপাকতন্ত্র সুস্থ থাকে।

ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, ভিটামিন বি, ই এবং কে মেলে ভুট্টা থেকে। এগুলো আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে।

আমাদের শরীরে শক্তি জোগায় ভুট্টায় থাকা শর্করা।

সার্কাসের ভিড়েও আমি বেশ

(শেষের পাতার পর)

ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে পোস্ট দিয়ে থাকেন তিনি। এবার নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে বর্তমান সময়ের গান ও ব্যবসা নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, গত বাইশ বছর অডিও সার্কিটের সব ডাইমেনশনে কাজ করেছি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্যাসেট সিডির যুগ গত হয়েছে ২০১০ সালেই। এখন ইউটিউবের যুগও ধুঁকছে, একটি গানে কোটি ভিউয়ে রিটার্ন বিশ হাজার টাকাও আসে না। মিউজিক ভিডিওতে মোটা অঙ্ক বিনিয়োগ করে ভিউয়ের ইঁদুর দৌড় আপাতত শেষ। গানের প্রডিউসররা তাদের বিনিয়োগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নাটকের পিছনে, সেই খাতও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। নাটকের ভিতরে গান ঢুকিয়ে আপৎকালীন অক্সিজেন দিয়ে গানের ব্যবসার দিনও শেষ। সব মিলিয়ে গানের বাজারে পেশাদার অডিও প্রযোজকরা এখন সরে যেতে বাধ্য হয়েছে, আর কখনোই ফিরে আসবে না।

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া
ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান ব-লেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুম এর বাসা ভারা দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই ট্রেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া
ওজন পার্কে ১০৪ অক্সফোর্ড এভিনিউ A ট্রেন সাবওয়ের কাছে ৩ বেডরুমের প্রাইভেট হাউস ভাড়া হবে ১ লা মার্চ থেকে।
যোগাযোগ:
347-306-1695
ইমেইল :
arefa91@gmail.com

বাসা ভাড়া
ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্রিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া
বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

বাসা ভাড়া
এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

রুমমেট আবশ্যক
ওজন পার্ক ১০২ স্ট্রিট ১ লা মার্চ থেকে রুম ভাড়া দেওয়া হবে অথবা পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। এক বকের মধ্যে A ট্রেন + বাস আছে। যোগাযোগ :
347-306-1695
ইমেইল :
arefa91@gmail.com

বাসা ভাড়া
এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট হিলসাইড এভিনিউর এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরত্বে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট এপ্রিল মাসের এক তারিখ থেকে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
মা-০৬/২৭

ন্যানী আবশ্যক
মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক
Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়
টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।
কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দূরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাক্টর আবশ্যক
লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স
মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.
f-06/14

পাত্রী চাই
ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE
1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Direct: 347-475-2186
E-mail: shaheduli@aol.com
Office: 81-15 Queens Blvd 2nd Fl Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 718-899-2000
Website: www.WinZoneRealty.com

Shahedul Islam
Licensed R.E. Salesperson

LOOKING FOR A NURSE PRACTITIONER TO JOIN A BUSY MEDICAL PRACTICE IN THE BRONX, NY.
COMPETITIVE COMPENSATION.
PLEASE CONTACT ME AT (267)342-1481.

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়
আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান
আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফার্স্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

আবশ্যক
অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য একজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

HELP WANTED
Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com
f-06/14

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইয়র্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই
New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

নিউয়র্কের কুইন্স ভিলেজে রহিমা-রুবেল দম্পতির ইফতার মাহফিল

নিউয়র্কের কুইন্স ভিলেজে রহিমা-রুবেল দম্পতির উদ্যোগে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্ই যোগ দেন। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সাব্বির আহমদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পেটার্সন সিটি কাউন্সিল এর সাবেক কাউন্সিলম্যান ফয়সল আহমদ, ব্যবসায়ী নাছির লস্কর, মাওলানা তরিকুল ইসলাম, টাইম টিভির পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সৈয়দ দুদু মিয়া, আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, হারুনুর রশীদ তালুকদার, সবুজ সিদ্দিকী, বদরুল ইসলাম মিন্টু, সৈয়দ রুহুল ইসলাম ও কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ।

ঈদের পরই যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি

(শেষের পাতার পর)

পরোক্ষভাবে কাউন্সিলরদের মতামত নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারা।

এদিকে, দলীয় সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠনের জন্য বিশেষ এসাইনম্যান্ট দেয়া হয়েছে লন্ডনে বসবাসরত দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসের খোকনকে। খোকন 'বাংলা পত্রিকা'কে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠনের জন্য প্রাথমিক প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হয়েছে। দলের চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের অনুমোদন পেলেই তা ঘোষনা করা হবে। কারা আসছেন কমিটিতে?- এমন প্রশ্নের জবাবে খোকন জানান অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্ব সমৃদ্ধ কমিটি আসছে। বিশেষ করে বিগত দিনে সরকার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে যারা ভালো ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে।

গত পহেলা মার্চ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ৬ নেতাকে লন্ডনে ডেকে পাঠান দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। লন্ডনের একটি হোটেলে তাদের সাথে বৈঠকে বসেন তিনি। বৈঠকে অংশ নেয়া যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির অন্যতম শীর্ষ নেতা গিয়াস আহমদ 'বাংলা পত্রিকা'কে বলেন মূলত সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়েই দলের চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ হয়েছে তাদের। বিশেষ করে গত ১২ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি না থাকায় দলের মধ্যে নানা গ্রুপ উপগ্রুপ সৃষ্ঠ হয়েছে। যে কারণে চলমান সরকার পতনের আন্দোলনে কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি। এ নিয়ে দলের হাই কমান্ড দারুণভাবে নাখোশ। গিয়াস আহমদ জানান, কমিটি গঠন নিয়ে নেতাদের কাছ থেকে মতামত নিয়েছেন তারেক রহমান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি ঘোষনা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। নবীন-প্রবীনের সমন্বয়ে সকল গ্রুপের সঙ্গে আলোচনা করে একটি কার্যকর কমিটি গঠনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা কাজ করছেন বলে জানান তিনি।

এদিকে, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নব নিযুক্ত সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিতে একটি নবজাগরণ দেখতে চেয়েছেন। সেলক্ষ্যে সকল পক্ষকে একোমোডেট করে কমিটি গঠনের জন্য সবাই একমত হয়েছেন। প্রয়োজনে যেকোন ত্যাগ স্বীকারে স্থানীয় শীর্ষ নেতারা ঐক্যমত পোষন করেছেন।

এদিকে, পহেলা মার্চ লন্ডনে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ৬ নেতার বৈঠকের পর গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান জিল্লু ও মিজানুর রহমান ভূইয়া-কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভূক্তির চিঠি আসে। এ খবরে উচ্ছসিত যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি পরিবার। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমদ জনি বলেন, প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি। এ নিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা দারুণভাবে উচ্ছসিত। এখন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠন হলে অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে এখানে দল সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠবে।

কবে আসছে কমিটি, কারা থাকছেন এ কমিটিতে এ নিয়ে ইতোমধ্যে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে নেতা-কর্মীদের মধ্যে। তবে, দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত একাধিক নেতা বাংলা পত্রিকাকে বলেছেন তিন শীর্ষ নেতাকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতৃত্ব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাপ কমেছে। ফলে অপেক্ষকৃত তরুণ নেতাদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচনের সম্ভাবনা বেশি। তবে, অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে স্থান পাওয়া নেতাদের দুয়েকজনকেও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটির শীর্ষ পর্যায়ে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গিয়াস আহমদ ও জিল্লুর রহমান জিল্লুর নাম রয়েছে হাইকমান্ডের গুডবুকে।

সূত্র জানায়, দীর্ঘ ১২ বছর কমিটি না থাকায় আন্দোলন সংগ্রামে উপযুক্ত ভূমিকা রাখতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি। যেকারণে নেতাদের উপর নাখোশ দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। সেই অচলাবস্থা ঘুচিয়ে একটি নবজাগরণ তৈরির অগ্নিপরীক্ষা এখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পাওয়া নেতাদের সামনে।

রমজানের জুমা বিশেষ

(শেষের পাতার পর)

মাঝ থেকে রমজান মাসের কয়েকটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের অমিয় বারতা নিয়ে শুভাগমন ঘটে মাহে রমজানুল মোবারকের। অপরিসীম প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত ও নেক আমলের মৌসুম রমজান মাস। তারই মাঝে রমজানের জুমার দিনগুলো আরো বিশেষ মহিমান্বিত। এমনিতেই বলা আছে, জুমার দিন গরিবের হজের দিন, পবিত্র ও পুণ্যের দিন।

আজ রমজানের অন্য দিনের চেয়ে সব মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে মুসল্লিরা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আবেগ পরিপূর্ণ। পবিত্র রমজানের আজ অষ্টম দিনে জুমার নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দেশ ও জাতির কল্যাণসহ বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় বিশেষ মুনাজাত করা হবে। রমজানের ফজিলত ও গুরুত্ব বোঝাতে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ৮৫ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেন- 'রমজান হলো এ মাস, যে মাসে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি।' এ মাসকে বরকত-রহমত-মাগফিরাতের মাস বলা হয়। এ মাসে রয়েছে শবেকদরের মতো বরকতময় রাত, যা উম্মতে মোহাম্মদির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যা অন্য কোনো নবীর উম্মতের ভাগ্যে জোটেনি। শবেকদরের ফজিলত সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর ঘোষণা হলো- 'লাইলাতুল কাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহরিন' অর্থাৎ শবেকদরের এক রাত হাজার মাস থেকে শ্রেষ্ঠ। রমজানের গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত হলো পুরো মাস রোজা রাখা ফরজ।

প্রতিটি রোজায় মহান আল্লাহ পাক অসংখ্য মানুষকে ক্ষমা করেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের তালিকাভুক্ত করেন। তাই এ মাসকে বরকত-রহমত-মাগফিরাতের মাস বলা হয়। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। আর এ কাজগুলো রমজানের প্রতি রাতেই সংঘটিত হয় এবং শেষ রমজান পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকে। এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো যে, জান্নাত-জাহান্নাম আল্লাহর সৃষ্ট দু'টি বস্তু, যার দরজাগুলো প্রকৃত অর্থেই খোলা কিংবা বন্ধ করা হয়। রমজানে জুমার ফজিলত : পবিত্র মাহে রমজান অফুরন্ত ফজিলতের মাস। রমজান মাসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ তারাবি, তাহাজ্জুদ, সুন্নত ও নফল নামাজ আদায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। আর রমজান মাসে জুমাবার মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ইসলামের দৃষ্টিতে দিনটি অনেক বরকতময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ এ দিনকে অন্য দিনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পবিত্র রমজানের জুমার দিন হওয়ায় এর ফজিলত আরো অনেকগুণ বেশি।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে জুমার দিনের বহু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ দিনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কুরআনে ইরশাদ করেন- 'মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন নামাজের আজান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর ইবাদতের জন্য দ্রুত যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বোঝ' (সূরা জুমুআ-০৯)। হাদিসে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রাঃ ও আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন জানাবত (ফরজ) গোসলের মতো গোসল করে সালাতের জন্য আগমন করে, সে যেন একটি উট কোরবানি করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে, সে যেন একটি গাভী কোরবানি করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে, সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা কোরবানি করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি মুরগি কোরবানি করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল, সে যেন একটি ডিম কোরবানি করল। পরে ইমাম যখন খুতবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতারা জিকির শোনার জন্য হাজির হয়ে থাকেন। ইসলামী শরিয়তের বিধানে জুমার দিনের মাহাত্ম্য সীমাহীন। এ দিন মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম আঃ-এর দেহের বিভিন্ন অংশ সংযোজিত বা জমা করা হয়েছিল বলেই দিনটির নাম জুমা রাখা হয়েছে।

জুমার দিনকে আল্লাহ তায়ালা সীমাহীন বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। এটি সপ্তাহের সেরা দিন। হাদিস শরিফের বর্ণনা অনুযায়ী, এ বরকতময় দিনটি আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে উম্মতে মুহাম্মদি সাঃ-কে দান করেছেন। নবী করিম সাঃ ইরশাদ করেন, 'সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বরকতময় দিন হচ্ছে জুমার দিন। এ পবিত্র দিনে হজরত আদম আঃ-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এ দিনে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় (মুসলিম শরিফ)। এ ছাড়া হাদিস শরিফে জুমার দিনকে সাপ্তাহিক ঈদের দিন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জুমা তোমাদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ ও সাপ্তাহিক ঈদের দিন। তাই এ দিনটি রোজার জন্য নির্ধারিত করা সমীচীন নয়। জুমার আগের রাতটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, জুমার পূর্ববর্তী রাতে বনি আদমের সব আমল মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করা হয় (বুখারি, আহমদ)। তাই

জুমার দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনা করে প্রতিটি মুসলিমের উচিত দিনটিকে কাজে লাগানো। দিনটিতে মহান আল্লাহর ইবাদত করা এবং প্রার্থনায় নিজের ও সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণ-সৌভাগ্য ও উন্নতির দোয়া করা উচিত এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লেখক : কলাম লেখক ও গবেষক

সাকিবকে ছাড়াই

(শেষের পাতার পর)

ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) টেস্ট অধিনায়ককে আইপিএল খেলার ছাড়পত্র শেষ পর্যন্ত দেয়নি। আগেই জানানো হয়েছিল সাকিব-লিটন দাসরা টেস্ট খেলেই ভারতে যাবেন। তাই তাদের রেখেই আইরিশদের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট দল ঘোষণা করে বিসিবি। এই ম্যাচকে সামনে রেখে গতকাল মিরপুর শেরেবাংলা মাঠে অনুশীলন শুরু করে টাইহগাররা। তবে প্রথম দিনের অনুশীলনে ছিলেন না অধিনায়ক সাকিব। জানা গেছে টিম হোটেলে বিশ্রামে দিন কাটান তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দলের একটি সূত্র। তবে তিনি ছাড়া টেস্ট দলের বাকি সদস্যরা দুপুর ২টায় অনুশীলন শুরু করে। টিম মিটিং শেষে গা গরম করে ফিল্ডিং অনুশীলন সেরে নেয়। এরপরই যে যার মতো নেটে ব্যাট করেছে ইনডোর ও মূল মাঠে। অনুশীলনের শুরুতেই উইকেট দেখেন দেশসেরা ওপেনার তামিম ইকবাল। উইকেটের কভার সরাতেই দেখা যায় সবুজ ঘাসের উজ্জ্বল আভা। যদিও শেষ বিকালে সেটিকে ছেটে অনেকটা ন্যাড়া করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে দুই স্পিনারের সঙ্গে তিন পেসারের একাদশ নিয়ে মাঠে নামবে টাইগাররা। এর আগে সকালে অনুশীলন করে আয়ারল্যান্ড দল। এই ম্যাচ দিয়েই চার মাস পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরছে বাংলাদেশ। আর টেস্ট অঙ্গনের নবাগত দল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে দলের নির্বাচক আবদুর রাজ্জাকের প্রত্যাশাও বেশি। তিনি বলেন, 'সোজা হিসাব, টেস্ট ম্যাচটা জিততে চাই। খুব ভালোভাবে জিততে চাই। আমরা যখন শুরুতে টেস্ট খেলতাম, আমাদের সঙ্গে খেলতো যারা একদম সমানে দাপট দেখিয়ে জিততো আমাদের বিপক্ষে। যদি ইয়ে না হয়, আমরাও চাই সেভাবে করতে। যাতে বার্তা যায় যে আমাদেরও ওই উন্নতিটা হচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা ওরকম।' সাকিব আল হাসানের ব্যস্ততার শেষ নেই। শুক্রবার চট্টগ্রামে জাতীয় দলের হয়ে ম্যাচ খেলে শনিবার বিকেএসপিতে ঢাকা লীগে মাঠে নামেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে। এরপর সেখান থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে সাকিব ফেরেন রাজধানীতে। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই তার এমন তাড়াহুড়ো। কাল শুরু হচ্ছে আয়াল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের একমাত্র টেস্ট ম্যাচ। মিরপুর শেরেবাংলা মাঠে এই ম্যাচ দিয়েই শেষ হচ্ছে আইরিশদের বাংলাদেশ সফর। সিলেটে ওয়ানডে ও চট্টগ্রামে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ করে ঢাকায় টাইগাররা সফরকারীদের মুখোমুখি হবে সাদা পোশাকে। এই ম্যাচকে সামনে রেখে গতকাল মিরপুরে অনুশীলন করে টাইগাররা। কিন্তু সব প্রোগ্রামে যোগ দিতে পারলেও দলের অনুশীলনে আসেননি বাংলাদেশ অধিনায়ক। দলের একটি সূত্রে জানা যায় তিনি হোটেলেই বিশ্রাম নিয়েছেন টেস্ট ম্যাচের আগে টানা দৌড়ঝাঁপের ক্লান্তি দূর করতে! তবে আইপিএলে গেলে আর ম্যাচ খেলালে তার এই বিশ্রামের সুযোগ হতো না। অন্যদিকে সাকিব জানিয়েছেন তিনি আগেই জানতেন তাকে টেস্ট খেলেই আইপিএলে যেতে হবে। তিনি বলেছেন, 'বোর্ড থেকে আগেই যখন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ড জানতে চায় কবে থেকে খেলতে পারবো, পুরো সময় অ্যাভেইলেবল আছি কি না। সে সময় এনওসির মতোই আসলে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয় কবে থেকে কবে পর্যন্ত খেলতে পারবো। সেখানে ছিল আমাদের যখন আন্তর্জাতিক কমিটমেন্ট থাকবে তখন বিসিবি এলাউ করবে না। সেভাবে বিসিবি করেছে, ওভাবেই আমরা এনওসি পেয়েছি।' ৪ মাস পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরছে বাংলাদেশ দল।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাপে ধাপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE

নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভুতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং

রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

প্রবীণ মুরব্বী আব্দুর কাদিরের ইন্তেকাল

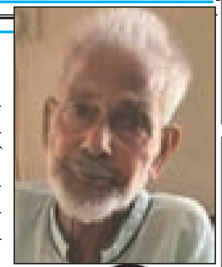

আবুল কাশেম রুমন,সিলেট: সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ৭ নং লক্ষণাবন্দ ইউনিয়নের নিজ ঢাকাদক্ষিণ কাজি পাড়া (কাজি বাড়ি) নিবাসী মরহুম মৌলভী কাজি ওয়াছিফ আলীর প্রথম পুত্র, সিলেট দায়রা ও জজ আদালতের (অবসরপ্রাপ্ত সেরস্তাদার) মোহাম্মদ আব্দুল কাদির (৮০) ২৯ মার্চ (বুধবার) সন্ধ্যা ৬ঃ১০ ঘটিকার সময় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল হইয়াছেন। (ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মরহুমের জানাজার নামাজ, ৩০ মার্চ (বৃহস্পতিবার) দুপুর ২ঃ০০ ঘটিকার সময়, কাজিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা যায়। মরহুম আব্দুল কাদির সিলেট- ৬ আসন (গোলাপগঞ্জ- বিয়ানীবাজার) জাতীয় জনতা পার্টির সংসদ সদস্য প্রার্থী বিশিষ্ট্য রাজনীতিবিদ কাজি আব্দুল মুনিম এর বড় ভাই ও বৃহত্তর সিলেট জেলা অনলাইন প্রেসক্লাবের সভাপতি, সাপ্তাহিক বৈচিত্র্যময় সিলেট পত্রিকার সম্পাদক আবুল কাশেম রুমন এর চাচা। মৃত্যুকালে ২ ছেলে ৩ মেয়ে স্ত্রী সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ মার্চ রোববার এস্টোরিয়ার ৩৬-০৭ ৩১ স্ট্রিটে জালালাবাদ ভবনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খবর ইউএ-সএনিউজঅনলাইন.কম'র। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট শেখ আখতারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও রমজানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন ইমাম কাজী কায়্যুম। মাহফিলে কমিউনিটি, দেশ, জাতি ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকি।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ময়নুজ্জামান চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ইয়ামিন রশিদ, বিলাল চৌধুরী, জে মোলা সানি, দরুদ মিয়া রনেল, হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরী, আতিকুল ইসলাম জাকির, আব্দুল করীম, এএফএম মি-সবাউজ্জামান, শামিমুর রহমান চৌধুরী, মনসুর চৌধুরী, শ্যামল কান্তি চন্দ, খলিলুর রহমান।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেটের স্বাধীনতা দিবস পালন

নিউইয়র্কঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের উদ্যোগে ২৬ মার্চ উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকায় বাংলাদেশ ম্যুরালের সামনে এদিন দুপুরে নানা আয়োজনে দিবসটি উদযাপন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা।

নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমেদের সভাপতিত্বে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. লিয়াকত আলীর পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবর রহমান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান পৃষ্টপোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী বশির উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন পরিষদের আহবায়ক আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুর রহিম বাদশা, মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. খলিলুর রহমান, সংগঠনের পৃষ্টপোষক মিয়া মো. দাউদ, পৃষ্টপোষক কাজী রবি উজ জামান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট হাসান আলী, বখতিয়ার রহমান খোকন, অধ্যক্ষ ছানাউলাহ, হুমায়ূন কবির, নূরে আলম জিকু, কামাল উদ্দিন, শ্যামল কান্তি চন্দ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরু দাস রাজবংশি, বীর মুক্তিযোদ্ধা রবীন্দ্র নাথ গোপ, ফরিদা আক্তার, লস্কর জুয়েল, খলিলুর রহমান (রহমান), কর্পোরাল আব্দুল মতিন, সুবেদার সফি উলাহ, এমডি ইব্রাহীম, বদরুল হক, সাইফুল ইসলাম, এসএম একরাম উলাহ, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, এমডি মকবুল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আবৃত্তি করেন কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল ও হীরা লাল দাস।

এসময় বক্তারা মুক্তিযোদ্ধারা একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন উলেখ করে বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। পুরো জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা বলেন, বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেলেও মুক্তিযোদ্ধারা যে প্রত্যাশা নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন সেই প্রত্যাশা আজো পূরণ হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

গত ২৮শে মার্চ মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টী হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান।ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি বীর-মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুর রহমান,সহসভাপতি শামসুদ্দীন আজাদ,উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন,সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন,সাংগঠনিক সম্পাদক দেওয়ান মহিউদ্দীন,প্রবাসী কল্যান সম্পাদক সোলায়মান আলী,কৃষি সম্পাদক আশরাফুজ্জামান,দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক,সদস্য শাহানারা রহমান,নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের সহসভাপতি শেখ আতিক,সাধারন সম্পাদক শাহীন আজমল,কানেক্টিকাট আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহেদুল হক জাহিদ,সাধারন সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী,যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি অধ্যাপিকা শাহনাজ মমতাজ,এডভোকেট মুর্শেদা জামান,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের উপ প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, ছাত্রলীগনেতা জেড এ জয়,জাহাংগীর মিয়া,যুবলীগনেতা সেবুল মিয়া,স্বেচ্ছাসেবকলীগনেতা সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া,সাকাওয়াত বিশ্বাস,কামাল হাসান রাকিব,ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত,হেলাল মিয়া প্রমূখ।

সভার শুরুতে বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।এরপর মহান মুক্তযুদ্ধ সহ সকল শহীদদের স্মরনে এক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

ইফতারের প্রারম্ভে মাওলানা সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন।উপস্থিত সবাইকে ইফতার করানো হয় এবং পরিশেষে নৈশভোজে আপ্যায়ন করানো হয়।

সভাপতির বক্তব্যে ড.সিদ্দিকুর রহমান বলেন বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে।বিরোধীদলকে নির্বাচন করতে হলে এই সরকারের অধীনেই নির্বাচনে আসতে হবে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আটলান্টিক সিটিতে উড়লো বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী: যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে গত ২৭ মার্চ, সোমবার দুপুরে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে "বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন" করা হয়েছে।

ওইদিন দুপুর সাড়ে বারোটায় (স্থানীয় সময়) সিটি হল (নগর ভবন) এর সন্মুখস্থ কোর্ট ইয়ার্ডে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানমালায় আটলান্টিক সিটির মাননীয় মেয়র মার্টি স্মল প্রধান অতিথি হিসাবে স্বাগতঃ ভাষন দেন।

পবিত্র গীতা ও কুরআন থেকে পাঠের মাধ্যেমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় ।এরপর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত ও শীলা আজিজের কন্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

এই সময় ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে সগর্বে পতপত করে উড়ছিল বাঙালির অহংকার লাল সবুজের জাতীয় পতাকা।

অনুষ্ঠানে আটলানটিক কাউন্টির শেরিফ এরিক শেফলার, সিটি কাউন্সিল সহসভাপতি কলিম শাহবাজ, কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, আটলানটিক সিটির অগ্নি নির্বাপন বিভাগের প্রধান স্কট ইভানস, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, সংগঠনের ট্রাষটি বোর্ড এর সভাপতি আব্দুর রফিক, বিএএসি সভাপতি শহীদ খান, সাউথ জারসি মেট্রো আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল ইসলাম শাহ-জাহান বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে আটলানটিক সিটির স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, বিএএসজের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শাহ-রিয়ার আহমদ, বিএএসজের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ মনিরুজামান, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব তৌহিদুল ইসলাম, সাউথ জারসি মেট্রো আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক কুতুবউদ্দীন এমরান, বিএনপি সভাপতি সৈয়দ কাউসার শাহীন ও সাধারন সম্পাদক মোঃ রহমান বাবুল, বেংগল ক্লাব সভাপতি মোঃ ফেরদৌস, বাংলাদেশ লায়নস ক্লাব সভাপতি কনক রাউথ, বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব সভাপতি আকবর হোসেনকে কমিউনিটির উন্নয়নে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

মিমি নিমবো অনুষ্ঠান সঞ্চালণা করেন ।অনুষ্ঠানে আট-লানটিক সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস,কাউ-ন্সিলম্যান জেসি কার্টজ, কাউন্সিলম্যান প্রার্থী জেফ ডরসি সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্িহত ছিলেন।

মাননীয় মেয়র মার্টি স্মল তাঁর বক্তব্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচছা জানান এবং আটলান্টিক সিটিতে বহুজাতিক সমাজ বিনির্মাণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

এসময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীরা "জয় বাংলা" শোগানে অনুষ্ঠান প্রাংগন মাতিয়ে রাখেন।

"বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন" অনুষ্ঠানে জাতির গর্ব বীর মুক্তিযোদধাদের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত ছিল বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

আটলানটিক সিটির নগর কর্তৃপক্ষের মাল্টিকালচারাল সার্ভিসেস এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল।

অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার-সির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

ঈদের পরই যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি ॥ প্রাধান্য পাবে তরুণ নেতৃত্ব

ইকবাল মাহমুদঃ আগামী ঈদুল ফিতরের পরই ঘোষনা করা হবে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি। দীর্ঘ প্রায় এক যুগ কমিটি বিহীন থাকার পর নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির তিন নেতাকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে। ১৭টি স্টেট ও মহানগরে করা হয়েছে আহবায়ক কমিটি। কাউন্সিল না হলেও (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

টাইমস স্কয়ারে তারাবির নামাজ পড়লেন হাজারও মুসল্লি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বিশ্ব বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে হাজারও মানুষ একসাথে তারাবির নামাজ আদায় করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিমদের কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে এ আয়োজন পালিত হয়। উদ্যোক্তারা জানান, ইসলামভীতি দূর করা, ধর্মের প্রকৃত সৌন্দর্য সম্পর্কে জানানো এবং সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরাই ছিল এর উদ্দেশ্য। টাইমস স্কয়ারে তারাবির নামাজে অংশ নেন নারীরাও। তরুণ ইমাম ফরাজ হাসানের ইমামতিতে হয় তারাবি। আল্লাহু আকবর ধ্বনি ওঠে হাজারও কণ্ঠে। বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

মঙ্গলবার আদালতে হাজির হচ্ছেন ট্রাম্প!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একজন পর্ন তারকার মুখ বন্ধ রাখতে ঘুষ দেয়ার জন্য আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাকে আগামী মঙ্গলবার তিনি আদালতে হাজির হচ্ছেন বলে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

কানাডার পার্লামেন্টে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বিল পাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয়ভাবে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে পালন করতে একটি আইন করেছে কানাডার পার্লামেন্ট। বৃহস্পতিবার কানাডার হাউজ অব কমন্সে 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যাক্ট' পাস করা হয় বলে অটোয়ায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের অব ইউএসএ'র জমজমাট ইফতার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট।- কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জমজমাট এই ইফতারে কুলাউড়াবাসী সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

এবার জনপ্রতি সর্বনিম্ন ফিতরা ১১৫, সর্বোচ্চ ২৬৪০ টাকা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : এ বছর ফিতরার হার জনপ্রতি সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। রবিবার বেলা ১১টায় বায়তুল মুকাররম জাতীয়(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

নিউইয়র্কে প্রতিবাদ সমাবেশ

শামসুজ্জমানের মুক্তি ও মতিউর রহমানের নামে মামলা প্রত্যাহারের দাবী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল, সাংবাদিক শামসুজ্জমানের মুক্তি ও সম্পাদক মতিউ রহমানের নামে মামলার নিঃশর্ত প্রত্যাহারের দাবীতে নিউইয়র্কে সমাবেশ হয়েছে। ১ এপ্রিল শনিবার দক্ষিণ এশীয়দের টাইমস্কোয়ার নামে পরিচিত ডাইভার্সিটি পাজায় লেখক, (বাকি অংশ ৪০ পাতায়

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

রমজানের জুমা বিশেষ মহিমান্বিত

ডাঃ মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

আত্মশুদ্ধির মাস পবিত্র মাহে রমজান। আজ শুক্রবার। হিজরি ১৪৪৪ সালের মাহে রমজানুল মোবারকের দ্বিতীয় জুমা মোবারক। দেখতে দেখতে এরই মধ্যে আমাদের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

সাকিবকে ছাড়াই টেস্ট অনুশীলনে বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্কঃ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট না খেলেই সাকিব আল হাসান যাচ্ছেন আইপিএলে! তবে শেষ পর্যন্ত তা হয়নি, বাংলাদেশ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

ভুট্টার উপকারিতা

ঢাকা, ৩ এপ্রিল : পুষ্টিগুণের দিক থেকে ভুট্টার জুড়ি মেলা ভার। জেনে নিন ভুট্টার বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে। ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর ভুট্টা। এই দুই উপাদান আমাদের কোষের যত্ন নেয়। যেক্সাসথিন নামক একটি উপাদানের দেখা মেলে ভুট্টায়। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিনোদন

সার্কাসের ভিড়েও আমি বেশ ভালো আছি: আসিফ

ঢাকা ডেস্কঃ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব জনপ্রিয় শিল্পী আসিফ আকবর। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ডায়াগনস্টিক এর জন্য লোক আবশ্যক
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত স্বনামধন্য স্টারলিং ডায়াগনস্টিক এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে Nurse Practitoner, Physician Assistant, Medical Assistant এবং Mammogram Technician আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুন।
M.Ali: 267-342-1481
Email: info@starlingdiagnostics.com
starling diagnostics

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE POARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com